নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন

মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন

সংকলনে

মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

সম্পাদনায়

ড. হাফিজ মুজতবা রিজা আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ মাসুম বিল্লাহ্ বিন রেজা
প্রভাষক, টিভি আলোচক, লেখক

মাওলানা মুহাম্মদ নুরুজ্জামান
প্রধান মুহাদ্দিস
নিশ্চিন্তপুর কামিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার ❖ কাটাবন ❖ বাংলাবাজার

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন

সংকলনে : মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

ISBN : 978-984-8808-47-4

প্রকাশনায়
মাওলা প্রকাশনী
১৯১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ২০১৪
রবি. সানি, ১৪৩৫
ফাল্গুন, ১৪২০

কম্পোজ
মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহমদ
আহসান কম্পিউটার
কাঁটাবন, ঢাকা, ফোন : ৮৬২২১৯৫

প্রচ্ছদ
আহসান কম্পিউটার

মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
ঢাকা-১২০৫।

মূল্য : ৩০০ টাকা মাত্র

Nirbachito Quran O Hadith Sonchowon Compiled by Md. Golam Mawla Published by Mawla Prokashoni, 191 Boro Moghbazar wareless railgate, Dhaka-1217 First Print March, 2014, Price Taka 300.00 Only. ($8.00)

AP-75

সংকলকের কথা

نحمده ونصلى على عبده المجتبى المصطفى.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যাঁর অশেষ রহমতে এ মূল্যবান সংকলনটি জনগণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এরপর দরূদ (প্রশান্তি) সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর। যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীন ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন, যার শুরু হয়েছিল হযরত আদমের (আ.) দ্বারা। আরও দরূদ তাঁর (নবীর) পরিবারবর্গ, সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, শহীদ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা হিদায়াতে শামিল হবেন তাঁদের প্রতি।

মহান আল্লাহ দু'জাতিকে (মানুষ ও জিন) শুধুই তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যারিয়াত-৫৬) অনেক মানুষ এখনও ইবাদত বলতে কিছু আনুষ্ঠানিক উপাসনাকে বুঝে। অথচ বিষয়টি এমন নয়, ব্যাপক অর্থবোধক। ইবাদত 'আবদ' থেকে এসেছে। অর্থ- দাস হওয়া, গোলাম হওয়া, পরাধীন হওয়া। জীবনের সর্বাবস্থায় (প্রতিনিয়ত ঘুম থেকে উঠে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত) নিজেকে আল্লাহর দাসরূপে (কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য ত্যাগ করে) পরিচয় দেয়াই ইবাদত।

অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত এবং একমাত্র উৎস হলো ওহী। ওহী দু'ধরনের হয়- (১) ওহী মাতলু (পবিত্র কুরআন) ও (২) ওহী গাইরে মাত্‌লু (পবিত্র হাদীস)। পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই। তবে হাদীসের সত্যতা ও মানার ব্যাপারে অনেকে প্রশ্ন তোলে। অনেকে বলে হাদীস মানবো না, শুধুই কুরআন মানবো। এটি সঠিক নয়। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

"আর তিনি মনগড়া কথাও বলেন না, এ কুরআন ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" (সূরা নাজম : ৩-৪)

রাসূলে মাকবুল (সা) বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরবে

ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না, (১) আল কুরআন এবং (২) আল হাদীস (আমার সুন্নাহ)।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মিশকাত) নবীজি (সা) আরও বলেন, সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদের প্রদর্শিত পথ।" (মুসলিম)

বিশুদ্ধ ইবাদতের জন্য পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসকে অনুসরণ করতেই হবে। কুরআন ও হাদীস থেকেই ফিক্হর উদ্ভব। কুরআনের হাজার হাজার আয়াত এবং হাজার হাজার হাদীস জানা সবার পক্ষে সম্ভব নয়, সংগ্রহও অসম্ভব। এছাড়াও একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ মহাব্যস্ত।

এজন্য মানব জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দিকগুলোর ব্যাপারে কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের সংকলন প্রয়োজন। যা অধ্যয়ন করে অসংখ্য মুসলিম পৃথিবীতে ভারসাম্যপূর্ণ ও মহৎ জীবন (আদর্শ জীবন) গড়ে তুলতে পারবে এবং পরকালে (জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে বেঁচে) কাঙ্ক্ষিত জান্নাত (অসংখ্য নেয়ামতপূর্ণ) লাভ করতে পারবে।

সংকলনটিতে যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেসব বিষয়ে যথেষ্ট আয়াত ও হাদীস দেয়া হয়েছে। বাংলা অক্ষরের ভিত্তিতে বিষয় না সাজিয়ে সংকলনটি বিষয়ের তাৎপর্য অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। ইমাম, খতিব, বক্তা, শিক্ষকসহ সাধারণ পাঠক সংকলনটি অধ্যয়নের মাধ্যমে অনেক অজানা বিষয়ের সূক্ষ্ম সমাধান দিতে পারবেন।

এ গ্রন্থটি সংকলন করতে যেয়ে আমাকে অনেক লেখকের সাহায্য নিতে হয়েছে আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এ সংকলনে কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে তা জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ তা সংশোধন করবো। এ সংকলনের সাথে যুক্ত সবাইকে আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

বিনীত

মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

সূচীপত্র

ঈমান

ঈমান সম্পর্কে আয়াত

١- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰـهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَـآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَـآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

১। অর্থ ঃ সেইসব মুত্তাকীর জন্য (আল-কুরআন) হেদায়াত (পথনির্দেশ), যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। আর (হে নবী) আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও আপনার পূর্বে (নবীদের প্রতি) যা নাযিল হয়েছিল তাতেও ঈমান আনে ও পরকালে যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরা বাকারা : ২-৪)

٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

২। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা বাকারা : ২০৮)

٣- مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে রবের পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার এবং তাদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। (সূরা বাকারা : ৬২)

٤- فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لاَانْفِصَامَ لَهَا.

৪। অর্থ ঃ অতঃপর যে তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন এক মজবুত রজ্জু ধারণ করে যা কখনো ছিঁড়বার নয়। (সূরা বাকারা : ২৫৬)

٥- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

৫। অর্থ ঃ অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৯)

٦- كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ.

৬। অর্থ ঃ এরা সকলেই আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলদের প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করে। (সূরা বাকারা : ২৮৫)

٧- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ.

৭। অর্থ ঃ মুমিন মূলত তারাই আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যাদের দৃঢ় ঈমান রয়েছে। (সূরা নূর : ৬২)

٨- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا.

৮। অর্থ ঃ অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূরের প্রতি। (সূরা তাগাবুন : ৮)

٩- اِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ.

৯। অর্থ ঃ যারা আখিরাতে অবিশ্বাসী তাদের আমলসমূহ আমি খুবই চিত্তাকর্ষক করে দেই। অতএব তারা পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (সূরা নামল : ৪)

١٠- قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ.

১০। অর্থ ঃ (হে নবী) আপনি বলুন ঃ আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, আর যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তাতে এবং যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূবের প্রতি এবং তাদের পূর্বাপর নবীগণের প্রতি। (সূরা আলে ইমরান : ৮৪)

١١- اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـءُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى

الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

১১। অর্থ ঃ যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করে, তাগুত (শয়তান) তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে আনে। এরাই হলো, জাহান্নামী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা : ২৫৭)

١٢۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا.

১২। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (সূরা নিসা : ১৪৪)

١٣۔ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ج وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ط كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

১৩। অর্থ ঃ আল্লাহ কাকেও সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্যে তৈরি করে দেন এবং কাকেও বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় অধিক সংকীর্ণ করে দেন। তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে এরূপে লাঞ্ছিত করেন। (সূরা আন'আম : ১২৫)

١٤۔ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ط وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

১৪। অর্থ ঃ তিনিই মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যাতে তাদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ফাতাহ : ৪)

١٥- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ. اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ.

১৫। অর্থ ঃ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে (নামাযে) বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে, যারা বাজে কথা-কাজ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে কর্মতৎপর এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের সালাতের হেফাযত করে। (সূরা মুমিনূন : ১-৯)

١٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلآَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

১৬। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকূন : ৯)

ঈমান সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ اَلصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ .

১। অর্থ ঃ হযরত আমর বিন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঈমান কি? তিনি বলেন, (ঈমান হলো) সবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং সামাহাত (দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা)। (মুসলিম)

٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً.

২। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে, যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে দ্বীন (জীবন বিধান) এবং মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসেবে কবুল করে নিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

٣ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো– এই বলা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ নেই এবং সর্বনিম্নটি হল– রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। (বুখারী, মুসলিম)

٤ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ ـ

৪। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ কেউই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি (অন্তঃকরণ) আমার উপস্থাপিত দ্বীনের (জীবন ব্যবস্থার) অনুসারী হবে। (শরহুস সুন্নাহ্)

٥ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اٰخِيَّتِهٖ يَحُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اٰخِيَّتِهٖ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ فَيَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْاِيْمَانِ فَاَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ وَاَوْلُوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

৫। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুঁটির সাথে (রশি দিয়ে বাঁধা) ঘোড়া, যা চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত খুঁটির দিকেই ফিরে আসে। অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরাও ভুল করে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ঈমানের দিকেই ফিরে আসে। অতএব তোমরা মুত্তাকী লোকদেরকে তোমাদের খাদ্য খাওয়াও এবং ঈমানদার লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (বায়হাকী)

٦- عَنْ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ -

৬। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের মধ্য হতে কেউই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী, মুসলিম)

٧- عَنْ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهٗ اِلاَّ لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ -

৭। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে। সেগুলো হলো– (১) তার কাছে অপর সকলের চেয়ে আল্লাহ ও রাসূল প্রিয় হয়। (২) কাউকে ভালবাসলে আল্লাহর জন্যেই ভালবাসে। (৩) আগুনের নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপ্রিয় জানে, কুফরিতে ফিরে যাওয়াকেও তেমনি অপ্রিয় মনে করে। (বুখারী)

٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) سُئِلَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ -

৮। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান! জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কি? তিনি বললেন ঃ ত্রুটিমুক্ত হজ্জ বা কবুল হজ্জ। (বুখারী)

নামায

নামায সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ـ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

১। অর্থ ঃ নামায কায়েম কর। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবূত : ৪৫)

٢ـ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

২। অর্থ ঃ নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে রুকূ কর। (সূরা বাক্বারা : ৪৩)

٣ـ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ـ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ.

৩। অর্থ ঃ তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নামায নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ, কিন্তু সেই অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয়। (সূরা বাক্বারা : ৪৫)

٤ـ قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৪। অর্থ ঃ আপনি বলুন : আমার সালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (সূরা আন'আম : ১৬২)

٥ـ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَتُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

৫। অর্থ ঃ হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করবে। খাও এবং পানকরো এবং অপচয় কর না। তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ : ৩১)

٦ـ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ اُولٰـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

৬। অর্থ ঃ যারা সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে– তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযক (সূরা আনফাল : ৩-৪)

٧ـ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيْهِ وَلَاخِلٰلٌ.

৭। অর্থ ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে বলে দিন সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে– ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোনো বেচা-কেনা ও বন্ধুত্ব থাকবে না। (সূরা ইবরাহীম : ৩১)

٨ـ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ.

৮। অর্থ ঃ আর সালাত কায়েম করো দিনের দু'প্রান্তে (ফজর, যোহর ও আসরে) এবং রাতের প্রথমাংশে (মাগরিব ও এশায়)। পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্যে এটি এক উত্তম উপদেশ। (সূরা হূদ : ১১৪)

٩ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

৯। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো এবং সৎকাজ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো, যেভাবে লড়াই করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করে বাছাই করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে কঠিন কোনো বিধান দেননি তোমাদের দ্বীনে। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা সাক্ষী হতে পারো মানব জাতির জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। অতএব তিনি কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি। (সূরা হজ্জ : ৭৭-৭৮)

١٠. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১০। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্যে ছুটে যাও এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা তা বুঝো। অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো ও আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমু'আ : ৯-১০)

١١. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

১১। অর্থ ঃ অতঃপর দুর্ভোগ সেই সমস্ত সালাত আদায়কারীদের জন্যে, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। যারা তা (সালাত) আদায় করে লোক দেখানোর জন্যে এবং সংসারের প্রয়োজনীয় ছোট-খাট জিনিস দানে বিরত থাকে। (সূরা মাউন : ৪-৭)

নামায সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَّ لاَ بُرْهَانًا وَّلاَ نَجَاةً فَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَىِّ بْنِ خَلَفٍ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত আদায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের সঠিকভাবে হেফাযত করবে, তার এই সালাত কিয়ামতের দিনে তার জন্যে আলো, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে এবং যে তার সঠিক হেফাযত করে না, তার জন্যে সালাত কিয়ামতের দিনে আলো, দলীল কিংবা মুক্তির কারণ হবে না। আর ঐ ব্যক্তি হাশরের দিনে কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের ন্যায় কাফিরদের সাথে উঠবে। (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

٢ـ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বান্দা ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত পরিত্যাগ। (মুসলিম)

٣ـ عَنْ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার আছে তা হলো, সালাত। সুতরাং যে সালাত ত্যাগ করবে সে (প্রকাশ্যে) কাফির হয়ে যাবে। (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা)

٤- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ -

৪। অর্থ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সালাতের প্রথম সময় (প্রথম ওয়াক্তে আদায়) হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া এবং শেষ সময় (সালাত আদায়) হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমা (এতে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না, গুনাহ থেকে বাঁচা যায় মাত্র)। (তিরমিযী)

٥- عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ (رض) اِنَّهٗ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اَنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِىَ الصَّلٰوةِ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَافِظَ دِيْنَهٗ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ -

৫। অর্থ ঃ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর সমস্ত গভর্নরদের কাছে এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, তোমাদের যাবতীয় দায় দায়িত্বের মধ্যে সালাতই হলো আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যে সাবধানতার সাথে নিজের সালাত আদায় করল এবং সালাতের তত্ত্বাবধান করল সে যেন তার পূর্ণ দ্বীনের হেফাযত করল। আর যে সালাতের খেয়াল রাখল না তার পক্ষে অন্যান্য দায়িত্ব পালনে খিয়ানত আদৌ অসম্ভব নয়। (ইমাম মালেক)

٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَيْسَ صَلَاةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا -

৬। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুনাফিকদের পক্ষে ফজর ও এশা অপেক্ষা কোনো ভারী সালাত নেই। যদি তারা জানতো তার মধ্যে কি আছে তাহলে তারা তার জন্যে হামাগুড়ি দিয়েও আসত। (বুখারী, মুসলিম)

٧- عَنْ عُثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ

فِى الْجَمَاعَةِ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفُ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهٗ ـ

৭। অর্থ ঃ হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে এশার জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করেছে সে যেন অর্ধ রাত্রি সালাত আদায় করেছে আর যে ফজরের সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করেছে সে যেনো পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করেছে। (বুখারী)

٨ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ

৮। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জামায়াতের সাথে সালাত আদায় একাকী সালাত আদায় থেকে সাতাশ গুণ বেশী ফযীলতের অধিকারী। (বুখারী, মুসলিম)

٩ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ

৯। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন কাকেও নিয়মিতভাবে মসজিদে হাজির হতে দেখবে তখন তোমরা তার মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য দিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদের আবাদ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।" (তিরমিযী)

١٠ـ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَ كُمُ الْمَسْجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ ـ

১০। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ কর না। তবে তাদের জন্যে ঘরই উত্তম। (আবু দাউদ)

١١ـ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِنَّ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهٗ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِیْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

১১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পর্যায়ে সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে হিসাব নিবে। তার নামায যদি যথাযথ প্রমাণিত হয়, তবে সে সাফল্য লাভ করবে। আর যদি নামাযের হিসাবই খারাপ হয়, তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নামাযের ফরযে হিসাবের যদি কিছু কম পড়ে তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তখন বলবেন, তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোনো নফল নামায বা নফল বন্দেগী আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে তার দ্বারা ফরযের কমতি পূরণ করা হবে। পরে তার অন্যান্য সব আমল তারই বিবেচিত ও অনুরূপভাবে কমতি পূরণ করা হবে। (তিরমিযী)

١٢ـ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ ؟ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ـ

১২। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেনঃ তোমাদের কারও বাড়ীর সামনে যদি একটা প্রবাহমান নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবীগণ বললেন, তার শরীরে কোনো ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূল

(সা) বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ এর সাহায্যে আল্লাহ যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দেন। (বুখারী)

রোযা

রোযা সম্পর্কে আয়াত

١ـ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

১। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতগণের উপর। আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

٢ـ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

২। অর্থ ঃ রমযান মাসই হলো সে মাস যাতে আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্যে জীবন বিধান এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্যে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ। আর হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসটি পাবে, সে যেন এ মাসের রোযা রাখে। (সূরা বাকারা : ১৮৫)

٣ـ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্যে দান করেছেন, তা আহরণ করো। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করো, ততক্ষণ তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এই হলো, আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা নিজের আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্যে, যাতে তারা সাবধান হতে পারে। (সূরা বাকারা : ১৮৭)

٤۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلٰۤئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ. سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

৪। অর্থ ঃ নিশ্চয় একে (কুরআন) নাযিল করেছি মহিমান্বিত রাত্রিতে। মহিমান্বিত রাত্রি সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? মহিমান্বিত রাত্রি হলো, এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরাঈল) অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে। আর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে ফজরের উদয় হওয়া পর্যন্ত। (সূরা কদর)

রোযা সম্পর্কে হাদীস

١۔ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَتَاكُمْ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهٗ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حَرَمَ۔

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের নিকট রমযান মাস সমুপস্থিত। তা অত্যন্ত বরকমতয় মাস। আল্লাহ্ তা'আলা এ মাসে তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এ মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। আল্লাহ্র জন্য এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে লোক এই রাত্রির মহাকল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি। (নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)

٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَاتَاَخَّرَ -

২। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) ঘোষণা করেছেন ঃ যে লোক রমযান মাসে রোযা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমদ)

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفَثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ -

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ রোযা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনোদিন রোযা রাখলে তার মুখ থেকে যেন খারাপ কথা বের না হয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে যা বিবাদে প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে আমি রোযাদার। (বুখারী, মুসলিম)

٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفِعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ

وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِالَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ ـ

৪। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ রোযা ও কুরআন রোযাদার বান্দার জন্য শাফায়াত করবে, রোযা বলবে, হে আল্লাহ আমি এ ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ, আমি এ ব্যক্তিকে রাতের নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন, আল্লাহ তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ.

৫। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারলো না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

٦ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعَدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهٗ اَلرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ تَدْخُلُ مَعَهُمْ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ فَاِذَا دَخَلَ اٰخِرُهُمْ اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ ـ

৬। অর্থ ঃ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ বেহেশতের একটি দুয়ার আছে তাকে রাইয়্যান বলা হয়, এই দ্বার দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র রোযাদার লোকেরাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ এই পথে প্রবেশ করবে না। সেদিন এই বলে ডাক দেয়া হবে রোযাদার কোথায়? তারা যেন এই পথে প্রবেশ করে,

এভাবে সকল রোযাদার ভেতরে প্রবেশ করার পর দ্বারটি বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর এ পথে আর কেউ প্রবেশ করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا -

৭। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (সা)কে বলতে শুনেছি, যে লোক একদিন আল্লাহর পথে রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডল জাহান্নাম থেকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমদ)

٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمُ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعَ مِائَةِ ضُعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلاَّ الصَّوْمُ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ -

৮। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব দশ গুন থেকে সাতশত গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন রোযা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা তা একান্তভাবে আমারই জন্য। অতএব আমিই (যেভাবে ইচ্ছা) তার প্রতিফল দেব। রোযা পালনে আমার বান্দা আমারই সন্তোষ বিধানের জন্য স্বীয় ইচ্ছা বাসনা ও নিজের পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ। একটি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার মালিক-মনিব আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয়ই জেনে রেখ রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট সুগন্ধি হতেও অনেক উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرُمَهَا فَقَدْ حَرُمَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَلَا يَحْرُمُ خَيْرَهَا اِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ -

৯। অর্থ ঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রা) বলেন ঃ একবার রমযান মাস আসল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বললেন, এই মাস তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে এতে এমন একটি রাত্রি আছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। আর তা থেকে বঞ্চিত হয় না চিরবঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া কেউই। (ইবনে মাজাহ)

١٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ صِيَامِهٖ اِلَّا الظَّمَاُ وَكَمْ مِّنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ اِلَّا السَّهْرُ -

১০। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এমন অনেক রোযাদার আছে, যাদের রোযা উপবাস ছাড়া আর কিছু নয়। আবার এমন অনেক নামাযীও আছে যাদের নামায রাত্রি জাগরণ ছাড়া কিছু নয়। (দারেমী, মিশকাত)

١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ -

১১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন রমযান মাস আসে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অপর বর্ণনায় আছে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। দোযখের

দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় আছে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)

যাকাত

যাকাত সম্পর্কে আয়াত

١ـ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ. اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

১। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা যমীন থেকে তোমাদের জন্যে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ কর না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না, তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে যাও! জেনে রেখ, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (সূরা বাকারা : ২৬৭-২৬৮)

٢ـ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

২। অর্থ ঃ এটা (যাকাত) ঐসব গরীব লোকের জন্যে, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘুরাফেরা করতে পারে না। না চাওয়ার ফলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে।

তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করো আল্লাহ্ তা'আলা তা অবশ্যই অবহিত। (সূরা বাকারা : ২৭৩)

٣- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত কায়েম করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (সূরা বাকারা : ২৭৭)

٤- يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ. اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ.

৪। অর্থ ঃ যারা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে; আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতিই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। (সূরা তাওবা : ৭১)

٥- وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

৫। অর্থ ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তোমরা যাকাত দাও, যাকাত দানকারী প্রকৃতপক্ষে তার মাল বর্ধিত করে। (সূরা রূম ঃ ৩৯)

٦- اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

৬। অর্থ ঃ যাকাত হলো কেবল ফকীর; মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের মন জয় করার প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে। ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে– এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা ঃ ৬০)

٧- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ط وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

৭। অর্থ ঃ তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তমরূপে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০ আয়াতের শেষ অংশ)

যাকাত সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلْهِزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ نَشَدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ - وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ - اَلاٰيَةَ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না। কিয়ামতের দিন তার ঐ মাল একটি ভয়াবহ বিষধর সাপের রূপ ধারণ করবে, যার মাথায় থাকবে দু'টি কালো বর্ণের ফোঁটা। (কালো ফোঁটা হলো ভয়াবহ বিষধর সাপের চিহ্ন) উক্ত সাপ তার গলদেশে হাসলীর ন্যায় জড়িয়ে দেয়া হবে। তারপর সাপ উক্ত ব্যক্তির দু' চোয়াল কামড়িয়ে ধরে বলতে থাকবে ঃ আমি তোমার মাল, আমি তোমার জমাকৃত সম্পদ। অতঃপর হুজুর (সা) কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ দান করেছেন, অথচ তারা কৃপণতা করে। তারা যেন এ কথা মনে না করে যে,

তাদের এ কৃপণতা তাদের জন্যে কোনো কল্যাণ আনবে। বরং তাদের জন্যে চরম ক্ষতির কারণ হবে।" (বুখারী)

٢۔ عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ (رض) عَنِ النَّبِیِّ (ص) قَالَ مَا مِنْ رَّجُلٍ یَکُوْنَ لَهٗ اِبِلٌ اَوْ بَقَرٌ اَوْ غَنَمٌ لاَّیُؤَدِّیْ حَقَّهَا اِلاَّ اُتِیَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَعْظَمَ مَا تَکُوْنُ وَاَسْمَنَهٗ تَطَؤُهٗ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهٗ بِقُرُوْنِهَا کُلَّمَا جَازَتْ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَیْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰی یُقْضٰی بَیْنَ النَّاسِ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবু যার গিফারী (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে কোনো ব্যক্তির উট, গরু বা ছাগল-ভেড়া থাকবে অথচ সে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তাকে অতি বড় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায় আনা হবে। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে তাকে নিজেদের ক্ষুর দ্বারা এবং শিং দ্বারা তাদেরকে মারতে থাকবে। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা শেষ হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

٣۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَکَاةَ فِیْهِ حَتّٰی یَحُوْلَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সম্পদের মালিক হয়েছে, যে পর্যন্ত না উক্ত সম্পদ তার কাছে এক বছর থাকে সে পর্যন্ত তাকে তার যাকাত দিতে হবে না। (তিরমিযী)

٤۔ عَنْ عَلِیٍّ (رض) اَنَّ الْعَبَّاسَ سَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِیْ تَعْجِیْلِ صَدَقَتِهٖ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهٗ فِیْ ذٰلِكَ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার হযরত আব্বাস (রা) বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যাকাত আদায় করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস

করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার অনুমতি দিয়েছিলেন। (আবূ দাউদ, তিরযিমী, ইবনে মাজাহ)

٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ (رض) اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَأْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةٍ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاعْلَمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاعْلَمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ اِلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاِيَّكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ.

৫। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (সা) যখন হযরত মুয়ায (রা)-কে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন তখন তাকে বলেছিলেন তুমি আহলে কিতাবদের এক জাতির নিকট পৌঁছবে। তাদেরকে এই কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তারা যদি তোমার এই কথা মেনে নেয় তারপর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাত দিনের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তোমার এ কথাও যদি স্বীকার করে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি তাদের ধনসম্পত্তির উপর যাকাত ফরয করেছেন দিয়েছেন। তা তাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে ও তাদেরই গরীব-ফকীর লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তোমার এই কথাও যদি তারা মেনে নেয় তাদের উত্তম মালই যেন তুমি যাকাত বাবদ আদায় করে না নাও। আর তুমি মযলুমের দু'আকে সব সময় ভয় করে চলবে। কেননা মযলুমের দু'আ ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো আবরণ নেই। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ لَمَّا تَوَفِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَخْلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ (رض) بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رض) لِاَبِىْ بَكْرٍ (رض) كَيْفَ تُقَاتِلَ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهٗ وَنَفْسَهٗ اِلاَّ بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ (رض) وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهٗ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهٖ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رض) فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرًا اَبِىْ بَكْرٍ (رض) لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন ইন্তেকাল করলেন তারপর হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন আর আরব দেশের কিছু লোক কাফির হয়ে গেল, তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হযরত আবু বকর (রা)-কে বললেন, আপনি এ লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে পারেন, অথচ নবী করীম (সা) তো বলেছেন লোকেরা যতক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ (এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই) মেনে না নিবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যদি কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ স্বীকার করে, তবে তার ধন-সম্পদ ও জানপ্রাণ আমার নিকট পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। অবশ্য তার উপর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন আল্লাহর শপথ যে লোকই নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, তারই বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব কেননা যাকাত হচ্ছে মালের হক, আল্লাহর শপথ যদি রাসূলের সময় যাকাত বাবদ দিত– এমন এক গাছি রশিও দেয়া বন্ধ

করে, তবে অবশ্যই আমি তা দেয়া বন্ধ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন আল্লাহর শপথ করে বলছি, তা আর কিছু নয়, আমার মনে হলো, আল্লাহ যেন আবু বকরের অন্তর বাস্তব যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং বুঝতে পারলাম যে, তাই ঠিক (তিনি নির্ভুল সিদ্ধান্তই নিয়েছেন)। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

হজ্জ

হজ্জ সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

১। অর্থ ঃ যখন আমি কা'বা গৃহকে মানব জাতির জন্যে সম্মিলনস্থল ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে সালাতের স্থান বানাও এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকূ- সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ১২৫)

٢ـ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

২। অর্থ ঃ মানুষের ওপর আল্লাহর এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবার শক্তি সামর্থ্য যে রাখে সে যেন হজ্জ করে এবং যে এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরের আচরণ করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির ওপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

٣ـ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.

৩। অর্থ ঃ আল্লাহর সন্তোষ বিধানের জন্য যখন হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে, তখন তা পূর্ণ করবে। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৯৫)

٤. اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ـ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ.

৪। অর্থ ঃ হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে এ দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জকালীন সময়ে তার দ্বারা যেন কোনো পাশবিক লালসা তৃপ্তির কাজ, কোনো যেনা-ব্যভিচার, কোনো রকমের লড়াই-ঝগড়ার কথাবার্তা অনুষ্ঠিত না হয়। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৯৭)

٥. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ـ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

৫। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ কিংবা ওমরা করবে, এই দুই পর্বতের মধ্যে দৌড়ানো তার পক্ষে কোনো পাপের কাজ নয়। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-আগ্রহ ও উৎসাহে কোনো মঙ্গলজনক কাজ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং তার পুরস্কার দান করবেন, তিনি সর্বজ্ঞ। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৫৮)

٦. وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ـ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ج فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ـ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ.

৬। অর্থ ঃ যখন আমি ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারীদের জন্যে, সালাতে দণ্ডায়মানদের জন্যে এবং রুকূ-

সিজদাকারীদের জন্যে। আর মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উষ্ট্রের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। যাতে তারা তাদের কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া জীবিকা হিসেবে চতুষ্পদ জন্তু যবাই করে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। এরপর তারা যেন দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত ঘরের তাওয়াফ করে। এটাই কাবাঘরের বিধান। আর কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করল তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্যে এটাই উত্তম। (সূরা আল-হজ্জ : ২৬-২৯)

হজ্জ সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কামনা-বাসনা, স্ত্রী সঙ্গম ও আল্লাহর নাফরমানি হতে বিরত থেকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার্থে হজ্জ কার্য সমাধা করবে সে যেন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করল। (বুখারী, মুসলিম)

٢- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ فَقَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর নবী কোন বস্তু হজ্জকে ফরয করে? হুজুর বললেন ঃ নিজের এবং পোষ্যদের যাবতীয় খাওয়া-পরার খরচ এবং সফর খরচ (যে ব্যক্তি নিজ পোষ্যদের যাবতীয় খরচ ও মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াত খরচ বহন করতে সক্ষম, তার উপর হজ্জ ফরয।) (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

٣- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِىَّ (ص) فِى الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্যে অনুমতি চেয়েছিলাম। হুজুর বললেন ঃ তোমাদের (মহিলাদের) জিহাদ হলো, হজ্জ। (তোমরা হজ্জের মাধ্যমেই জিহাদের সওয়াব পাবে।) (মুসলিম)

٤۔ عَنْ اَبِيْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ (رض) اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু রাজীন উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা একেবারেই বৃদ্ধ। হজ্জ ও ওমরা করতে যেমন তিনি অক্ষম, তেমনি সফর করার শক্তিও তার নেই। আল্লাহর রাসূল বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরা আদায় কর। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

٥۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ.

৫। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা হজ্জ ও ওমরা পর পর সঙ্গে সঙ্গে আদায় কর, কেননা এ দু'টি কাজ দারিদ্র্য ও গুনাহ খাতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন রেত লোহার মরিচা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের জঞ্জাল দূর করে দেয়। আর কবুল হওয়া হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মুসনাদ আহমদ)

٦۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَفَصِّلِ الرَّاحِلَةَ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ.

৬। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হজ্জের ইচ্ছা পোষণকারী যেন তাড়াতাড়ি তা সমাপন করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে বা তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। (ইবনে মাজাহ)

٧۔ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْرَعُ اِبْنُ حَارِثٍ فَقَالَ اَفِىْ كُلِّ عَامٍ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَلَمْ يَسْتَطِيْعُوْا وَالْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ.

৭। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হে মানবমণ্ডলী অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য হজ্জ ফরয করে দিয়েছেন। আকরা ইবনে হারেস (একজন সাহাবী) তৎক্ষণাত দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, প্রতি বছরের জন্য? হুজুর বললেন ঃ এখন যদি আমি বলে দেই হ্যাঁ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আর যদি তা বাধ্যতামূলকই হয়ে যায়, তাহলে তোমরা তা করতেও পারবে না এবং করার ক্ষমতাও রাখবে না। হজ্জ জীবনে একবারই করতে হবে। তবে যদি কেউ অতিরিক্ত করে তাহলে তার জন্যে তা নফল হবে। (আহমদ, নাসাঈ, দারেমী)

তাওহীদ

তাওহীদ সম্পর্কে আয়াত

١۔ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لا لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَالَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاۤءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

১। অর্থ ঃ আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি। তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি সবই অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫)

٢- وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

২। অর্থ ঃ তোমাদের ইলাহ এক ও একক ইলাহ। সেই রহমান ও রহীম ইলাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৩)

٣- شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا م بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

৩। অর্থ ঃ আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮)

٤- هُوَ الَّذِيْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ.

৪। অর্থ ঃ আসমানেও তিনি এক ইলাহ। যমীনেও তিনি এক ইলাহ। তিনি মহা বিজ্ঞানময়, মহাজ্ঞানী। (সূরা যুখরুফ ঃ ৮৪)

٥- فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

৫। অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ! জেনে রেখো! আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তোমার অপরাধের জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা চাও এবং মুমিন নারী ও পুরুষদের জন্যেও। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯)

٦- فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ. رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

৬। অর্থ ঃ অতএব অতিশয় মহান ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহ! তিনিই প্রকৃত বাদশাহ। তিনি

ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। অতিশয় সম্মানিত আরশের মালিক তিনি। (সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১১৬)

٧. اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

৭। অর্থ ঃ প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। তিনি এক শক্তির আঁধার। (সূরা আর রায়াদ ঃ ১৬)

٨. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً.

৮। অর্থ ঃ তিনি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রব। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁকেই সকল ব্যাপারে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে গ্রহণ কর। (সূরা আল মুযযাম্মিল ঃ ৯)

٩. وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ. وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ـ اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ.

৯। অর্থ ঃ পৃথিবীর প্রতিটি বিন্দুতে এবং তোমাদের নিজেদের সত্তায় রয়েছে এক লা-শরীক আল্লাহর অস্তিত্বের বিপুল নিদর্শন দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্যে। তোমরা কি তা দেখতে পাও না? (সূরা আয-যারিয়াত ঃ ২০-২১)

١٠. اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

১০। অর্থ ঃ তারা কি চায় আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)

١١. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ.

১১। অর্থ ঃ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর; আর আল্লাহর কাছেই সব কিছু ফিরে যাবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৯)

١٢. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ

وَالنُّوْرَ ط ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ـ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً ط وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ـ وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ط يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ.

১২। অর্থ ঃ প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং উদ্ভব করেছেন অন্ধকার ও আলোর। তা সত্ত্বেও কাফেররা তাদের প্রতিপালককের সমকক্ষ দাঁড় করায়। তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর এক নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে। তা সত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর। আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা কর তাও তিনি অবগত আছেন। (সূরা আল আন'আম ঃ ১-৩)

١٣ـ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاءُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْآ اِلاَّ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

১৩। অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর। সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (সূরা ইউসুফ ঃ ৪০)

١٤ـ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

১৪। অর্থ ঃ তিনি আসমান ও যমীনের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোনো স্ত্রী নেই? তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে অবগত। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। কারও দৃষ্টি তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। কিন্তু সকল দৃষ্টি তাঁর আয়ত্তে। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী এবং সুবিজ্ঞ। (সূরা আন'আম ঃ ১০১-১০৩)

١٥۔ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

১৫। অর্থ ঃ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা আশ শূরা ঃ ৪)

١٦۔ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ.

১৬। অর্থ ঃ আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা আননূর ঃ ৪২)

١٧۔ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ.

১৭। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ এক। যিনি আসমান ও যমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর রক্ষক এবং পূর্বাচলের। (সূরা আস সফফাত ঃ ৪-৫)

١٨۔ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِى وَيُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ.

১৮। অর্থ ঃ যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও, তবে তোমরা জেনে রাখ, তিনি আসমান, যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও প্রতিপালক। (সূরা আদ দুখান ঃ ৭-৮)

١٩۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

১৯। অর্থ ঃ বলুন ঃ তিনি আল্লাহ্ একক, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাকেও জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং কেউ-ই তাঁর সমকক্ষ নয়। (সূরা ইখলাস)

তাওহীদ সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالُ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهُ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষ নানা বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে বলে বসে- আল্লাহ তো গোটা সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? কেউ যখন এরূপ প্রশ্ন অনুভব করবে, তখনই যেন সে বলে উঠে– আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আর তাঁর রাসূলদের প্রতিও। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ اِنِّيْ عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) ...قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ.... ـ

২। অর্থ ঃ ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। ... তিনি বললেন, সর্ব প্রথম শুধু আল্লাহ্ ছিলেন, তাঁর পূর্বে আর কিছুই ছিল না। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর স্থাপিত। অতঃপর তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করলেন এবং লওহে মাহফুযে সবকিছু লিখে রাখলেন। (বুখারী)

٣ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارِ.

৩। অর্থ ঃ হযরত উবাদা বিন ছামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি এ ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল, তার জন্যে আল্লাহ দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (মুসলিম)

٤ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ(ص) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدَةً مَّنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই তথা এক কম একশত নাম রয়েছে। যে সেগুলো আয়ত্ত ও হেফাযত করবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

٥ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫। অর্থ ঃ হযরত ওসমান বিন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে এই বিশ্বাস নিয়ে মরবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। (মুসলিম)

٦ـ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ ঘোষণা দেয় এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

٧ـ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قُلْ لِّيْ فِى الْاِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا، بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

৭। অর্থ ঃ হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমি নিবেদন করলাম হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আমি আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। তিনি আমাকে বললেন, বল আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এ কথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকো। (মুসলিম)

٨۔ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اَنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

৮। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বার বার সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়তে শুনে সকাল হলে নবী করীম (সা)-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলো। লোকটি যেন সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এর মর্যাদাকে খাটো করছিল। নবী করীম (সা) বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি এ সূরাটি অবশ্যই কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী)

ফেরেশতা

ফেরেশতা সম্পর্কে আয়াত

١۔ لاَ يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

১। অর্থ ঃ আল্লাহ তাদের (ফেরেশতাগণ)-কে যে আদেশ করেন তারা কখনো সেটার বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা শুধু তাই পালন করে। (সূরা তাহরীম : ৬)

٢۔ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ.

২। অর্থ ঃ তাদের (রাসূল ও মুমিনগণ) প্রত্যেকেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান এনেছে। (সূরা বাক্বারা : ২৮৫)

٣۔ يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَيَفْتُرُوْنَ ۔

৩। অর্থ ঃ তারা (ফেরেশতারা) দিবা রাত্রি তারই (আল্লাহর) তাসবীহ্ পাঠ করে, কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। (সূরা আম্বিয়া : ২০)

٤۔ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ.

৪। অর্থ ঃ তারা (ফেরেশতাগণ) তার (আল্লাহর) সম্মুখে কখনো কথা বলতে পারে না, বরং তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। (সূরা আম্বিয়া : ২৭)

٥۔ يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ۔

৫। অর্থ ঃ তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নাযিল করেন যে, হুঁশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব, আমাকে ভয় কর। (সূরা নাহল : ২)

٦۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ.

৬। অর্থ ঃ যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (সূরা রূম : ১৭)

٧۔ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ.

৭। অর্থ ঃ মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিত আসবে, যা থেকে তুমি টালবাহানা করতে। (সূরা ক্বফ : ১৯)

٨۔ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

৮। অর্থ ঃ অবশ্যই তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। তারা জানে তোমরা যা কর। (সূরা ইনফিতার : ১০-১২)

ফেরেশতা সম্পর্কে হাদীস

১। আয়েশা (রা) বলেন, "নবীজি দুই বার আল্লাহর এ বিশ্বস্ত ফেরেশতাকে (জিবরাঈল) তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেন। একবার আকাশ থেকে যমীনে অবতরণের সময়।" অন্যবার মি'রাজের রাতে ঊর্ধ্ব দিগন্তে। (বুখারী)

২। আয়েশা (রা) বলেন, "নবীজি জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকৃতিতে দুই বার দেখেন।" (আহমাদ)

৩। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নাফে থেকে বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ)-কে (বেহেশত) থেকে যমীনে নেমে যেতে বললেন, তখন ফেরেশতারা আল্লাহকে বলেন, হে আমার রব!

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ. (البقرة : ٣٠)

অর্থ : আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করতে চান, যারা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং খুনাখুনি করবে? আমরা তো আপনার তাসবীহ ও তাকদীস পালন করছি। তখন আল্লাহ বলেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। (সূরা আল বাকারা : ৩০)

এরপর ফেরেশতারা আল্লাহকে বললেন : আমরা বনী আদম থেকে অধিক আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন : ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন ফেরেশতা নিয়ে আসো, যাদের যমীনে প্রেরণ করা হবে। তোমরা নিজেরাই দেখবে, তারা কিভাবে আমার আনুগত্য করে! তখন তারা 'হারুত ও মারুত' ফেরেশতাদ্বয়কে নির্বাচিত করলো। এরপর তাদেরকে যমীনে প্রেরণ করা হলো এবং সাথে সাথে যাহরাহ বা ফুলকে পরমা সুন্দরী মহিলার আকৃতি বানিয়ে তাদের কাছে প্রেরণ করা হলো। ফেরেশতাদ্বয় ঐ মহিলার কাছে মনের প্রশান্তি কামনা করলো। তখন ঐ মহিলা বললো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে শিরকের কাজগুলো না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের মনের আশা পূরণ করতে পারবো না। হারুত ও মারুত উভয়ে বললো : আল্লাহর শপথ! আমরা কখনো আল্লাহর সাথে শিরক বা অংশীদার বানাতে পারবো না। তারপর ঐ মহিলাটি চলে গেল।

এরপর ঐ মহিলাটি আবার একটি শিশু কোলে নিয়ে হারুত ও মারুত ফেরেশতাদের কাছে আসলো। হারুত ও মারুত পূর্বের মতো তাদের মনের আশা পূরণের জন্য মহিলাকে আহ্বান জানালো। মহিলাটি বললো : এই শিশুটিকে হত্যা করলে আমি তোমাদের মনের আশা পূরণ করবো। তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা এই শিশুটিকে হত্যা করতে পারবো না। এরপর মেয়েলোকটি তাদের কাছ থেকে চলে গেল।

এরপর মহিলাটি এক পেয়ালা 'মদ' নিয়ে আবার তাদের কাছে আসলো। হারুত

ও মারুত ফেরেশতাদ্বয় আগের মতো মনের আশা পূরণ করার জন্যে মহিলার কাছে আবেদন জানালো। তখন ঐ মহিলাটি বললো, যদি তোমরা এই 'মদের' পেয়ালা থেকে তা পান করো, তাহলে আমি তোমাদের মনের আশা পূরণ করবো।

তারপর হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয় মদের পেয়ালা থেকে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তারা ঐ মহিলার সাথে অবৈধ যৌন মিলনে অবতীর্ণ হলো। এরপর তারা শিশুটিকে হত্যা করলো। হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের যখন জ্ঞান ফিরে আসলো, তখন ঐ মহিলা তাদেরকে বললো– তোমরা মদ পান করার পর সকল কাজ সম্পাদন করেছো, অথচ এর পূর্বে তোমরা এগুলো পালন করতে অস্বীকার করেছিলে। এই অপরাধের কারণে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার শাস্তি অথবা আখেরাতের শাস্তি ভোগ করার এখতিয়ার দিলেন। এরপর তারা দুনিয়ার শাস্তি বেছে নিলেন। (আত-তাওয়াবিন ইবনে কুদামাহ আল-মাকদেসী, পৃ. ৩০, মুসনাদে আহমদ, পৃ. ১৩৪, ২য় খণ্ড; তাফসীরে ইবনে কাসীর, পৃ. ১৩৮, ১ম খণ্ড, আল-বেদায়াহ, পৃ. ৪৩, ১ম খণ্ড; সহীহ ইবনে হিব্বান, ১৭১৭ নং হাদীস, ইবনে সিন্নি 'আমল আল লাইল ওয়ান নাহার' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)

তাকদীর

তাকদীর সম্পর্কে আয়াত

١ـ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ـ

১। অর্থ ঃ আমি প্রতিটি জিনিস তাকদীরের সাথে সৃষ্টি করেছি। (সূরা কামার ঃ ৪৯)

٢ـ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ـ

২। অর্থ ঃ যিনি আসমান ও যমীনের বাদশাহির মালিক, যিনি কাউকে সন্তান বানাননি, যার সাথে বাদশাহিতে কেউ শরীক নয় এবং যিনি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তারপর তার তাকদীর ঠিক করে দিয়েছেন। (সূরা ফুরকান ঃ ২)

٣ـ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ٧ وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ـ

৩। অর্থ ঃ যিনি তাকদীর ঠিক করেছেন, তারপর পথ দেখিয়েছেন। যিনি গাছ-গাছড়া উৎপাদন করেছেন। (সূরা আ'লা ঃ ৩-৪)

٤- وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ -

৪। অর্থ ঃ তোমাদের রব বলেন, আমার কাছে দোয়া কর, আমি দোয়া কবুল করব। যারা অহংকার করে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তারা শীঘ্রই অপমানিত হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে। (সূরা মুমিন : ৬০)

٥- قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ط قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ -

৫। অর্থ ঃ তারা বলল, আমরা তো তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে কুলক্ষণ মনে করি। জবাবে সালেহ বললেন, তোমাদের সুলক্ষণ তো আল্লাহ্র হাতে। আসলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (সূরা নাম্ল : ৪৭)

٦- مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ط وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً ج وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا-

৬। অর্থ ঃ (হে মানুষ) যে মঙ্গলই তোমার লাভ হয় তা আল্লাহ্রই দান। আর তোমার উপর যে মুসিবতই আসে তা তোমার আমলেরই ফল। (হে রাসূল!) আপনাকে আমি মানুষের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। এ বিষয়ে আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (সূরা নিসা ঃ ৭৯)

٧- قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًاط وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ط اِنْ اُرِيْدُ اِلاَّ الْاِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلاَّ بِاللّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ -

৭। অর্থ ঃ শোয়াইব বললেন, হে আমার কওম! তোমরা ভেবে দেখ, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে এক সাক্ষ্যের উপর থেকে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে ভালো রিযিক দিয়ে থাকেন (তাহলে এরপর তোমাদের

পথভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়ার মধ্যে আমি কীভাবে শরীক হতে পারি?)। আমি চাই না যে, যেসব বিষয় থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি তা আমি নিজেই করতে চাই তা আল্লাহর (দেয়া) তাওফীকের উপর নির্ভর করে। আমি তাঁরই উপর ভরসা করে আছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে ফিরে আসি। (সূরা হূদ ঃ ৮৮)

٨- وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا - إِلَّآ أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ز وَاذْكُرْ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰى أَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا -

৮। অর্থ ঃ আর দেখ, কোনো জিনিস সম্পর্কে কখনো এভাবে বলবে না, নিশ্চয়ই আমি কাল এ কাজটি করব। (তুমি কিছুই করতে পার না) যদি তা আল্লাহ না চান। যদি ভুলে এমন কথা মুখ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে তোমার রবকে স্মরণ কর এবং বল, আশা করা যায়, আমার রব এ বিষয়ে সত্যের কাছাকাছি কথার দিকে আমাকে পথ দেখাবেন। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ২৩-২৪)

٩- وَمَا يَذْكُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ط هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.

৯। অর্থ ঃ 'আল্লাহর ইচ্ছা না হলে এরা কোনো উপদেশই গ্রহণ করবে না। তিনিই তাকওয়া পাওয়ার অধিকারী এবং (যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদেরকে) তিনিই মাফ করার অধিকারী।' (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৫৬)

١٠- قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ط وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ أَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ إِلَّآ أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ -

১০। অর্থ ঃ (শো'আইব আরও বলেন) আল্লাহ তোমাদেরকে (তোমাদের মিল্লাত থেকে) নাজাত দেয়ার পরও যদি আমরা তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই তাহলে

আমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব। আমাদের রব আল্লাহ্ যদি (তা-ই) চান তাহলে আলাদা কথা। তা না হলে আমাদের পক্ষে ঐদিকে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারেই আমাদের রবের ইলম আছে। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করে আছি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কওমের মাঝে ঠিক ঠিক ফায়সালা করে দিন। আর আপনিই তো সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী। (সূরা আ'রাফ ঃ ৮৯)

١١- اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ -

১১। অর্থ ঃ তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (সূরা হাজ্জ ঃ ৪১)

١٢- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ -

১২। অর্থ ঃ যা কিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের আড়ালে আছে তাও তিনি জানেন। আর সব বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরে আসে। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৬)

তাকদীর সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهٗ - اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ - وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ

بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ـ

১। অর্থ ঃ আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের দোযখ ও বেহেশত নির্ধারিত হয়ে আছে। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা আমাদের নিজ নিজ নির্ধারিত ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে কাজকর্ম ছেড়ে দেই না কেন? রাসূল (সা) বললেন, না। কাজ করে যাও। কেননা যাকে যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্যে সেই কাজই সহজ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী, তাকে সৌভাগ্যজনক ও বেহেশতে যাওয়ার উপযোগী কাজ করার সামর্থ্য দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি হতভাগা ও জাহান্নামী, তাকে জাহান্নামে যাওয়ার উপযোগী কাজ করার সামর্থ্য দেয়া হয়। অতঃপর রাসূল (সা) সূরা 'আল লাইল'-এর এই আয়াত কটি পড়লেন, 'যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং সর্বোত্তম বাণীর স্বীকৃতি দেয় (ইসলাম গ্রহণ করে) তাকে আমি উত্তম (জান্নাতবাসের উপযোগী জীবন যাপনের) ক্ষমতা দেব। আর যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয়ে কার্পণ্য করে, (আল্লাহ সম্পর্কে) বেপরোয়া হয় এবং উত্তম জীবন যাপনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে আমি কষ্টদায়ক (জাহান্নামের উপযোগী জীবন যাপনের) ক্ষমতা যোগাবো। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ اَبِىْ خُزَامَةَ (رض) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوىْ بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ يَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِىَ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ ـ

২। অর্থ ঃ আবু খুযামা (রা) তার বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আবু খুযামার বাবা) বলেন, আমি রাসূল (সা)কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমরা আমাদের রোগব্যাধির চিকিৎসার জন্যে যে দু'আ তাবিজ ও ঔষধ ব্যবহার করি এবং বিপদ-মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করি, এগুলো কি আল্লাহর তাকদীরকে (নির্ধারিত ব্যবস্থা) ঠেকাতে পারে? তিনি জবাব দিলেন, এসব ব্যবস্থাও তো আল্লাহর তাকদীরেরই অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী)

٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ اِنِّيْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ - احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ - اِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ اِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ -

৩। অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন যখন আমি রাসূল (সা)-এর পেছনে বাহক জন্তুর পিঠে বসেছিলাম তখন তিনি বললেন, হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলছি। (মনোযোগ দিয়ে শোন), তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখ, তাহলে আল্লাহ তোমাকে স্মরণ রাখবেন। তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখ, তাহলে আল্লাহকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন কোন বিপদে সাহায্য চাইতে হয়, তখন আল্লাহর সাহায্য চাও। আর জেনে রাখ, সমগ্র মানবজাতিও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার ভাগ্যলিপিতে লিখে রেখেছেন। (কারো কাছে দেয়ার মত যখন কিছু নেই, তখন কোথা থেকে দেবে? সব কিছু তো আল্লাহর। তিনি যতটুকু কাউকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, ততটুকুই সে পায় তা সে যার মাধ্যমেই পাক।) আর যদি সমগ্র মানবজাতি একত্র হয়ে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তবে তারাও ততটুকুই ক্ষতি করতে পারে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। (সুতরাং তোমার একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভরশীল হওয়া উচিত এবং একমাত্র আল্লাহকেই নিজের সাহায্যকারী মেনে নেয়া উচিত। (মিশকাত)

٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتّٰى

كَاَنَّمَا فَقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزِمْتُ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تَتَنَازَعُوْا فِيْهِ ـ

৪। অর্থ ঃ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) আমাদের কাছে এসে দেখলেন যে, আমরা তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করছি। তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল এবং তাঁর দুই গালে যেন ডালিম নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি এজন্যে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছ, না আমি তোমাদের প্রতি এটি নিয়ে প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যখনই এ বিষয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছে তখনই ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদেরকে দৃঢ় সংকল্পের সাথে বলছি : তোমরা যেন কখনো এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হও। (তিরমিযী)

٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيْهِ اَمْرٌ مُبْتَدَعٌ اَوْ مُبْتَدَاٌ اَوْ فِيْمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ فِيْمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَاِنَّهٗ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَاِنَّهٗ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ ـ

৫। অর্থ ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমলের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? আমরা যা করি তা কি নতুনভাবে ঘটল না পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে আছে? তিনি বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তা পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে আছে। আর প্রত্যেকের করণীয় বিষয় আয়াসসাধ্য করে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই নেকীর কাজ করে আর দুর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি দুর্ভাগ্যজনক কাজই করে।' (তিরমিযী)

٦ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ
يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِّثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ
يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاَجَلَهُ وَرِزْقَهُ
وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحَ فَوَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ اِنَّ اَحَدَكُمْ
لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ
اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ
ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

৬। অর্থ ঃ ‘আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত। তোমাদের প্রত্যেকের মূল উপাদান প্রথমে চল্লিশ দিন তার মাতৃগর্ভে শুক্ররূপে, অতঃপর চল্লিশ দিন লাল জমাট রক্তপিণ্ডরূপে এর পর চল্লিশ দিন গোশ্ত পিণ্ডরূপে [প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ] অবস্থান করে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা একজন ফেরেশতাকে চারটি বিষয়সহ তার নিকট প্রেরণ করেন। তখন ফেরেশতা লিখে দেন : (১) তার আমল। (সে কি কি আমল করবে) (২) তার আয়ুষ্কাল, (সে কতদিন বাঁচবে এবং কখন মৃত্যুবরণ করবে।) (৩) তার রিয্ক এবং (৪) সে কি ভালো না মন্দ লোক। (সে কি সৌভাগ্যবান না কি হতভাগ্য।) অতঃপর তাঁর শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। (ব্যাপার হল এই যে,) তোমাদের কেউ বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার এবং বেহেশতের মধ্যে মাত্র একহাত দূরত্বের ব্যবধান থাকে। ঠিক এমন সময় তার প্রতি তার তাকদীরের লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে দোযখীদের কাজ করতে আরম্ভ করে। ফলে সে জাহান্নামে চলে যায়। এভাবে তোমাদের কেউ দোযখীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার এবং দোযখের মাঝখানে মাত্র একহাত দূরত্ব থাকে এমন সময় তার প্রতি তার সেই তাকদীরের

লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে। ফলে সে বেহেশতে চলে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

শিরক

শিরক সম্পর্কে আয়াত

١۔ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

১। অর্থ ঃ আর যখন মূসা তাঁর জাতির লোকদের বললেন ঃ হে আমার জাতির লোকেরা; গো বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অনাচার করেছো। কাজেই এখন তাওবা করো স্বীয় স্রষ্টার কাছে এবং (শাস্তি স্বরূপ) নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। তোমাদের স্রষ্টার কাছে এটাই কল্যাণকর। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আল বাকারা ঃ ৫৪)

٢۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا ۔ اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ج وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ۔ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۔ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۔ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا.

২। অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তারা তাঁর পরিবর্তে শুধু নারীর পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বললো, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করবো। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো। তাদেরকে আশ্বাস দিবো। তাদেরকে পশুদের কান ছিদ্র করতে বলবো এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেবো। আর যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না। (সূরা আন নিসা ঃ ১১৬-১২১)

٣- اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَآ اِلٰـهَ اِلاَّ هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ط وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ - وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ (হে নবী) আপনি পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই; এবং অংশীবাদীদের থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা শির্‌ক করতো না। আমি আপনাকে তাদের জন্যে রক্ষক (দারোগা) নিযুক্ত করিনি, আর আপনি তাদের অভিভাবকও নন। আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা আরাধনা করে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকেও গালি দেবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভন করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের কাছে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করতো। (সূরা আল আনয়াম ঃ ১০৬-১০৮)

٤- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ط اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.

৪। অর্থ ঃ আর তাদের চেয়ে বড় যালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে? তাদেরকে হাজির করা হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে এবং সাক্ষীগণ বলবে ঃ এরাই ঐ সব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিলো। শুনে রাখো যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে। (সূরা হূদ ঃ ১৮)

٥- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ. قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ. وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ.

৫। অর্থ ঃ যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবী করতে তারা কোথায়? যাদের জন্যে শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আপনার কাছে আমাদের নিবেদন, এদের জন্যে আমরা দায়ী নই। তারা কেবল আমাদেরই ইবাদত করতো না। বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাকো, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং তারা শাস্তি স্বচক্ষে দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করতো। (সূরা কাসাস ঃ ৬২-৬৪)

٦- وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

৬। অর্থ ঃ যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললেন ঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (সূরা লোকমান ঃ ১৩)

٧۔ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

৭। অর্থ ঃ পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরীক করতে পীড়া-পীড়ি করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। যে আমার অনুগামী হয় তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবগত করবো। (সূরা লোকমান ঃ ১৫)

٨۔ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

৮। অর্থ ঃ তাঁর নির্দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদাহ করো না, চন্দ্রকেও না। আল্লাহকে সেজদাহ করো যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে তাঁরই ইবাদত করো। (সূরা হা-মীম সেজদাহ ঃ ৩৭)

٩۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ. وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا.

৯। অর্থ ঃ নিশ্চয় জেনো, আল্লাহর সাথে শরীক বানানোর যে পাপ তা তিনি ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্য যে কোনো পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে তো উদ্ভাবন করে নিয়েছে এক গুরুতর মিথ্যা। (সূরা আন নিসা ঃ ৪৮)

١٠۔ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ

بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ
عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

১০। অর্থ ঃ আল্লাহ্ কাউকে নিজের সন্তান বানাননি। আর দ্বিতীয় কোনো উপাস্য তাঁর সঙ্গে শরীকও নেই। যদি তাই হতো তবে প্রত্যেক মা'বুদ তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো। অতঃপর একজন অপরজনের উপর চড়াও হয়ে যেতো। মহান আল্লাহ্ পবিত্র সেইসব কথা হতে, যা এই লোকেরা মনগড়াভাবে বলে। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু তিনি জানেন। তিনি এদের কৃত সমস্ত শির্কের উর্ধ্বে অতিশয় মহান। (সূরা আল মুমিনূন ঃ ৯১-৯২)

١١ـ وَاعْبُدُو اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا.

১১। অর্থ ঃ তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও ইবাদত করো। আর অন্য কোনো কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করো না। (সূরা আন নিসা ঃ ৩৬)

١٢ـ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا.

১২। অর্থ ঃ হে নবী! ঘোষণা করে দিন, সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র সেই আল্লাহর যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না তাঁর শাসন ও সাম্রাজ্যে কেউ শরীক আছে, আর না তিনি দুর্বল ও অক্ষম যে, কেউ তাঁর পৃষ্ঠপোষক হতে হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১১)

١٣ـ قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلاَ اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا.

১৩। অর্থ ঃ তুমি ঘোষণা করে দাও, আমি আমার রবকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না। (সূরা জ্বিন ঃ ২০)

শির্ক সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ لَقِيَ اللّٰهُ لاَ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

১। অর্থ ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে তাঁর সাথে শির্‌ক করে না, সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যে তাঁর সাথে শির্‌ক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسِ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, কবীরা গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বিরত থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি পাপ কি কি? তিনি বললেন, এগুলো হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং অচেতন পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী ও মুসলিম)

٤- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَا مُعَاذُ اَتَدْرِيْ

مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا اَتَدْرِيْ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمْ.

৪। অর্থ ঃ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সা) বললেন, হে মুআয তুমি কি জান বান্দার কাছে আল্লাহর কি হক আছে? মুআয বললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন, নবী করীম (সা) বললেন ঃ (বান্দার কাছে আল্লাহর হক হলো), সে তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে না। তিনি (নবী সা) আবার বললেন, তুমি কি জান আল্লাহর কাছে বান্দার হক কি? মুআয ইবনে জাবাল (রা) বললেন, বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। নবী (সা) বললেন, আল্লাহর কাছে বান্দার হক হলো, আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে কষ্ট না দেয়া। (বুখারী)

٥- عَنْ مُعَاذٍ (رض) اَوْصَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهٗ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ.

৫। অর্থ ঃ হযরত মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দশটি বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন যে মুআয (১) যদি তোমাকে হত্যা করা কিংবা পুড়িয়ে ফেলাও হয় তবু তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে

শরীক করবে না। (২) আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হতে তাড়িয়েও দেয় তবু তাদের অবাধ্য হবে না। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুতেই তুমি ফরয নামায ত্যাগ করবে না, কেননা স্বেচ্ছায় যে ফরয নামায ত্যাগ করে তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কোন দায়িত্ব থাকে না। (৪) কিছুতেই তুমি শরাব পান করবে না; কেননা শরাব হলো, সমস্ত অশ্লীল কাজের মূল। (৫) আর তুমি সব রকমের পাপকার্য হতে নিজকে দূরে রাখবে, কেননা পাপ কার্যের কারণে আল্লাহ্‌র গযব অবতীর্ণ হয়। (৬) চরম কাটাকাটির মুহূর্তেও তুমি জিহাদের ময়দান পরিত্যাগ করবে না। (৭) আর তুমি যেখানে অবস্থান করছ, সেখানে যদি মহামারী দেখা দেয়, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থান করবে। (৮) তুমি তোমার সাধ্যমত পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে খরচ করবে। (৯) সন্তান-সন্ততিকে আদব শেখাতে তাদের উপর লাঠি সরাবে না (১০) পরিবারের লোকজনকে সর্বদা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ভয়ভীতি প্রদর্শন করবে। (মুসনাদে আহমাদ)

কুফর

কুফর সম্পর্কে আয়াত

কুফর শব্দটি আরবী। এর শাব্দিক অর্থ গোপন করা, ঢেকে দেয়া। আঁধার রাতকে কাফির বলা হয়। কারণ, সে তার অন্ধকারের চাদর দিয়ে সবকিছু ঢেকে ফেলে। কৃষককেও আরবীতে কাফির বলে। কারণ, সে বীজকে জমিনের ভেতর লুকিয়ে রাখে। কুরআনী পরিভাষায় কুফর হচ্ছে ঈমানের বিপরীত শব্দ। কুফর শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলাকে অস্বীকার করে এবং তার যাবতীয় অনুগ্রহ ও নিয়ামতের কথা গোপন করে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এভাবে প্রকৃতিগতভাবে সত্যকে সে অকৃতজ্ঞতার পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখে।

١- كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ - هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ -

১। অর্থ ঃ তোমরা কেমন করে আল্লাহর সাথে কুফরি আচরণ করছ? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আবার তিনিই তোমাদের জান কবজ করবেন। এরপর তিনি আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তিনিই তো ঐ (সত্তা), যিনি তোমাদের জন্য দুনিয়ার সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং সাতটি আসমান তৈরি করলেন। আর তিনি প্রত্যেক জিনিসেরই ইলম রাখেন। (সূরা বাকারা : ২৮-২৯)

٢۔ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۔

২। অর্থ ঃ 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।' (সূরা বাকারা : ২৫৭)

٣۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۔

৩। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর চোখে দুনিয়ার সব সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অধম তারা, যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এরপর তারা কোনো রকমেই তা কবুল করতে তৈরি ছিল না। (সূরা আনফাল : ৫৫)

٤۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۔

৪। অর্থ : আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে, তারা নিশ্চয়ই দোযখের আগুনে যাবে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। এরাই হলো সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। (সূরা বায়্যিনাহ : ৬)

নেফাক সম্পর্কে আয়াত

١- وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ـ

১। অর্থ : এরা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন এরা নিভৃতে নিজেদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি; আমরা (ওদের সাথে) নিছক তামাশাকারী। (সূরা বাকারা : ১৪)

٢- وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ـ

২। অর্থ : যখন তাদের বলা হয়, তোমরা আসো আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন আপনি মুনাফিকদের দিকে লক্ষ্য করে দেখবেন যে, তারা আপনার থেকে সম্পূর্ণরূপে তাদের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। (সূরা নিসা : ৬১)

٣- بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا لا نِالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط أَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ـ

৩। অর্থ : আপনি মুনাফিকদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক শাস্তি। যারা ঈমানদারগণের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট সম্মান লাভের আশা করে? অথচ সমস্ত সম্মান আল্লাহ্র নিকট। (সূরা নিসা : ১৩৮-১৩৯)

٤- اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ م يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

৪। অর্থ : মুনাফিক পুরুষরা ও মুনাফিক নারীরা পরস্পরের সহযোগী। এরা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয়, সৎকাজে বাধা দেয় এবং নিজেদের হাত রুদ্ধ করে রাখে। এরা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে এবং আল্লাহ্‌ও এদের ভুলে গেছেন। মুনাফিকরা অবশ্যই দুষ্কর্মপরায়ণ। (সূরা তওবা : ৬৭)

٥- يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

৫। অর্থ : হে নবী! কাফেরদের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। জাহান্নাম হলো এদের বাসস্থান এবং কতো নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! (সূরা তওবা : ৭৩)

নেফাক সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ -

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি– (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে (৩) আর তার কাছে কোন আমানত রাখলে তার খেয়ানত করে। (বুখারী)

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ -

২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত নবী (সা) বলেন, চারটি দোষ যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোন একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। (১) তার কাছে কোন আমানত রাখলে সে তার

খেয়ানত করে, (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে ও (৪) আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি দেয়। (বুখারী)

٣۔ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لَاتَجْتَمِعَانِ فِیْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهُ فِی الدِّیْنِ ۔

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলে খোদা (সা.) বলেছেন, এমন দু'টি গুণ আছে যা মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। (১) সুস্বভাব ও (২) দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান। (মিশকাত)

রিসালাত

রিসালাত সম্পর্কে আয়াত

١۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

১। অর্থ ঃ প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি এই বলে তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের আনুগত্য পরিহার কর। (সূরা আন নাহল ঃ ৩৬)

٢۔ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ.

২। অর্থ ঃ মুহাম্মদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছু নন। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল বিগত হয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৪)

٣۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ.

৩। অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ বলে দাও, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। তবে (পার্থক্য এই যে) আমার নিকট অহী অবতীর্ণ হয়। (সূরা কাহফ ঃ ১১১)

٤۔ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

৪। অর্থ ঃ তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছে, যে তোমাদের মধ্যেরই একজন। তোমাদের ক্ষতি হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণেরই সে কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্য সে সহানুভূতিসম্পন্ন ও করুণাসিক্ত। (সূরা আত তাওবা ঃ ১২৮)

٥- قُلْ لاَّ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا اِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ.

৫। অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ বল! আমার নিজের জন্য কোনো প্রকার লাভ ও ক্ষতির এখতিয়ার আমার নেই। তবে আল্লাহ চাইলে সেটা ভিন্ন কথা। (সূরা ইউনুস ঃ ৪৯)

٦- اُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ.

৬। অর্থ ঃ আর এ কুরআন আমার নিকট অহী করা হয়েছে, যেন এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদের সকলকে সাবধান করে দিতে পারি। (সূরা আল আন'আম ঃ ১৯)

٧- وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً - وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا.

৭। অর্থ ঃ আর আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহ্‌ই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। (সূরা আন নিসা ঃ ৭৯)

٨- قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

৮। অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ ঘোষণা করে দাও, ওহে মানব জাতি। আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৫৮)

٩- هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ.

৯। অর্থ ঃ তিনি আল্লাহ যিনি তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এ দ্বীনকে সমস্ত বাতিল ব্যবস্থাসমূহের উপর বিজয়ী করেন। (সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৮)

١٠- وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَاۤفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا.

১০। অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। (সূরা সাবা ঃ ২৮)

١١. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

১১। অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আপনি রাসূলগণের অন্যতম এবং সরল পথের উপর আছেন। (সূরা ইয়াসীন ঃ ২-৩)

١٢. اِنَّآ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرَاكَ اللّٰهُ ط وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا.

১২। অর্থ ঃ হে নবী! আমরা সত্যসহ এ কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে আপনি আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া আইন-কানুন অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পারেন। আর দেখুন, আপনি যেন খিয়ানতকারীদের উকিল না হয়ে পড়েন। (সূরা আন নিসা ঃ ১০৫)

١٣. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا.

১৩। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন করো তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর-যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং যে সব কিতাব তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলদের উপর এবং পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করবে না, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। (সূরা আন নিসা ঃ ১৩৬)

١٤. يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ط وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

১৪। অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌছিয়ে দিন। আর যদি এরূপ না করেন- তবে তো আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা

করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৬৭)

١٥. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ج فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

১৫। অর্থ ঃ রাসূলদের তো শুধু সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি। অতঃপর কেউ বিশ্বাস করলে এবং সংশোধিত হলে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা আল আন'আম ঃ ৪৮)

রিসালাত সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاءُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ইচ্ছা ও খাহেশ (শরীয়াতের) পূর্ণ অনুগত হয়ে যায়, যা নিয়ে আমি আগমন করেছি। (শারহে সুন্নাহ, মিশকাত)

٢. عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

২। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না, আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হই। (বুখারী, মুসলিম)

٣. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

৩। অর্থ ঃ হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তার জন্যে আল্লাহ্ দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (মুসলিম)

٤ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ اِنِّيْ اُحِبُّكَ قَالَ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ ثَلٰثَ مَرَّةٍ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا لَلْفَقْرُ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ.

৪। অর্থ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তুমি যা বলছো, সে বিষয়ে আরও ভেবে দেখো। সে বলল, খোদার কসম, আমি অবশ্যই আপনাকে ভালবাসি। নবী পাকের প্রশ্নের জবাবে সে ব্যক্তি তিনবার একই কথা বলল। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে দুঃখ-দারিদ্র্যের মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। যারা আমাকে ভালবাসে, দুঃখ-দারিদ্র্য তাদের দিকে প্লাবনের চাইতেও দ্রুত বেগে এগিয়ে আসে। (তিরমিযী)

٥ـ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا.

৫। অর্থ ঃ হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে। (মুসলিম)

٦ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَالَّذِيْ نَفْسُ

مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَّلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهِ اِلاَّ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম, এই উম্মতের যে কেউই ইয়াহুদী হোক বা নাসারা আমার (নবুওয়াতের) কথা শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি আগমন করেছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই দোযখের বাসিন্দা হবে। (মুসলিম)

٧۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهُ اَجْرُ مِاَةَ شَهِيْدٍ.

৭। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের দ্বীনি চরিত্র বিকৃতি ও বিপর্যয়কালে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে, তাকে একশ শহীদের পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। (তারগীব ও তারহীব)

٨۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَاَحْسَنَهٗ وَاَجْمَلَهٗ اِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ.

৮। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ ঃ এক ব্যক্তি একটি সুন্দর ও সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করল। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। অতঃপর লোকেরা এসে অট্টালিকাটি ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকল ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমিই সেই ইট, আমিই সর্বশেষ নবী। (বুখারী)

٩- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىُ مُحَمَّدٍ.

৯। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন হচ্ছে মুহাম্মদের পথ প্রদর্শন। (মুসলিম)

দরূদ

দরূদ সম্পর্কে আয়াত

١- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

১। অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর উপর অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং পরিপূর্ণ শান্তি কামনা করো। (সূরা আহযাব : ৫৬)

দরূদ সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى قَالَ : لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ : أَلاَ أُهْدِىَ لَكَ هَدِيَّةً أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ؟ قَالَ : قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

১। অর্থ : আবদুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা বর্ণনা করেন, আমার সাথে (একবার) কা'ব ইবনু উজ্‌রা (রা)-এর সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমার জন্য একটি হাদিয়া (উপঢৌকন) পেশ করবো না? (একদা) নবী

(সা) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। তখন আমরা বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কিভাবে আপনাকে সালাম করবো, তা তো জানি। কিন্তু কিরূপে আপনার উপর দরূদ পড়বো? তিনি বললেন, তোমরা বলবে : "আল্লা–হুম্মা সাল্লি আলা– মুহাম্মাদিন ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা– সাল্লাইতা আলা– আলি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলি ইবরা–হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।" – "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করো : যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও শ্রেষ্ঠতম।" – "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করো যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও শ্রেষ্ঠতম।" (বুখারী)

২। নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাকে দশটি রহমত দান করেন, তার দশটি গোনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং তার মর্যাদা দশ স্তর বৃদ্ধি করে দেন। (নাসাঈ)

৩। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন। (মুসলিম)

৪। রাসূল (সা) বলেছেন, কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ করলে আল্লাহ পাক তা আমার রূহে পৌঁছিয়ে দেন। তারপর আমি তার সালামের জবাব প্রদান করি। (আবু দাউদ)

৫। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দরূদ পাঠ করে আমি তা শ্রবণ করি এবং যে দূরে হতে দরূদ প্রেরণ করে তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়। (বায়হাকী)

মৃত্যু

মৃত্যু সম্পর্কে আয়াত

١- اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ.

১। অর্থ : নিশ্চয় আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (সূরা যুমার : ৩০)

٢- قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

২। অর্থ ঃ আপনি বলে দিন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করছ, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। (সূরা জুমু'আ : ৮)

٣۔ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا.

৩। অর্থ ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। (সূরা মুনাফিকূন : ১১)

٤۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً.

৪। অর্থ ঃ আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না, সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৫)

٥۔ اَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ.

৫। অর্থ ঃ তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরে অবস্থান কর, তবুও! (সূরা নিসা : ৭৮)

٦۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ، وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

৬। অর্থ ঃ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান পাবে। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

মৃত্যু সম্পর্কে হাদীস

১। হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ওফাতের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে মৃত্যু বরণ না করে। (মুসলিম)

২। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ও স্বাদ ধ্বংসকারী মৃত্যুকে খুব বেশী করে স্মরণ কর। (তিরমিযী)

৩। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সৎকাজগুলোর কথা উল্লেখ কর এবং তাদের দুষ্কর্মগুলোর কথা উল্লেখ করো না।

৪। একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) একজন মুমূর্ষু যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নিজকে কেমন বোধ করছ? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি আল্লাহর রহমতের আশা রাখি, সেই সাথে আমার গুনাহসমূহের ভয়

করি। তিনি বললেন, মৃত্যুকালে কোনো বান্দার অন্তরে এ দু'টি বিষয় একত্র হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাকে দান করেন যা আশা রাখে এবং তাকে তিনি নিরাপদ রাখেন যা থেকে সে ভয় করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

৫। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং তা আসার পূর্বেই যেন তাকে আসতে আহ্বান না জানায়। কারণ যখন সে মরে যাবে, তার নেক কাজ বন্ধ হয়ে যাবে অথচ মুমিনের দীর্ঘ জীবন নেকীই বৃদ্ধি করে। (মুসলিম)

আখেরাত

আখেরাত সম্পর্কে আয়াত

١- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

১। অর্থ ঃ আর তোমরা সেদিনের ভয় করো, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোনো সুপারিশও কবুল হবে না, কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও হবে না এবং কোনো রকম সাহায্যও পাবে না। (সূরা আল বাকারা ঃ ৪৮)

٢- يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

২। অর্থ ঃ সেই দিন (কিয়ামতের দিন) তাদের জিহ্বা তাদের হাত এবং তাদের পা তারা যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে। (সূরা আন নূর ঃ ২৪)

٣- يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا - وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ.

৩। অর্থ ঃ এটা সেই দিন যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না, ফায়সালা সে দিন একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারে থাকবে। (সূরা আল ইনফিতার ঃ ১৯)

٤- قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّاتَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَاتَسْتَقْدِمُوْنَ.

৪। অর্থ ঃ বলুন হে নবী! তোমাদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত করা হয়েছে যা এক মুহূর্ত আগে ও পরে করতে তোমরা সক্ষম নও। (সূরা সাবা ঃ ৩০)

٥- ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ.

৫। অর্থ ঃ তারপর সেই দিন (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে দেয়া সকল নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা আত তাকাছুর ঃ ৮)

٦ـ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ـ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ـ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ـ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ـ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ـ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ـ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ـ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

৬। অর্থ ঃ যখন পৃথিবী তার আপন কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার মধ্যকার বোঝা বের করে দিবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হলো? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল)

٧ـ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ـ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ـ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ـ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ـ وَمَا اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ ـ نَارٌ حَامِيَةٌ.

৭। অর্থ ঃ অতঃপর যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে সুখীজীবন যাপন করবে। আর যার (নেকীর) পাল্লা হাল্কা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়াহ। আপনি জানেন তা কি? প্রজ্বলিত আগুন। (সূরা আল-কারিয়াহ ঃ ৬-১১)

٨ـ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ـ وَاَلْقَتْ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتْ ـ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ـ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ـ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ـ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ـ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ـ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ـ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا.

৮। অর্থ ঃ পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার গর্ভে যা আছে সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। আর পৃথিবী এরই উপযুক্ত। হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজ হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পেছন দিক হতে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে ডাকবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা ইনশিকাক ঃ ৩-১২)

৯- يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

৯। অর্থ ঃ সেদিন অর্থাৎ সমাবেশের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হবে হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার নীচে নহর প্রবাহিত হবে আর তারা সেথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ ঠিকানা এটা। (সূরা তাগাবুন ঃ ৯-১০)

১০- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ - قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ج اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ج تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ - وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ج لَوْ اَنَّهُمْ

كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ - وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ - فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ يَتَسَاءَلُوْنَ.

১০। অর্থ ঃ যে দিন আল্লাহ্ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবি করতে, তারা কোথায়? যাদের জন্যে শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আপনার কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, এদের জন্যে আমরা দায়ী নই। তারা কেবল আমাদের ইবাদত করতো না। বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহ্বান করো। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। অতঃপর তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথ প্রাপ্ত হতো! যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন ঃ তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে? অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। (সূরা ক্বাসাস ঃ ৬২-৬৬)

١١- وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا.

১১। অর্থ ঃ কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একাকী আসবে। (সূরা মারইয়াম ঃ ৯৫)

١٢- يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا - وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا - لاَ يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا.

১২। অর্থ ঃ সেদিন দয়াময় আল্লাহর কাছে পরহেযগারদেরকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করা হবে এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ছাড়া আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। (সূরা মারইয়াম ঃ ৮৫-৮৮)

١٣- وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا

يَلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ـ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

১৩। অর্থ ঃ আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়সংলগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন বের করে দেখাবো তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ করো তুমি তোমার কিতাব। আর আজকের দিনে তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎপথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। আমি কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকেই শাস্তি দেই না। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৩-১৫)

١٤ـ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

১৪। অর্থ ঃ তোমরা ভয় করো সে দিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (সূরা বাকারা ঃ ১২৩)

١٥ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

১৫। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি, সে দিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় করো, যে দিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৪)

١٦ـ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ـ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

১৬। অর্থ ঃ আর পার্থিব জীবনতো খেল ও তামাশা ব্যতীত কিছুই নয়, আর

মুত্তাকীদের জন্যে পরকালের বাসস্থানই উত্তম, তোমরা কি ভেবে দেখ না? (সূরা আল আনয়াম ঃ ৩২)

١٧۔ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۔ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۔ لَاَيُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ.

১৭। অর্থ ঃ এই লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কিয়ামতের সময়টি কখন আসবে? আপনি বলে দিন যে, তার খবর কেবলমাত্র আমার রবের নিকটই রয়েছে, তাকে তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তিনিই প্রকাশ করবেন। (সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৭)

١٨۔ تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَاَيُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَاَ فَسَادًا ۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

১৮। অর্থ ঃ পরকালের ঘরতো আমি সেই সব লোকের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেব, যারা যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। আর পরিণামের চূড়ান্ত কল্যাণ কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যই। (সূরা আল কাসাস ঃ ৮৩)

١٩۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۔ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۔ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

১৯। অর্থ ঃ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ প্রতিফল পুরোপুরিভাবেই কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে মূলতঃ সে ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে ও যাকে জান্নাতে দাখিল করে দেয়া হবে। আর এই দুনিয়াতো একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় জিনিস। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

٢٠۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۔ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۔ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.

২০। অর্থ ঃ প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৫)

٢١۔ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ.

২১। অর্থ ঃ যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি, কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য থাকবে না। (সূরা আশ শূরা ঃ ২০)

٢٢۔ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى.

২২। অর্থ ঃ আর আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুনে উত্তম। (সূরা দোহা ঃ ৪)

٢٣۔ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۔ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

২৩। অর্থ ঃ আর এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার মাত্র। আসল জীবনের ঘরতো পরকাল। হায়, এ কথা যদি তারা জানত! (সূরা আনকাবূত ঃ ৬৪)

٢٤۔ فَالْيَوْمَ لاَتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلاَتُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

২৪। অর্থ ঃ আজ (হাশরের দিন) কারো প্রতি একবিন্দু যুল্ম করা হবে না। আর তোমাদেরকে তেমন প্রতিফল দেয়া হবে, যেমন আমল তোমরা করতে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৪)

আখেরাত সম্পর্কে হাদীস

١۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهٗ رَأْىُ عَيْنَ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ.

১। অর্থ ঃ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পাঠ করে। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)

٢- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ كُنْتُ نَهَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ.

২। অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। হ্যাঁ, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ কবর যিয়ারত দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি সৃষ্টি করে দেয় আর পরকালের কথা অন্তরে সজীব করে তোলে। (ইবনে মাজাহ)

٣- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ(ص) اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে খালি পায়, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবে। হুজুর (সা) বললেন ঃ হে আয়েশা! সেদিনকার অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে, পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবার কোনো কল্পনা-ই করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَّاَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى

ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهِ اَخْبَارُهَا.

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا (যেদিন যমীন তার যাবতীয় খবর বলে দিবে) অতঃপর হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পার যমীনের সংবাদসমূহ কি কি? সাহাবীরা আরয করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই কেবলমাত্র জানেন। (আমরা জানি না)। হুজুর (সা) বললেন, যমীনের সংবাদ হল, যমীনের উপর নারী-পুরুষ যা কিছু ভাল-মন্দ কাজ করেছে, (কিয়ামতের দিন) যমীন তার সাক্ষ্য দিবে। যমীন বলবে, আমার বুকের পর অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক লোক এই কাজ করেছে। হুজুর (সা) বললেন, এই হল যমীনের সংবাদ দান। (আহমাদ, তিরমিযী)

٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنُ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَاَقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

৫। অর্থ ঃ আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে শুনে বর্ণনা করেন। তিনি (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, আমি আমার সালেহ বান্দাদের জন্যে এমন সব নিয়ামত তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি। কোনো কান কখনো শুনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করেনি (বর্ণনাকারী বলেন) হাদীসটি সত্যতা প্রমাণের জন্যে ইচ্ছা করলে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে দেখতে পারো, 'কোনো মানুষই জানে না আমি তোমাদের জন্যে কি সব চক্ষু শীতলকারী পরম নিয়ামত গুপ্ত রেখেছি। তাদের আমলের বিনিময়ে এগুলো তাদের দান করবো। (বুখারী)

٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِىَّ اللّٰهُ مَنْ اَكْيَسُ

النَّاسِ وَاَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِّلْمَوْتِ وَاَكْثَرُ هُمْ اِسْتِعْدَادًا اُولٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرْفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর নবী (সা) লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করীম (সা) বললেন ঃ লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং তার জন্য যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করতে পারে। (তিবরানী, মু'জামুস-সগীর)

٧- عَنْ سَهَلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَحْشَرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَقْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِاَحَدٍ.

৭। অর্থ ঃ হযরত সাহাল ইবনে সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে মথিত আটার রুটির ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ যমীনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারো কোনো ঘর বাড়ীর চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম)

٨- عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا اِلاَّ اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسُ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْئٍ بَعْدَ الْاِسْلاَمِ فَرَحَهُمْ بِهَا.

৮। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) কিয়ামত কবে হবে? রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার মঙ্গল হোক, কিয়ামতের জন্য তুমি কী পাথেয় যোগাড় করছ? সে ব্যক্তি বলল, আমি তার জন্য কিছুই যোগাড় করিনি। তবে আমি আল্লাহ্ ও রাসূলকে ভালবাসি। রাসূল (সা)

বললেন ঃ তুমি যাকে ভালবাসো, কিয়ামতে তুমি তারই সঙ্গে থাকবে, হযরত আনাস (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণ এ কথায় যত খুশী হয়েছে, তত আর কিছুতেই হননি। (বুখারী, মুসলিম)

٩۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ لاَتَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلاَهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

৯। অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, (১) নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? (২) যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? (৩) ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে? (৪) কোথায় তা ব্যয় করেছে? (৫) এবং সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী)

١٠۔ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهٗ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَخْبِرْنِيْ مَنْ يَّقْوٰى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

১০। অর্থ ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, যে দিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন– "যেদিন মানুষ বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে" সেদিন কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? (কারণ, সেদিনের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে।) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ (সেদিন খোদাদ্রোহী ও পাপীদের জন্যে খুবই কঠিন ও দীর্ঘ হবে কিন্তু) মুমিনের জন্যে সেদিনটি হবে খুবই হালকা, ফরয সালাত আদায় করারই মতো। (মিশকাত)

١١. عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَايُبْكِيْنِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ اَمَّا فِيْ ثَلٰثَةِ مَوَاطِنٍ فَلاَ يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ اَمْ يَثْقُلُ. وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالَ هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ. حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِيْ يَمِيْنِهِ اَمْ فِيْ شِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ.

১১। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি দোযখের কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। তাঁর কান্না দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন; আয়েশা! কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন ঃ আমার দোযখের কথা স্মরণ হয়েছে তাই আমি কাঁদছি। ওগো! কিয়ামতের দিন কি আপনারা আপনাদের স্ত্রীদের কথা স্মরণ করবেন? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তবে তিনটি জায়গায় কারো কথা কারো মনে থাকবে না, (১) মীযানের কাছে, যেখানে মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে। তখন প্রত্যেকেই এ চিন্তায় নিমজ্জিত থাকবে যে, তার পাল্লা ভারী হবে কি হালকা। (২) সে সময় যখন আমলনামা হাতে দেয়া হবে এবং বলা হবে তোমার রেকর্ড পড়ো। তখন সকলেই এই দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে নাকি পেছন দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে এবং (৩) তখন, যখন জাহান্নামের উপর রাখা পুলসিরাত পার হতে হবে। (আবু দাউদ)

খেলাফত

খেলাফত সম্পর্কে আয়াত

١. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً.

১। অর্থ ঃ এবং স্মরণ কর, তোমার রব যখন ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি যমীনে একজন খলীফা বানাবো। (সূরা বাকারা : ৩০)

٢. عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ.

২। অর্থ ঃ (হে বনী ইসরাঈল)! সে সময় নিকটবর্তী, যখন তোমাদের রব তোমাদের শত্রু ফেরাউনকে ধ্বংস করে তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন এবং তিনি দেখবেন তোমরা কেমন কাজ কর। (সূরা আরাফ : ১২৯)

٣- وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَّئِفَ الْاَرْضِ.

৩। অর্থ ঃ সেই মহান আল্লাহই তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। (সূরা আনআম : ১৬৫)

٤- وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ.

৪। অর্থ ঃ (মানবমণ্ডলী) আমি তোমাদেরকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্যে তার অভ্যন্তরে জীবিকার উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছি। (সূরা আরাফ : ১০)

٥- ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلّٰئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ.

৫। অর্থ ঃ অতপর তাদের পরে আমি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করেছি, তোমরা কেমন কাজ কর, তা দেখার জন্যে। (সূরা ইউনুস : ১৪)

٦- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

৬। অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন, যেমন তিনি খলীফা করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। (সূরা নূর : ৫৫)

٧- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ.

৭। অর্থ ঃ তোমরা কি দেখতে পাও না যে, যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য করে দিয়েছেন? (সূরা হজ্জ : ৬৫)

٨- يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ.

৮। অর্থ ঃ হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব

তুমি লোকদের মধ্যে পরম সত্যতা সহকারে হুকুম চালাও। (সূরা ছোয়াদ : ২৬)

٩- وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

৯। অর্থ ঃ ইবরাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফিরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে, নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা বাকারা : ১৩০)

খেলাফত সম্পর্কে হাদীস

খেলাফতের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

١- يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ ظَنَنْتُمْ اَنِّىْ اَخَذْتُ خِلاَفَتَكُمْ رَغْبَةً فِيْهَا اَوْ اِرَادَةً اِسْتِئْثَارًا عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا اَخَذْتُهَا رَغْبَةً فِيْهَا وَلاَ اِسْتِئْثَارًا عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ حَرَصْتُ عَلَيْهَا يَوْمًا وَّلاَ لَيْلَةً قَطُّ وَلاَ سَاَلْتُ اللّٰهَ سِرًّا وَّلاَ عَلاَنِيَةً وَّلَقَدْ تَقَلَّدْتُ اَمْرًا عَظِيْمًا لاَطَاقَةَ لِىْ بِهٖ اِلاَّ اَنْ يُّعِيْنَ اللّٰهُ وَلَوَدَدْتُ اَنَّهَا اِلٰى اَىِّ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَلٰى اَنْ يَّعْدِلَ فِيْهَا فَهِىَ اِلَيْكُمْ رَدٌّ وَلاَ بَيْعَةَ لَكُمْ عِنْدِىْ فَادْفَعُوْا لِمَنْ تُحِبُّوْنَهٗ فَاِنَّمَا اَنَا رَجُلٌ مِّنْكُمْ -

১। অর্থ ঃ হে জনগণ! তোমরা যদি ধারণা করে থাক যে, আমি নিজ আগ্রহের ভিত্তিতে তোমাদের এই খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি অথবা ইচ্ছা করে নিজেকে তোমাদের ও অন্যান্য সব মুসলমানদের উপর প্রাধান্য প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, তাহলে মনে রাখবে, এই কথা কিছুমাত্র সত্য নয়। যাঁর হাতে আমার প্রাণ-জীবন, সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তা নিজ হতে আগ্রহ

করে গ্রহণ করিনি, নিজেকে তোমাদের বা কোনো একজন মুসলমানের তুলনায় বড় মনে করে বড় করে তোলার উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করিনি। আমি কখনোই তা পাওয়ার লোভ করিনি না কোনো দিনে না রাতে, এজন্য আল্লাহর নিকট কখনও প্রার্থনা করিনি, না গোপনে না প্রকাশ্যে। আসলে এটা অনেক বড় বোঝা বহনের জন্য আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে। যা বহন করার কোনো সাধ্যই আমার নেই। তবে একমাত্র ভরসা আল্লাহ্ যদি সাহায্য করেন। আমি বরং মনে মনে কামনা করছি, এ দায়িত্ব রাসূলে কারীম (সা)-এর অপর কোনো সাহাবীর উপর অর্পিত হোক, তিনি এ কাজে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করবেন। তাহলে এই খেলাফত তোমাদের নিকটই ফেরত যাবে। তখন আমার হাতে করা এই বায়'আত তোমাদের উপর বাধ্যতাপূর্ণ থাকবে না। তোমরা তা তখন তোমাদের পছন্দ করা কোনো লোকের উপর অর্পণ করবে। আর আমি তোমাদের মধ্যেরই একজন সাধারণ মানুষ হয়েই থাকব।

রাসূল (সা) বলেন ঃ

٢- مَنْ اَتَاكُمْ اَمرُكُمْ جَمِيْعَ عَلٰى رَجُلٍ وَّاحِدٍ يُرِيْدُ اَنْ يَّشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ -

২। অর্থ ঃ তোমরা যখন কোনো ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ, তখন যদি কেউ তোমাদের নিকট সেই নেতৃত্ব দখল করার উদ্দেশ্যে আসে এবং সে তোমাদের শক্তিকে প্রতিহত করতে চায় ও তোমাদের ঐক্যবদ্ধ সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা কর।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন ঃ

٣- اِنْ اَحْسَنْتُ فَاَعِيْنُوْنِىْ وَاِنْ اَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِىْ اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِذَا عَصَيْتُ فَلاَ طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ -

৩। অর্থ ঃ আমি ভালো করলে তোমরা আমার সাহায্য করবে। আর মন্দ করলে তোমরা আমাকে ঠিক করে দিবে। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি নিজে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকব। আর আমিই যদি নাফরমানি করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করতে বাধ্য নও। (বুখারী)

খেলাফত সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

٤۔ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَمْرَكُمْ هٰذَا لَيْسَ لِاَحَدٍ فِيْهِ حَقٌّ اِلاَّ مَنْ اَمَرْتُمْ وَاِنَّهُ لَيْسَ لِيْ دُوْنَكُمْ اِلاَّ مَفَاتِيْحُ مَالِكُمْ مَعِيْ۔

৪। অর্থ ঃ হে জনগণ! তোমাদের এই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিছু করার অধিকার কেবল তারই হতে পারে, যাকে তোমরা নিযুক্ত করবে। আর খলীফা হিসেবে আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আছে শুধু এই যে, তোমাদের যে মাল-সম্পদ আমার নিকট রয়েছে, তার চাবিগুলো আমার নিকট রক্ষিত।

আল্লাহর পথে জিহাদ

আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কে আয়াত

١۔ وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ۔

১। অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর জন্য জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে এ কাজের জন্য মনোনীত করেছেন আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। (সূরা আল-হজ্জ ঃ ৭৮)

٢۔ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ۔

২। অর্থ ঃ তোমরা সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা সংগ্রাম করে তোমাদের বিরুদ্ধে। অবশ্য তোমরা সীমালঙ্ঘন কর না। নিশ্চয়, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৯০)

٣۔ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ. فَاِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ۔

৩। অর্থ ঃ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা দূর হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমদের ব্যতীত অপর কাউকে আক্রমণ করা যাবে না। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৯৩)

٤۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ

خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

৪। অর্থ ঃ তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হলো। অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে তোমাদের কাছে যা পছন্দের নয়, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো যা তোমাদের কাছে পছন্দের, তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ ভালো জানেন, তোমরা জানো না। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ২১৬)

٥۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

৫। অর্থ ঃ তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও পরীক্ষা করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা (আল্লাহর পথে) লড়াই করতে প্রস্তুত এবং কারা ধৈর্যশীল। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪২)

٦۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

৬। অর্থ ঃ ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলব না, যা তোমাদেরকে ভয়াবহ আযাব থেকে রেহাই দিতে পারে? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের জান-মাল কুরবান করে জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার। (সূরা আস সফ ঃ ১০-১১)

٧۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا.

৭। অর্থ ঃ যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো; নিঃসন্দেহে শয়তানের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল। (সূরা আন নিসা ঃ ৭৬)

٨۔ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

৮। অর্থ ঃ তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না? অথচ দুর্বল-অক্ষম, নারী-পুরুষ, শিশুরা চিৎকার করে বলছে, হে আমাদের রব! যালিম অধিবাসীদের এদেশ থেকে আমাদের বের কর নাও। আর আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন পৃষ্ঠপোষক অধিপতি নিয়োগ কর এবং আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (সূরা আন নিসা ঃ ৭৫)

٩۔ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۔ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

৯। অর্থ ঃ তোমরা বের হয়ে পড় হালকা কিংবা ভারী সরঞ্জামের সাথে আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সামান ও নিজেদের জান-প্রাণ দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা তা বুঝ। (সূরা আত তাওবা ঃ ৪১)

١٠۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

১০। অর্থ ঃ আল্লাহ তো ভালবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তার পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (সূরা আস সফ ঃ ৪)

١١۔ فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

১১। অর্থ ঃ তারা যেন আল্লাহর পথে লড়াই করে, যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, অতঃপর নিহত হবে, কিংবা বিজয়ী হবে, অচিরেই আমরা তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দিব। (সূরা আন নিসা ঃ ৭৪)

١٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

১২। অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যুদ্ধ কর সেই কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের নিকটে রয়েছে। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই রয়েছেন। (সূরা আত তাওবা ঃ ১২৩)

١٣- قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ.

১৩। অর্থ ঃ তোমরা কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দেবেন। (সূরা আত তাওবা ঃ ১৪)

١٤- وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً.

১৪। অর্থ ঃ আর তোমরা সকলে সমবেতভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যেভাবে তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (সূরা আত তাওবা ঃ ৩৬)

١٥- اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

১৫। অর্থ ঃ আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে; অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি ঐ (জান্নাত দানের) সত্য প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। আর আল্লাহ অপেক্ষা নিজের ওয়াদা পূরণকারী কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সেই লেন-দেনের উপর, যা তোমরা তাঁর সাথে করছো। আর এ হল মহান সাফল্য। (সূরা আত তাওবা ঃ ১১১)

١٦۔ فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتّٰى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّاۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذٰلِكَ ط وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ.

১৬। অর্থ ঃ যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলো। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না শত্রু পক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে। এটাই আল্লাহর বিধান। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪)

١٧۔ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ

يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ.

১৭। অর্থ ঃ আর তোমরা যতদূর সম্ভব নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে যা কিছু সংগ্রহ করতে পারো তাদের (কাফেরদের) সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে রাখো এবং (প্রস্তুত রাখো) সদাসজ্জিত পালিত ঘোড়া। যেন তার দ্বারা আল্লাহর এবং নিজেদের দুশমনদের আর অন্যান্য এমনসব শত্রুদের ভীত-শঙ্কিত করতে পার যাদেরকে তোমরা জানো না; কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে তার বদলা ফিরে পাবে এবং তোমাদের সাথে জুলুম করা হবে না। (সূরা আল আনফাল ঃ ৬০)

١٨۔ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُنِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

১৮। অর্থ ঃ (হে নবী!) বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়- স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক লোকদের কখনই হেদায়েত করেন না। (সূরা আত তাওবা ঃ ২৪)

١٩۔ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

১৯। অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ২৪৪)

٢٠۔ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ. فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

২০। অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়। পরে তারা যদি ফেতনা হতে বিরত থাকে তবে তাদের আমল আল্লাহ দেখবেন। (সূরা আল আনফাল ঃ ৩৯)

٢١- اَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ - اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

২১। অর্থ ঃ তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে দেশ হতে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছে আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? তোমরা মুমিন হলে আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। (সূরা আত তাওবা ঃ ১৩)

আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنْ نِّفَاقٍ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, কিন্তু জিহাদ করল না, এমনকি জিহাদের চিন্তাও (পরিকল্পনা) করল না, সে যেন মুনাফেকীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

٢- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ (رض) قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ (ص) اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ উত্তম? তিনি বলেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।" (বুখারী, মুসলিম)

٣- عَنْ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ جَهَّزَ

غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ اَهْلِهٖ فَقَدْ غَزَا.

৩। অর্থ ঃ হযরত খালেদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে দেবে, সেও জিহাদের সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবার- পরিজনের দেখাশুনা করবে সেও জিহাদের সওয়াব পাবে। (বুখারী, মুসলিম)

٤۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ مَنِ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ.

৪। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় ধূলায় ধূসরিত হয়েছে, সে পদদ্বয়ের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়েছে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)

٥۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعُمُوْدِهٖ وَذِرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلاَمُ وَعُمُوْدُهُ الصَّلاَةُ وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

৫। অর্থ ঃ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম বিষয়, দ্বীনের মূল স্তম্ভ এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া কি তা বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন ঃ সর্বোত্তম বিষয় ইসলাম, দ্বীনের মূল স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

٦۔ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ رَاٰىَ مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিকভাবে নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয়, তাহলে যেন অন্তরে উক্ত কাজকে ঘৃণা করে। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করাটা হলো, ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

٧- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِه وَمَالِه قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّه.

৭। অর্থ ঃ আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, হে আল্লাহর রাসূল (সা) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে মু'মিন আল্লাহর পথে তার প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে। লোকেরা বলল, এর পরে কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্টতা থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য পাহাড়ের কোনো নির্জন গুহায় অবস্থান করে। (বুখারী)

٨- عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ.

৮। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের জান, মাল ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (আবু দাউদ)

٩- عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَلَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ

لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ اَرَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتَكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِيْ ذٰلِكَ.

৯। অর্থ ঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বললেন ঃ অবশ্যই আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনা সবচেয়ে উত্তম কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আমি যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে কি আমার পূর্বের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি যদি আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হও এবং ময়দান ছেড়ে পালাবার চেষ্টা না করে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে অবশ্যই তোমার গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ থেমে হুযুর (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওহে, তুমি আমাকে কি প্রশ্ন করেছিলে? লোকটি বলল ঃ হুজুর! আমি যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে কি আমার পূর্বের যাবতীয় গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হও এবং মৃত্যুবরণ কর তাহলে তোমার যাবতীয় গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে তবে কারও ঋণ থাকলে মাফ হবে না। এইমাত্র জিব্রাঈল (আ) এ কথাটি আমাকে বলে গেলেন। (মুসলিম)

١٠- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

১০। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যালিম ও অত্যাচারী শাসকের সামনে হক (সত্য) কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। (ইবনে মাজাহ)

١١- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ.

১১। অর্থ ঃ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে মুসলিম ব্যক্তি উটের দুধ দোহনের সমপরিমাণ সময় (অল্প সময়ও) আল্লাহর পথে লড়াই করে, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (তিরমিযী)

١٢ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

১২। অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর পথে একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। (বুখারী)

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে আয়াত

١ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَاشَفَاعَةٌ.

১। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা দান কর; আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোনো বন্ধুত্ব এবং কোনো সুপারিশ চলবে না। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৪)

٢ـ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ـ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

২। অর্থ ঃ যারা সচ্ছল অবস্থায় ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে, এসব নেককার লোককেই আল্লাহ ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

٣ـ وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ তারা অল্প বা বেশী যা কিছু খরচ করুক না কেন কিংবা কোনো

উপত্যকাই অতিক্রম করুক না কেন এসব তাদের নামে রেকর্ড করা হয় যাতে তারা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহ তাদের দিতে পারেন। (সূরা আত তাওবা ঃ ১২১)

٤ـ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

৪। অর্থ ঃ এমন কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? তাহলে আল্লাহ তাকে তা দ্বিগুন-বহুগুনে বৃদ্ধি করে দিবেন। আর আল্লাহই হ্রাস বৃদ্ধি করেন এবং তারই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৫)

٥ـ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

৫। অর্থ ঃ যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। আবার প্রত্যেকটি শীষে একশো করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা ঃ ২৬১)

٦ـ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ط لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

৬। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা দানের কথা প্রচার করে এবং দানকারীকে কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানকে বরবাদ কর না সে ব্যক্তির মতো যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মতো যার

উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোনো সাওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৪)

٧۔ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৭। অর্থ ঃ যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। সুতরাং তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৪)

٨۔ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۔ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

৮। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা তোমাদের জন্যে জমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ কর না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও! জেনে রাখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার (কার্পণ্যের) নির্দেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ বড়ই উদার হস্ত এবং সর্বজ্ঞ। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭-২৬৮)

٩۔ قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خِلٰلٌ.

৯। অর্থ ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে সেই দিনের পূর্বে যেদিন কোনো বেচা-কেনা এবং বন্ধুত্ব থাকবে না। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩১)

١٠. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ.

১০। অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির, তারা তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির জন্যে ব্যয় করে থাকে। তারা এখন আরও ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্যে আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের, তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। (সূরা আল আনফাল ঃ ৩৬)

١١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلآَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ. وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلآَ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ.

১১। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। এ কারণে যারাই গাফেল হয়, তারাই তো হবে ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সাদাকা করতাম এবং সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (সূরা আল মুনাফিকূন ঃ ৯-১০)

١٢. اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ط

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ط وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ.

১২। অর্থ ঃ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর আদেশ শুনো, তাঁর আনুগত্য কর ও ব্যয় কর, এতে তোমাদের নিজেদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে তা বহুগুনে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (সূরা আত্ তাগাবুন ঃ ১৫-১৭)

١٣۔ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۔ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۔ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۔ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۔ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۔ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ.

১৩। অর্থ ঃ তোমরা তো এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহর সাথে খরচের জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতার আশ্রয় নেবে, তার পরিণামে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। অথচ তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে এ কাজের দায়িত্ব দেবেন, অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৮)

١٤۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ.

১৪। অর্থ ঃ তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)

١٥۔ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۔

أُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا ـ وَكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ.

১৫। অর্থ ঃ আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে তোমাদের আপত্তির এমন কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আসমান ও যমীনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর। তোমাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর পথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে এবং খরচ করেছে বিজয়ের আগে, বিজয়ের পরে খরচকারী এবং লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের সমান হতে পারে না। পরবর্তীদের চেয়ে পূর্ববর্তীগণের মর্যাদা অনেক বেশী। অবশ্য আল্লাহ সবার জন্যে উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন। আল্লাহকে উত্তম করজ দেবার মত কেউ আছে কি? যদি কেউ এভাবে করজ দিতে এগিয়ে আসে তাহলে আল্লাহ তাকে অনেক গুন বেশী প্রতিদান দেবেন। তার জন্যে রয়েছে আরও সম্মানজনক প্রতিদান। (সূরা আল হাদীদ ঃ ১০-১১)

١٦ـ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّاهِىَ ج وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ.

১৬। অর্থ ঃ যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করো, তবে তো ভালো; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবীদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও ভালো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করে দিবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা তার খবর রাখেন। তাদেরকে সৎপথে আনার দায়-দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা নিজের উপকারের জন্যেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি

ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় কর না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় কর, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার করা হবে না। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৭১-২৭২)

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا؟ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَاْمُلُ الْغِنٰى وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا لِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর নবী! কোন অবস্থায় দান ফলাফলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম? রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার সুস্থ ও উপার্জনক্ষম অবস্থায় দান। যখন তোমার দারিদ্র্য হওয়ারও ভয় থাকে এবং ধনী হওয়ারও আশা থাকে। তুমি নিয়তই দান-খয়রাত করতে থাকবে। এমনকি তোমার প্রাণ গ্রীবাদেশে পৌঁছা পর্যন্ত বলতে থাকবে অমুকের জন্যে এটা তমুকের জন্যে এটা আর তোমার বিশ্বাস আছে যে তা পৌঁছান হবে। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الاٰخَرُ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

২। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখনই আল্লাহর বান্দারা প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দুইজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে একজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। আর অন্যজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর। (বুখারী, মুসলিম)

٣ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقُ عَلَيْكَ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী, মুসলিম)

٤ـ عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى خَرِيْمِ ابْنِ فَاتِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ سَبْعَ مِائَةَ ضُعْفٍ ـ

৪। অর্থ ঃ আবু ইয়াহইয়া খারীম ইবনে ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্যে সাত শত গুন সওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযী)

٥ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَاَسَرَّنِيْ اَنْ يَّمُرَّ عَلَيَّ ثَلٰثُ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلاَّ شَيْءٌ اُرْصِدُهٗ الدَّيْنِ ـ

৫। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও তার সামান্য কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি পছন্দ করি না। তবে হ্যাঁ আমার দেনা পরিশোধের জন্য সামান্য যেটুকু প্রয়োজন। (কেবলমাত্র সেটুকু রেখে বাকী আল্লাহর কাজে দান করে দেব)। (বুখারী)

٦ـ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةٌ ـ

৬। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যদি কোনো মুসলমান ব্যক্তি একটি বৃক্ষ রোপণ করে কিংবা শস্য বপন করে। অতঃপর তা থেকে কোনো মানুষ, পাখী কিংবা জানোয়ার কিছু ভক্ষণ করে, তাহলে অবশ্যই তা তার জন্যে দানরূপে গণ্য হবে। (বুখারী, মুসলিম)

٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ -

৭। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দান-খয়রাতে সম্পদ কমে না এবং ক্ষমা দ্বারা আল্লাহর বান্দার ইযযত-সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে সমুন্নত করেন। (মুসলিম)

٨- عَنْ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى دَابَّةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৮। অর্থ ঃ হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের ব্যয়কৃত দীনারের (টাকার) মধ্যে সর্বোত্তম দীনার হলো তা, যা সে তার পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় করে, আর জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পশুর জন্য ব্যয় করে এবং জিহাদরত সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করে। (মুসলিম)

ইসলামী রাজনীতি

ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে আয়াত

١- اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرَاكَ اللّٰهُ - وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا.

১। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি পূর্ণ কুরআন শরীফ পরম সত্যতার সাথে এজন্যেই নাযিল করেছি যে, তুমি সে অনুযায়ী মানুষের উপর আল্লাহর-প্রদর্শিত

পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং বিচার-ফায়সালা করবে। (কুরআনকে যারা এ কাজে ব্যবহার করতে চায়নি, তারা এ মহান আমানতের খিয়ানত করে) তুমি এ খিয়ানতকারীদের সাহায্য ও পক্ষ সমর্থনকারী হয়ো না। (নিসা : ১০৫)

٢۔ اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ.

২। অর্থ ঃ সাবধান! সৃষ্টি তারই, এর উপর প্রভুত্ব চালাবার, একে শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। (সূরা আরাফ : ৫৪)

٣۔ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۔ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ তারা কি জাহিলিয়াতের ফায়সালা চায়? অথচ বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে? (সূরা মায়েদা : ৫০)

٤۔ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ.

৪। অর্থ ঃ তিনি রাজ্যাধিপতি, ক্রটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানকারী, প্রতাপশালী, শক্তি বলে নির্দেশ জারি করেন, বিপুল মহিমার অধিকারী ও মহত্বের মালিক। (সূরা হাশর : ২৩)

٥۔ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَآئَهُمْ.

৫। অর্থ ঃ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ফায়সালা কর, তাদের মনের খেয়ালখুশী ও ধারণা-বাসনা অনুসরণ কর না। (সূরা মায়েদাহ : ৪৯)

٦۔ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ.

৬। অর্থ ঃ আসমান ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই, সকল ব্যাপার তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়। (সূরা হাদীদ : ৫)

٧۔ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ.

৭। অর্থ ঃ আল্লাহ ফায়সালা করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত রদ করার বা পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। (সূরা রাদ : ৪১)

٨. اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ . وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ.

৮। অর্থ ঃ তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনিই পুনর্বার জীবিত করবেন, তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, তিনি রাজ্য-সিংহাসনের একচ্ছত্রাধিপতি। তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন। (সূরা বুরূজ : ১৩-১৬)

٩. اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

৯। অর্থ ঃ তুমি কি জান না যে, আকাশ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর? (সূরা বাক্বারা : ১০৭)

١٠. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ.

১০। অর্থ ঃ আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা একমাত্র তিনিই করেন। (সূরা সিজদা : ৫)

١١. تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

১১। অর্থ ঃ সকল বরকত মহিমা সেই মহান সত্তার। রাজত্ব যাঁর হাতের মুঠোয়, তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা মুলক : ১)

١٢. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ . وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا.

১২। অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং তদনুযায়ী সৎকাজ করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করবেন, যেভাবে তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে তিনি দান করেছিলেন। আর যে দ্বীনকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তার শিকড়কে গভীর তলদেশে বদ্ধমূল করে দেবেন এবং তাদের ভয়ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দিবেন। (নূর : ৫৫)

١ـ كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ نَبَاءُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَخَيْرُ مَا بَعْدِكُمْ وَحُكْمُ بَيْنِكُمْ وَهُوَ فَصْلٌ لَيْسَ بِالْهَزْلِ ـ

১। অর্থ ঃ আল্লাহর-কুরআন আল্লাহর দেয়া বিধানই বাঁচবার একমাত্র উপায়। তাতে অতীতের জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভবিষ্যতের মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন কানুনও তাতে রয়েছে। বস্তুতঃ তা এক চূড়ান্ত বিধান, তা কোনো বাজে জিনিস নয়। (তিরমিযী)

٢ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَمِلَ بِهٖ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدِلَ وَمَنْ عَصَمَ بِهٖ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

২। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এই বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করবে, সে তার প্রতিফল লাভ করবে। যে তার অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, তার শাসন সুবিচার পূর্ণ হবে এবং যে তাকে আঁকড়িয়ে ধরবে, সে সঠিক এবং সত্যিকার কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে পারবে।

٣ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُذُوا الْعَطَاءَ مَادَامَ عَطَاءً فَاِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّيْنِ فَلاَ تَاْخُذُوْهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيْهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ اَلاَ اِنَّ رِحَا الْاِسْلاَمِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ اَلاَ اِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ فَلاَ تُفَارِقُوا الْكِتَابَ اَلاَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ. قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسٰى نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ

وَحُمِلُوْا عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٌ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ দান উপঢৌকন গ্রহণ করতে পারো, যতক্ষণ পর্যন্ত তা দান উপঢৌকন থাকে। কিন্তু তা যদি দ্বীনের ব্যাপারে ঘুষের পর্যায় পড়ে, তবে তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। সম্ভবতঃ তোমরা তা পরিত্যাগ করতে পারবে না। দারিদ্র্য ও অনশন তা গ্রহণ করতে তোমাদের বাধ্য করবে। তবে জেনে রেখো! ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘুরেই চলবে। সাবধান! তোমরা কুরআনের সঙ্গে থাকবে। সাবধান! কুরআন ও শাসন ক্ষমতা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমরা কিন্তু আল্লাহর কিতাবের সঙ্গ ত্যাগ করবে না। সাবধান! অচিরেই এমন সব লোক তোমাদের শাসক হয়ে বসবে, যারা তোমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা করবে, তখন তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তবে তারা তোমাদের গোমরাহ করে ছাড়বে। আর যদি তাদের অমান্য করো, তবে তারা তোমাদের হত্যা করবে। হাদীস বর্ণনাকারী একথা শুনে রাসূলে খোদা (সা)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন, তোমরা তখন তাই করবে, যা করেছিলো ঈসার (আ) সঙ্গী সাথীরা। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছিলো এবং শুলিবিদ্ধ করা হয়েছিলো। খোদার নাফরমানি করে বেঁচে থাকার চেয়ে খোদার অনুগত থেকে জীবন দান করা উত্তম। (আল মুজামুস-সগীর)

নির্বাচন প্রথা

নির্বাচন প্রথা সম্পর্কে আয়াত

١ـ يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ.

১। অর্থ ঃ হে দাউদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা হিসেবে প্রেরণ করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে সঠিক বিচার ফায়সালা কর। আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, তাহলে আল্লাহর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। যারা

আল্লাহর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ হিসাবের দিনকে তারা ভুলে আছে। (সূরা ছোয়াদ ঃ ২৬)

٢۔ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ.

২। অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও। আল্লাহর জন্যে সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাঁড়াও। (সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫)

٣۔ قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَاۤئِنِ الْاَرْضِ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ.

৩। অর্থ ঃ ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের যাবতীয় ধন-সম্পদের উপর দায়িত্বশীল বানিয়ে দাও, আমি অধিক সংরক্ষণকারী ও বিষয়টি সম্পর্কে অধিক অবহিত। (সূরা ইউসুফ ঃ ৫৫)

٤۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

৪। অর্থ ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে আদেশ করেন-চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ-স্ত্রীর জন্যে তাদের ব্যাপার সংক্রান্ত এই হুকুম বা ফায়সালা মেনে নেওয়া-না-নেওয়ার কোনো ইখতিয়ার থাকতে পারে না। যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, তাহলে সে সুস্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে পড়ে গেল। (সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬)

٥۔ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ.

৫। অর্থ ঃ তোমাদের মধ্য থেকে কেবল তারাই হুকুম চালাবে, যারা সুবিচার নীতির অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের ধারক ও অনুসারী। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৯৫)

٦۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۔ اِعْدِلُوْا ۔ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

৬। অর্থ ঃ নির্দিষ্ট কোনো জাতির বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে। তোমরা নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার কর, কারণ, তা

তাকওয়ার 'খোদাভীতির' অধিক নিকটবর্তী। (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৮)

٧- وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ - اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ.

৭। অর্থ ঃ আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোনো ব্যাপারে তোমরা ফায়সালা করবে পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের সাথে ফায়সালা করো, আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না ভালো কাজের উপদেশ দিচ্ছেন! (সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)

নির্বাচন প্রথা সম্পর্কে হাদীস

١- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مُشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ بَيْعَةَ لَهُ وَلاَ الَّذِيْ بَايَعَهُ.

১। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ মুসলিম জনগণের সাথে পরামর্শ না করে তাদের মত জেনে না নিয়ে কেউ কাউকে নেতা হিসেবে বাইয়াত করলে বা মেনে নিলে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٢- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا.

২। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলে তোমাদের জীবন মৃত্যুর তুলনায় শ্রেয়। (তিরমিযী)

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدُّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْاَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যারা পদকে ভীষণভাবে অপছন্দ করে। অতঃপর যখন তাতে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তোমরা তাদেরকে সর্বোত্তম লোক হিসেবে পাবে। (বুখারী, মুসলিম)

٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

لَاتَسْئَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا.

৪। অর্থ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন ঃ তুমি নেতৃত্ব নিবে না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নেতৃত্ব লাভ কর তাহলে তোমাকে উক্ত পদের হাওয়ালা করা হবে। (সে অবস্থায় তুমি আল্লাহর কোনো সাহায্য পাবে না।) আর যদি কোনো রকম প্রার্থনা করা ব্যতীত তুমি নেতৃত্ব লাভ কর, তাহলে আল্লাহর তরফ হতে তোমাকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

মুমিন জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

মুমিন জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

১। অর্থ ঃ আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

٢ـ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

২। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি আমার লক্ষ্যকে ঐ সত্তার জন্য স্থির করে নিয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (সূরা আনয়াম : ৭৯)

٣ـ اِنَّ اللّٰـهَ اشْتَـرٰى مِنَ الْمُـؤْمِنِيْنَ اَنْفُـسَـهُمْ وَاَمْـوَالَهُمْ بِـاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে। অতঃপর তারা (দুশমনদের) মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়)। (সূরা তাওবা : ১১১)

٤ـ اَلَّا تَعْبُدُوْآ اِلَّا اللّٰهَ.

৪। অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা : ১৪)

٥ـ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ.

৫। অর্থ ঃ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। (সূরা হূদ : ৫০)

٦ـ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

৬। অর্থ ঃ তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত; মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

٧ـ قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৭। অর্থ ঃ (হে নবী!) আপনি বলুন ঃ নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবকিছু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। (সূরা আনআম : ১৬২)

٨ـ قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ.

৮। অর্থ ঃ (হে নবী!) আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ আমি নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। (সূরা যুমার : ১১)

٩ـ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ.

৯। অর্থ ঃ এইরূপে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত হিসেবে প্রেরণ করেছি যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হতে পার। (সূরা আল বাকারা : ১৪৩)

١٠ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১০। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা মায়েদাহ : ৩৫)

١١ـ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ م بِالْعِبَادِ.

১১। অর্থ ঃ মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (সূরা বাক্বারা : ২০৭)

١٢ـ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا.

১২। অর্থ ঃ যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবকিছু আল্লাহরই। আর এসব কিছুকেই আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন। (সূরা নিসা : ১২৬)

١٣ـ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لا حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ.

১৩। অর্থ ঃ অথচ তাদেরকে তো কেবল এই আদেশ প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে এটাই সঠিক দ্বীন। (সূরা বায়্যিনাহ-৫)

মুমিনের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে, আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহ্‌র জন্য দান করে এবং আল্লাহ্‌র জন্য দান করা থেকে বিরত থাকে, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করেছে। (বুখারী)

٢ـ عَنْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعَامَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌কে তার রব, ইসলামকে দ্বীন (জীবন বিধান) এবং মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছে সেই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

٣ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ؟ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلِّىْ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন ঃ ওহে! যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবেসেছিলে তারা কোথায়? আজ তাদেরকে আমি আমার সুশীতল ছায়ার নীচে স্থান দেব, যেদিনে আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। (মুসলিম)

٤ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهٖ وَوَالِدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

৪। অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান, পিতা এবং অন্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (বুখারী, মুসলিম)

মুমিনের গুণাবলী

মুমিনের গুণাবলী সম্পর্কে আয়াত

١ـ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ.

১। অর্থ ঃ প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে পড়ে না এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই (তাদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী। (সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৫)

٢ـ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

২। অর্থ ঃ আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭)

٣ـ لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ط وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ.

৩। অর্থ ঃ মুমিনগণ যেন কাফিরকে অন্য মুমিন ছাড়া বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে তাদের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সতর্কতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ২৮)

٤ـ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ـ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

৪। অর্থ ঃ প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ঃ আল্লাহর স্মরণে তাদের দিল কেঁপে উঠে, তাদের সামনে আল্লাহর বাণী উচ্চারিত হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, তারা আল্লাহর উপর আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হয়ে থাকে, নামায কায়েম করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযক থেকে ব্যয় করে। বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট খুবই উচ্চ মর্যাদা রয়েছে আরও রয়েছে অপরাদের ক্ষমা ও অতি উত্তম রিযক। (সূরা আল আনফাল ঃ ২-৪)

٥ـ وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

৫। অর্থ ঃ আর তোমরা নিরাশ হয়ও না এবং চিন্তিতও হয়ও না। তোমরাই জয়ী হবে। যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৯)

٦ـ يَـاَيُّهَـا الَّذِيْنَ اٰمَنُـوا اصْبِـرُوْا وَصَـابِرُوْا وَرَابِـطُوْا وَاتَّقُـوا اللّٰـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

৬। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং (যুদ্ধের জন্যে) সদা প্রস্তুত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০)

٧ـ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

৭। অর্থ ঃ যারা মুমিন আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি এসে থাকে। (সূরা আর্‌ রা'দ ঃ ২৮)

٨ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ.

৮। অর্থ ঃ হে মুমিনরা! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা দান করবেন। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৭)

٩ـ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ـ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ـ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ لاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ـ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ـ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

৯। অর্থ ঃ সেইসব মুমিনরা নিশ্চিতই সফলকাম। যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। যারা নিরর্থক বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে। যারা

যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর থাকে। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গ হেফাযত রাখে। কিন্তু তাদের পত্নী ও অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসীগণ ব্যতীত, এতে তাদের কোনো দোষ হবে না। যারা এতদ্ব্যতীত (অন্যভাবে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে) প্রয়াসী হয় এমন লোক শরীয়তের সীমালঙ্ঘন। যারা আমানত ও ওয়াদা চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহকে পূর্ণভাবে হেফাযত করতে থাকে। এরাই হচ্ছে সেই উত্তরাধিকারী। তারা ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে। (সূরা মুমিনূন ঃ ১-১০)

١٠۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ.

১০। অর্থ ঃ মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে যে, তারা একে অপরের ভাই। (সূরা আল হুজুরাত ঃ ১০)

١١۔ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۔ اُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ.

১১। অর্থ ঃ মুমিন নারী ও পুরুষের আরো বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা পরস্পরের বন্ধু সাহায্যকারী। তারা একে অপরকে যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়। অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত পরিশোধ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৭১)

١٢۔ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا.

১২। অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে সত্যিকার মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের জন্যে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন, যেমনি দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী মুমিনদেরকে। আর তিনি তাদের জন্যে যে দ্বীন পছন্দ করেছেন অবশ্যই তার প্রতিষ্ঠা দান করবেন এবং তাদের ভীতিজনক অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিণত করবেন। (সূরা আন্ নূর ঃ ৫৫)

١٣ـ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا.

১৩। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্যে দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্যে (মানুষের অন্তরে) মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। (সূরা মরিয়ম ঃ ৯৬)

١٤ـ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ـ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ـ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ.

১৪। অর্থ ঃ মুমিনদেরকে আল্লাহ্ এক সুপ্রমাণিত কথার ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন এবং যালিমদেরকে করে দেন বিভ্রান্ত এবং তিনি যা ইচ্ছে করেন, তা করার ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে। (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)

١٥ـ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ـ لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيْلاً.

১৫। অর্থ ঃ সৎকর্মশীল মুমিনদের আমি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহমান। চিরকাল তারা তা উপভোগ করবে। সেখানে তাদের জন্যে পবিত্রা স্ত্রীরাও রয়েছে। আমি তাদেরকে ঘন নিবিড় ছায়ায় আশ্রয় দান করব। (সূরা আন্ নিসা ঃ ৫৭)

١٦ـ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ـ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ. ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

১৬। অর্থ ঃ এই মুমিন পুরুষ নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন যার নিম্নেদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহমান। চিরকাল তারা তা উপভোগ করবে। এই চির সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্যে রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর এ হবে তাদের সবচাইতে বড় সাফল্য। (সূরা আত তাওবা ঃ ৭২)

١٧. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلاً كَبِيْرًا.

১৭। অর্থ ঃ (হে রাসূল!) আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (সূরা আহযাব ঃ ৪৭)

١٨. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا. وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً. هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا.

১৮। অর্থ ঃ মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করবে এবং সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করবে। তিনিই তোমাদের প্রতি রহম করবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দু'আ করেন– অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্যে। আর তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা আল আহ্‌যাব ঃ ৪১-৪৩)

মুমিনের গুণাবলী সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আকাঙ্ক্ষিত মানের মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার নিজের প্রবৃত্তি (খেয়াল-খুশি) আমার আনীত আদর্শের অনুসারী হয়। (মিশকাত)

٢. عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

২। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি এবং অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হই। (বুখারী, মুসলিম)

٣- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ جَسَدِهٖ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى.

৩। অর্থ ঃ হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ তুমি মুমিনদের একে অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন একে অপরের প্রতি প্রেম-ভালবাসা এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের দিক দিয়ে একই দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যেমন দেহের কোনো একটি অংশ কষ্ট অনুভব করলে গোটা দেহটাই জ্বর ও নিদ্রাহীনতার দ্বারা এর প্রতি সাড়া দিয়ে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ -

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হবে। আর তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একে অপরকে না ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলবনা, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে? তা হলো তোমরা পরস্পর ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করবে। (মুসলিম)

٥- عَنِ النُّعْمَانِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اشْتَكٰى كُلُّهٗ اِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهٗ اشْتَكٰى كُلُّهٗ.

৫। অর্থ ঃ হযরত নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সকল মুমিন একই ব্যক্তি সত্তার মতো। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরটাই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয় তখন তার গোটা শরীরটাই বিচলিত হয়ে পড়ে। (মিশকাত)

٦ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَاى ذُنُوْبَهُ كَاَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرَاى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهٖ فَقَالَ بِهٖ هٰكَذَا قَالَ اَبُوْ شِهَابٍ بِيَدِهٖ فَوْقَ اَنْفِهٖ.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুমিন ব্যক্তি তার গুনাহ সম্পর্কে এতদূর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে যে, সে মনে করে যেন কোনো পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে এবং প্রতিটি মুহূর্তে সে এই ভয় করে যে, পাহাড় তার উপর ভেঙ্গে পড়তে পারে। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী ও পাপিষ্ঠ লোক গুনাহকে মনে করে একটি মাছির মত, যা তার নাকের ডগার উপর দিয়ে উড়ে গেছে (এবং সে তাকে হাতের ইশারায় তাড়িয়ে দিয়েছে) এই বলে হাদীস বর্ণনাকারী আবূ শিহাব নাকের উপর হাত দ্বারা ইশারা করলেন। (বুখারী)

٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ ـ

৭। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার যাতনায় কাতর। (মিশকাত)

٨ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَّرَّتَيْنِ.

৮। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি এক গর্তে দু'বার নিপতিত হয় না। (বুখারী)

দাওয়াত

দাওয়াত সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

১। অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকা উচিত যারা মানুষকে সৎকাজের দিকে আহ্বান জানাবে, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হল সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান-১০৪)

٢. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

২। অর্থ ঃ তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আলে ইমরান-১১০)

٣. يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ـ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ.

৩। অর্থ ঃ হে রাসূল! (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা। আর যদি আপনি তা না করেন, তাহলে তো আপনি তাঁর পয়গাম (বার্তা) পৌঁছালেন না। (সূরা মায়েদাহ-৬৭)

٤. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

৪। অর্থ ঃ তার কথা অপেক্ষা কার কথা উত্তম হতে পারে, যে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকাজ করে এবং বলে, নিশ্চয় আমি একজন মুসলমান। (সূরা হামীম-আস-সাজদাহ-৩৩)

٥. اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ.

৫। অর্থ ঃ তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে ডাক হিকমাত (বুদ্ধিমত্তা) ও উত্তম কথার দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়। (সূরা নাহল-১২৫)

٦. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

৬। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা আল বাকারা-২০৮)

৭- قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ـ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

৭। অর্থ ঃ আপনি তাদের বলুন, এই আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে বুঝে শুনে আহ্বান জানাই– আমি ও আমার অনুসারীরাও। আর আল্লাহ মহাপবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউসুফ-১০৮)

৮- لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

৮। অর্থ ঃ আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট প্রেরণ করেছি। তিনি বলেন, "হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহর দাসত্ব (কবুল) কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক মহাদিবসের আযাবের ভয় করি।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৫৯)

৯- ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ اِنِّىْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا.

৯। অর্থ ঃ অতঃপর তাদেরকে আমি উচ্চস্বরে ডেকেছি। আবার প্রকাশ্যভাবেও তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছি, গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি। (সূরা নূহ ঃ ৮-৯)

১০- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ.

১০। অর্থ ঃ আমরা এর পূর্বে মূসাকে স্বীয় নিদর্শনাবলীসহ পাঠিয়েছিলাম। তাকে আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, আপনি নিজ জাতির লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসুন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলোর শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ দিন। এতে বহু বড় বড় নিদর্শন

বর্তমান প্রত্যেক যারা পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ঐসব ব্যক্তির জন্যে। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৫)

١١۔ وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا.

১১। অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ, আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন মুখ হতে সেসব কথাই বের করে যা অতি উত্তম। আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃত কথা হলো, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৩)

١٢۔ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۔ قُمْ فَاَنْذِرْ ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

১২। অর্থ ঃ হে আবৃত শয্যাগ্রহণকারী। উঠ সাবধান কর আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা আল মুদ্দাসসির ঃ ১-৩)

١٣۔ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۔ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۔ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ.

১৩। অর্থ ঃ এবং আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার দেশবাসী তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। এখন তোমরা কি ভুল পথে চলা হতে বিরত হবে না? (সূরা আল আ'রাফ ঃ ৬৫)

١٤۔ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۔ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۔ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ.

১৪। অর্থ ঃ এবং মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওম তোমরা আল্লাহর দাসত্ব 'কবুল' কর। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌঁছেছে। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ৮৫)

١٥۔ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۔ وَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ ۔ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ.

১৫। অর্থ ঃ তুমি এখন সে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দাও। আর তোমাকে যেমন হুকুম দেয়া হয়েছে তার উপর মজবুতীর সাথে থাক, কিন্তু এ লোকদের ইচ্ছা বাসনা অনুসরণ কর না। (সূরা আশ শূরা ঃ ১৫)

١٦۔ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۔ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ.

১৬। অর্থ ঃ আমি তোমাকে প্রকৃত সত্যসহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। কোনো উম্মতই অতিবাহিত হয়নি যাদের নিকট কোনো না কোনো সতর্ককারী আসেনি। (সূরা আল ফাতির ঃ ২৪)

দাওয়াত সম্পর্কে হাদীস

١۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, একটি আয়াত (বাক্য) হলেও তা আমার পক্ষ থেকে (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও, প্রচার কর। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা কর, তাতে কোনো দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা (জাল হাদীস) রচনা করে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (বুখারী)

٢۔ عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَنِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْلَيُسْحِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْلَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

২। অর্থ ঃ হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অবশ্যই তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে, মন্দ ও

পাপ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং কল্যাণকর কাজ করতে উৎসাহিত করবে। অন্যথায় সামগ্রিক আযাব দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন অথবা তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাপী লোকদেরকে তোমাদের শাসক বানিয়ে দেবেন। অতঃপর তোমাদের নেককার লোকেরা (তা থেকে বাঁচার জন্য) দু'আ করতে থাকবে। কিন্তু তাদের দু'আ কবুল করা হবে না। (মুসনাদে আহমাদ, ৫খ, পৃঃ ২৯০)

٣ـ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً. فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ فَلَا اُلْفِيَنَّكَ تَاْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِىْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ. وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ ـ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّىْ عَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحٰبَهُ لَا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ.

৩। অর্থ ঃ হযরত ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ তুমি জনগণের উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে একবার ওয়াজ-নসীহত কর। তবে যদি বাড়াতে চাও তাহলে দুইবার (ওয়াজ নসীহত) করবে। তুমি যদি আরো বাড়াতে চাও তবে সপ্তাহে তিনবার নসীহত করতে পার। তবে এর চেয়ে বেশী এবং মানুষকে এই কুরআন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোল না। আর কখনো এমনটি যেন না হয় যে, তুমি একদল লোকের কাছে আসলে এই অবস্থায় যে, তারা নিজেদের কোন কথাবার্তায় লিপ্ত আছে আর তুমি তাদের কথার ফাঁকে বক্তৃতা শুরু করে দিয়ে তাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটাবে। যদি তোমরা এরূপ করো তাহলে তুমি তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে তুললে। বরং তুমি চুপ থাকো। অতঃপর যখন তারা তোমাকে আগ্রহসহকারে অনুরোধ জানাবে, কেবল তখনই তাদের সাথে কথা বলো। লক্ষ্য রেখ, দু'আয় ভাষা ছন্দময় ও দুর্বোধ্য যেন না হয় এটা পরিহার করো। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে এটা পরিহার করতে দেখেছি (তাঁরা সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করতেন)। (বুখারী)

٤ـ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ

بِىْ رِجَالاً تُقْرَضُ شَفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضٍ مِنَ النَّارِ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ هٰؤُلاَءِ خُطَبَاءُ اُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি দেখতে পেলাম যে, কতক লোকের দু'টি ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন, "এরা হলো আপনার উম্মতের বক্তাবৃন্দ। এরা লোকজনকে নেক কাজ করার নসীহত করতো, কিন্তু নিজেরা তা করতো না।" (মুসনাদে আহমাদ)

٥- عَنْ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا.

৫। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ (দাওয়াতী কথা) সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করে তোল না। (বুখারী-মুসলিম)

٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যে (দ্বীনের প্রচার) পৌছায় সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

٧- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ

رَاٰى مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانْ.

৭। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিক নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয়, তাহলে যেন অন্তরে সে কাজকে ঘৃণা করে। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা হলো ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

৮۔ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (ص) اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلٰثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ.

৮। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন কোনো কথা বলতেন তখন তিনি তিনবার করে বলতেন (যখন প্রয়োজনবোধ করতেন) যেন তা মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারে। (বুখারী)

৯۔ قَالَ عَلِىٌّ (رض) اِنَّ لِلْقُلُوْبِ شَهَوَاتٍ وَاِقْبَالاً وَّاِدْبَارًا فَأْتُوْهَا مِنْ قِبَلِ شَهَوَاتِهَا وَاِقْبَالِهَا فَاِنَّ الْقَلْبَ اِذَا اُكْرِهَ عَمِىَ.

৯। অর্থ ঃ হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ অন্তরের কিছু আগ্রহ ও কামনা থাকে। কোনো কোনো সময় সে (অন্তর) কথা শুনার জন্যে প্রস্তুত থাকে এবং কোনো কোনো সময় তার (কথা শুনার) জন্যে প্রস্তুত থাকে না। অতএব মানুষের অন্তরের সেই আবেগ ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই কথা বলবে (দাওয়াতী কাজ করবে)। কেননা মনের অবস্থা এই যে, তাকে জবরদস্তি করে কিছু শুনাতে গেলে সে অন্ধ হয়ে যায় এবং একথা (যা বলা হচ্ছে তা) কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়। (কিতাবুল খারাজ)

সংগঠন

সংগঠন সম্পর্কে আয়াত

১۔ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ

عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ـ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا. كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

১। অর্থ ঃ তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জু (দ্বীন)-কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহই তোমাদের হৃদয়ে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছো। তোমরা আগুনভরা এক গর্তের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন হয়তো এসব আলামত থেকে তোমরা সফলতার সরল পথ পেয়ে যাবে (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

٢ـ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

২। অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। তারাই সফলকাম। (সূরা আল ইমরান ঃ ১০৪)

٣ـ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

৩। অর্থ ঃ (হে মুসলমানেরা) তোমরাই (দুনিয়ার মধ্যে) সর্বোত্তম দল, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আগমন হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে ও অন্যায়-অসৎকাজে বাধা দেবে আর কেবল আল্লাহর প্রতিই ঈমান আনবে। (সূরা আলে ইমরান-১১০)

٤ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

৪। অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন যারা আল্লাহর পথে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে। (সূরা আস্-সফ ঃ ৪)

٥۔ يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْـعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْـعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

৫। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের (সা) আনুগত্য করো এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদেরও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৯)

٦۔ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُم اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

৬। অর্থ ঃ আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হও আর রাসূলও যেন তোমাদের জন্য সাক্ষী হন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৪৩)

٧۔ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

৭। অর্থ ঃ (হে মুসলমানগণ!) আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, যা আমি (হে মুহাম্মদ) আপনার প্রতি আদেশ করেছি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। (সূরা আশ শূরা ঃ ১৩)

٨۔ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۔ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً.

৮। অর্থ ঃ মুমিনদের মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক জীবন দান করেছে আর কতক

অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেও বদলায়নি। (সূরা আল-আহযাব ঃ ২৩)

৯. يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ. اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا.

৯। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও? (সূরা আন-নিসা ঃ ১৪৪)

১০. وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ.

১০। অর্থ ঃ এবং আপনাদের এই যে জাতি সব তো একই জাতির (দ্বীনের) অনুসারী এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা; অতএব তোমরা আমাকে ভয় করো। (সূরা মুমিনূন ঃ ৫২)

১১. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.

১১। অর্থ ঃ অতএব যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করবে তিনি তাদেরকে নিজের রহমত, করুণা ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিবেন এবং নিজের দিকে আসার সোজা পথ দেখিয়ে দিবেন। (সূরা আন নিসা ঃ ১৭৫)

১২. وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

১২। অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (দ্বীন কায়েমের জন্য) বাছাই করে নিয়েছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের

পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের (দ্বীনের) উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত মানব জাতির জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের মালিক (অভিভাবক)। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক (অভিভাবক) এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮)

١٣. اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰۤئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ . وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا.

১৩। অর্থ ঃ তবে যারা তাওবা করবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে নেবে এমন লোকই মুমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন। (সূরা আন নিসা ঃ ১৪৬)

١٤. وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

১৪। অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে সে নিশ্চয়ই সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শিত হবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০১)

সংগঠন সম্পর্কে হাদীস

١. عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِيْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ فِيْ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثْيِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ.

১। অর্থ ঃ হারেস আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন– (১) জামায়াত বা দলবদ্ধ হবে। (২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে। (৩) তার আদেশ মেনে চলবে। (৪) হিজরত করবে অথবা আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে এবং (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। যে ব্যক্তি জামায়াত বা সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে যেন নিজের কাঁধ থেকে ইসলামের রশি বা বাঁধন খুলে ফেললো, যতক্ষণ না সে সংগঠনে ফিরে আসবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাবে সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। (আহমাদ, তিরমিযী)

٢۔ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الْجَمَاعَةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

২। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ (মুসলমানদের) এই জামায়াত বা সংগঠন ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এর ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত (হত্যা) করো সে যেই হোক না কেন। (মুসলিম)

٣۔ قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ (رض) لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ وَلاَ اِمَارَةَ اِلاَّ بِطَاعَةٍ.

৩। অর্থ ঃ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন ঃ জামায়াত বা সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।

٤۔ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا خَرَجَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ. (ابو داود)

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন ঃ সফরে এক সঙ্গে তিনজন থাকলে তাদের মধ্যে একজনকে তারা যেন অবশ্যই আমীর বা নেতা বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ)

٥- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَ بُدٍّ وَلاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ اِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ.

৫। অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, কোনো জঙ্গল কিংবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে আর তারা যদি জামায়াতবদ্ধভাবে নামায আদায় না করে তবে তাদের উপর শয়তান অবশ্যই আধিপত্য বিস্তার করবে। (আবু দাউদ)

٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنَ بِفَلاَةٍ مِّنَ الْاَرْضِ اِلاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তিনজন লোক কোনো মরুভূমিতে অবস্থান করলে তাদের অসংগঠিত থাকা জায়েয নয়। তাদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের আমীর বা নেতা নিযুক্ত করা কর্তব্য। (মুসনাদে আহমাদ)

٧- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَاَمِّرُوْا اَحَدَكُمْ ذٰلِكَ اَمِيْرًا اَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

৭। অর্থ ঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যখন তিনজন লোক সফরে থাকবে তখন তোমাদের একজনকে আমীর বানাবে। সে হবে এমন আমীর যাকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) নিযুক্ত করেছেন। (তাবারানী) হাদীসটি সহীহ সনদে উদ্ধৃত।

٨- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ.

৮। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকা তোমাদের

কর্তব্য। কেননা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে শৃগাল সহজেই খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ)

٩- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

৯। অর্থ ঃ হযরত আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জামায়াত (সংগঠন) ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে যেন ইসলামের রশি তার গর্দান থেকে খুলে ফেললো। (আহমদ, তিরমিযী)

١٠- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْكُنَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ.

১০। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জান্নাতে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, সে যেন জামায়াত (সংগঠন)-কে আঁকড়ে ধরে। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে থাকে এবং সংঘবদ্ধ দুই ব্যক্তি থেকে সে বহু দূরে অবস্থান করে।

١١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

১১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যকে অস্বীকার করতঃ জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায়ই মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

সংগঠন না করার পরিণাম

সংগঠন না করার পরিণাম সম্পর্কে আয়াত

١- قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُنِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا

اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

১। অর্থ ঃ বলুন, (হে রাসূল!) তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর (এসব কিছু) আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে বেশী প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (সূরা তাওবা ঃ ২৪)

২- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ - اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

২। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন তোমরা যমীনকে আঁকড়ে ধরো, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি নগণ্য। যদি তোমরা (জিহাদে) বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন। আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা আত তাওবা ঃ ৩৮-৩৯)

٣- وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

৩। অর্থ ঃ তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না কেন? অথচ দুর্বল-অক্ষম, নারী-পুরুষ, শিশুরা চিৎকার করে বলছে, হে আমাদের রব! যালিম অধিবাসীদের এদেশ থেকে আমাদের বের করে নাও। আর আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন পৃষ্ঠপোষক অধিপতি নিয়োগ কর এবং আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (সূরা আন নিসা ঃ ৭৫)

সংগঠন না করার পরিণাম সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْ لَيَسْحِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُؤَمِّرُنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابَ لَهُمْ.

১। অর্থ ঃ হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং তাদেরকে কল্যাণকর কাজ করার জন্য উৎসাহ দেবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন অথবা তোমাদের মাঝ থেকে সবচেয়ে বেশী পাপী ও যালেম লোকদেরকে তোমাদের শাসক বানিয়ে দেবেন। এমতাবস্থায় তোমাদের মধ্যে নেক্‌কার লোকেরা (এসব থেকে) মুক্তি পাবার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবে কিন্তু তাদের দোআ কবুল করা হবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

٢ـ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ اَنْ قَدْ حَفَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا فَدَنَوْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَدْعُوْنِيْ فَلاَ اُجِيْبُكُمْ وَتَسْاَلُوْنِيْ فَلاَ اُعْطِيْكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِيْ فَلاَ اَنْصُرُكُمْ.

২। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর চেহারা দেখে মনে হলো যে, কোনো কিছু যেন তাঁকে আঘাত করেছে। তারপর তিনি ওযু করে বের হয়ে গেলেন এবং কাউকেও কিছু বললেন না। আমি হুজরার ভেতর থেকেই তাঁর কাছে হাজির হলাম। আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন ঃ হে লোকেরা! মহামহিম নিশ্চয় বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই ন্যায় কাজে আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে সেই অবস্থা সৃষ্টি হবার আগেই যখন তোমরা আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব না। তোমরা আমার কাছে চাইবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেব না। তোমরা আমার কাছে সাহায্য চাইবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব না।" (মুসনাদ আহমাদ, ইবনে মাজাহ)

٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, কিন্তু জিহাদ করল না, এমনকি জিহাদ করার চিন্তাও (পরিকল্পনা) করল না, সে যেন মুনাফেকীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আয়াত

١- اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

১। অর্থ ঃ পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে। পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আল আলাক ঃ ১-৫)

٢- كَمَآ اَرْسَلْنَاكَ فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

২। অর্থ ঃ (হে আহলে কিতাবগণ!) যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন, তোমাদের শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমাত আর এমন বিষয় শিক্ষা দেবেন যা তোমরা জানতে না। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৫১)

٣. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

৩। অর্থ ঃ তিনিই সেই আল্লাহ যিনি নিরক্ষরদের মাঝ থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও কলা-কৌশল। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর অন্ধকারে। (সূরা জুমু'আ ঃ ২)

٤. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

৪। অর্থ ঃ আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি দয়া করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট ছিল। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪)

٥. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ.

৫। অর্থ ঃ কোনো মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর তিনি বলবেন যে, "তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার বান্দা হয়ে যাও", এটা

মোটেই হতে পারে না। বরং তাঁরা বলবেন, "তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও"। যেমন, তোমরা কিতাব শিখতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৯)

٦ـ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ.

৬। অর্থ ঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার (আমাদের পরবর্তী বংশধরদের) মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাবের জ্ঞান ও হিকমাত তথা কৌশল শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ১২৯)

٧ـ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

৭। অর্থ ঃ হে নবী! বলুন, যে জানে ও যে জানে না এরা উভয় কি কখনো সমান হতে পারে? বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে। (সূরা আয যুমার ঃ ৯)

٨ـ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ.

৮। অর্থ ঃ প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলমসম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী। (আল ফাতির ঃ ২৮)

٩ـ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ يَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ.

৯। অর্থ ঃ হে নবী বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনো এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হয়? (আর রা'দ ঃ ১৬)

١٠ـ يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

১০। অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা মুজাদালা ঃ ১১)

١١۔ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ.

১১। অর্থ ঃ তোমরা অন্য লোকদেরকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজেদেরকে তোমরা ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর, তোমাদের বুদ্ধি কি কোনো কাজেই লাগাও না? (সূরা আল বাক্বারা ঃ ৪৪)

١٢۔ رَسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

১২। অর্থ ঃ এমন একজন রাসূল, যে তোমাদেরকে আল্লাহর স্পষ্ট হেদায়াত দানকারী আয়াতসমূহ শুনান, যেন ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার হতে বের করে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ নিয়ে আসে। (সূরা তালাক ঃ ১১)

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে হাদীস

١۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ

نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ـ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুনিয়ার বিপদসমূহের মধ্য থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলাও কিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো লোকের কষ্ট-কাঠিন্য দূর করে দেয়, আল্লাহও দুনিয়া ও আখেরাতে তার কষ্ট-কাঠিন্য দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহও দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ অপর বান্দার সাহায্য-সহায়তা করতে থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য সহায়তা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ ধরে, আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তার বেহেশতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কোনো একদল লোক আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করতে থাকে এবং পরস্পর এর আলোচনা করতে থাকে, তখন তাদের উপর শান্তি নাযিল হতে থাকে, রহমত ও দয়ায় তাদেরকে ঢেকে দেন, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামনে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। আর যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম)

٢ـ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

২। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ইলম সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। (ইবনে মাজাহ)

٣ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ يُّرِيْدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সমঝ দান করেন। (মুসনাদে আহমাদ)

٤۔ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে। (তিরমিযী)

٥۔ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَآئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِى النَّاسِ الْخَيْرَ.

৫। অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আবেদের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি পর্যায়ের যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানদের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অবশ্য যারা লোকদেরকে দ্বীনের ইলম শেখায়, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীবৃন্দ, এমনকি গর্তে অবস্থানকারী পিঁপড়া ও মাছেরা পর্যন্তও তাদের জন্য দোআ করে। (তিরমিযী)

٦۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اَحْيَائِهَا.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা এক ঘণ্টা ইলমের দারস বা আলোচনা করা পুরো রাত জেগে ইবাদত করা হতে উত্তম। (দারেমী)

٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

৭। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ একজন সমঝদার আলেম বিজ্ঞ ব্যক্তি শয়তানের নিকট এক হাজার আবেদের চেয়ে অধিক ভয়াবহ। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَّارٍ.

৮। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে দ্বীনের কোনো ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন রাখে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا.

৯। অর্থ ঃ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জ্ঞানের কথা মুমিনের হারানো সম্পদ। সে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশী অধিকারী। (তিরমিযী)

١٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ.

১০। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ফরায়েয ও কুরআন শিক্ষা কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও। কেননা আমাকে অতি সত্বর উঠিয়ে নেয়া হবে। (তিরমিযী)

١١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْقَدْ عَصٰى.

১১। হযরত উকবাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি তীর চালানো প্রশিক্ষণ নিল তারপর তা ঢেকে দিল (অন্যকে প্রশিক্ষণ দিল না এবং প্রশিক্ষণ কাজে লাগাল না) সে আমাদের দলভুক্ত নয় অথবা তিনি বলেছেন, সে পাপের কাজ করল। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখ্য যে, তীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অন্যায় কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং ন্যায় কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করতে হবে।

শাহাদাতের মর্যাদা

শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ.

১। অর্থ ঃ আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৫৪)

٢ـ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

২। অর্থ ঃ তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু জমা করো আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া সেসব কিছুর চেয়ে উত্তম। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৭)

٣ـ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ـ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ـ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ.

৩। অর্থ ঃ যারা আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হয়, আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদের পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন। আর সেই জান্নাতে তাদের দাখিল করবেন, যার সম্পর্কে পূর্বেই তাদের অবহিত করেছেন। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪-৬)

٤ـ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْآ اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ

اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَه.

৪। অর্থ ঃ যে সব লোক আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, পরে নিহত (শহীদ) হয়েছে কিংবা মরে গেছে, আল্লাহ তাঁদের রিযকে হাসানা (উত্তম রিযক) দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিয্কদাতা। তিনি তাঁদের এমন স্থানে (জান্নাতে) পৌঁছাবেন যাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা হাজ্জ ঃ ৫৮-৫৯)

٥۔ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۔ بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ.

৫। অর্থ ঃ (নিহত হবার সাথে সাথে) তাকে বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলল, হায়! আমার জাতির লোকেরা যদি (আমার এ মর্যাদা সম্পর্কে) জানতে পারত যে, আমার পরোয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সম্মানিতদের দলভুক্ত করেছেন। (সূরা ইয়াসীন ঃ ২৬-২৭)

٦۔ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً.

৬। অর্থ ঃ মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে করা তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ (শাহাদাতের জন্যে) অপেক্ষা করেছে। আর তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (সূরা আহযাব ঃ ২৩)

٧۔ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۔ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۔ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ.

৭। অর্থ ঃ যারা আমারই জন্যে হিজরত করেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, আমারই পথে লড়াই করেছে ও নিহত

(শহীদ) হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই আমি ক্ষমা করে দেব এবং তাদেরকে আমি এমন জান্নাত দান করব, যার নীচ দিয়ে প্রবাহমান রয়েছে ঝর্নাধারা। এরূপ প্রতিফলই তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর নিকট। আর উত্তম প্রতিফল তো কেবল আল্লাহর নিকটই পাওয়া যাবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

٨ـ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ـ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৮। অর্থ ঃ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের তোমরা কোনো অবস্থাতেই ‘মৃত’ বলো না, বরং তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের পক্ষ থেকে তারা রিযক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা‘আলা নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যা কিছু দান করেছেন, তাতেই তারা পরিতৃপ্ত এবং যারা এখনো তাদের পেছনে রয়ে গেছে, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও এরা খুশী, কেননা এমন ধরনের লোকদের জন্যে এখানে কোনো ভয় নেই এবং তারা উৎকণ্ঠিতও হবে না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-৭০)

٩ـ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ.

৯। অর্থ ঃ আল্লাহ এভাবে জেনে নিতে চান তোমাদের মধ্যে কারা প্রকৃত ঈমানদার এবং এজন্যে যে তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪০)

١٠ـ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ.

১০। অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করবে সে ঐসব লোকদের সঙ্গী হবে যাদেরকে নিয়ামত দান করা হয়েছে। তারা হলো নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ (সৎকর্মশীল) লোক। (সূরা আন নিসা ঃ ৬৯)

١١ـ فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

১১। অর্থ ঃ সুতরাং যারা আল্লাহর কাছে পার্থিব জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে অতঃপর নিহত (শহীদ) হয় কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহা পুরস্কার দান করব। (সূরা আন নিসা ঃ ৭৪)

١٢ـ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

১২। অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের জান ও মাল-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে; অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক শ্রেষ্ঠতর? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সেই লেন-দেনের জন্যে, যা তোমরা করেছো তাঁর সাথে। আর এ হলো মহা সাফল্য। (সূরা আত তাওবা ঃ ১১১)

শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهٗ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ.

১। অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন ঃ জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ব্যক্তি ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউ ফিরে আসতে চাইবে না। অথচ তার জন্যে দুনিয়ার সবকিছুই (জান্নাতে) থাকবে। সে ফিরে এসে দশবার শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষা করবে। কেননা, বাস্তবে সে শহীদের মর্যাদা সেখানে (জান্নাতে) দেখতে পায়। (বুখারী)

٢- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِيْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَاْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ اَلْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقَارِبِهٖ.

২। অর্থ ঃ হযরত মিকদাদ ইবেন মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে শহীদ ব্যক্তির ছয়টি মর্যাদা রয়েছে ঃ (১) প্রথম রক্তপাতেই তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (২) জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হয়। (৩) তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। (৪) বড় বিপদ-আপদ থেকে সে নিরাপদ থাকে। (৫) তার মাথায় আকর্ষণীয় একটা মুকুট পরানো হবে যার এক একটা মণিমুক্তা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চাইতেও উত্তম হবে। আর ডাগর ডাগর চোখবিশিষ্ট বাহাত্তরজন হুরের সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে এবং (৬) তাকে তার সত্তরজন আত্মীয়-স্বজনের জন্যে শাফায়াত করার জন্যে অনুমতি দেয়া হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত)

٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْلَاَ اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَاَ تَطِيْبُ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ وَلَاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنِّيْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اَحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি ঃ যাঁর মুঠের মধ্যে আমার প্রাণ! যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে আদৌ পছন্দ করবে না এবং যাদের সবাইকে আমি সওয়ারি জন্তুও সরবরাহ করতে পারবো না (যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইবে, তাদের সবাইকে) বলে আশঙ্কা হতো, তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি দূরে থাকতাম না। যার হাতে আমার প্রাণ! সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি ঃ আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় হচ্ছে, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই আবার জীবন লাভ করি এবং আবার শহীদ হই, তারপর পুনরায় জীবন লাভ করি এবং পুনরায় শহীদ হই। (বুখারী)

٤۔ عَنْ عَمْرٍو (رض) سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ فِيْ يَدِهٖ ثُمَّ قَتَلَ حَتّٰى قُتِلَ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আমর (ইবনে দীনার) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে বলল, বলুনতো শহীদ হলে আমি কোথায় থাকব? তিনি (নবী সা) বললেন ঃ জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো (যা সে খাচ্ছিল) ছুড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। (বুখারী)

٥۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهِيْدُ لاَيَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ اَلَمَ الْقَرْصَةِ.

৫। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেমন দংশনের ব্যথা পায়, শহীদ ব্যক্তি তেমন ছাড়া নিহত হবার ব্যথা অনুভব করে না। (মিশকাত)

٦ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّ اُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ اُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سَرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَلاَ تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَاِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَاِنْ ابْنَكِ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى.

৬। অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। বার'আর কন্যা উম্মে রুবাই হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেসা বদর যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিল। সে (হারেসা) যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে, তবে আমি ধৈর্যধারণ করব, তা না হলে তার জন্যে অঝোর নয়নে কাঁদবো। তিনি বললেন ঃ হে হারেসার মা, জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ ফিরদাউস লাভ করেছে। (বুখারী)

٧ـ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) يَقُوْلُ جِئْ بِاَبِيْ اِلَى النَّبِيِّ (ص) وَقَدْ مُثِلَ بِهٖ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهٖ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَسُمِعَ صَوْتُ صَائِحَةٍ فَقِيْلَ اِبْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ فَلِمَا تَبْكِيْ اَوْ فَلاَ تَبْكِيْ مَا زَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ تُظِلُّ بِاَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَةَ اَفِيْهِ حَتّٰى رُفِعَ قَالَ رُبَمَا قَلَّهُ.

৭। অর্থ ঃ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের দিন যুদ্ধ শেষে আমার আব্বার লাশ নবী করীম (সা)-এর নিকট এনে তাঁর সামনে রাখা হলো! তার লাশ বিকৃত (নাক কাটা ও চোখ উপড়ানো) করা হয়েছিল। আমি তার চেহারা উন্মুক্ত করে দেখতে থাকলে লোকেরা আমাকে নিষেধ করলো। ইতোমধ্যে কোনো একজন ক্রন্দনকারিণীর ক্রন্দন ধ্বনি ভেসে আসলো। বলা হলো, আমরের কন্যা অথবা ভগ্নি ক্রন্দন করছে। নবী করীম (সা) বললেন ঃ ক্রন্দন করছো কেন? অথবা তিনি বলেছিলেন, ক্রন্দন করো না। অনেক

ফেরেশতা তাকে ডানা দ্বারা ছায়া দান করছে। (ইমাম বুখারী বলেন) আমি আমার ওস্তাদ সাদাকাহকে জিজ্ঞেস করলাম, হাদীসে কি একথাও আছে যে, ফেরেশতারা উঠিয়ে নিয়েছে। তিনি (সাদাকাহ) জবাব দিলেন, হ্যাঁ জাবের কোনো কোনো সময় একথাও বলেছেন যে, ফেরেশতারা তার আব্বাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছে। (বুখারী)

٨۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذَ لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهٗ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهٗ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاۤءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِىْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوْا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

৮। অর্থ ঃ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ওহুদের যুদ্ধের শহীদের দু'দুজনকে একই কাফনের একই কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানো হলে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ কুরআনের জ্ঞান কার বেশী ছিল? কোনো একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তিনি প্রথমেই তাকে কবরে নামালেন এবং বললেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি নিজে এদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিব। তিনি তাদেরকে রক্তসহ দাফন করতে নির্দেশ দিলেন। তাদের গোসল দেয়া হয়নি এবং জানাযা পড়াও হয়নি। (বুখারী)

٩۔ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَّمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَّمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَّمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

৯। অর্থ ঃ হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে সব লোক নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় তারা শহীদ। আর যে সব লোক নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় তারাও শহীদ। যে সব লোক নিজের দ্বীন রক্ষার জন্যে মারা যায় তারা শহীদ। আর যে সব লোক নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের রক্ষা

করতে গিয়ে মারা যায় তারাও শহীদ। (মানুষের যে অধিকার আছে তা রক্ষা করতে গিয়ে যদি মারা যায় তাহলে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে)। (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

বাইয়াত

বাইয়াত সম্পর্কে আয়াত

١. اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ.

১। অর্থ ঃ হে রাসূল যেসব লোক আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে, তারা আসলে আল্লাহর নিকটই বাইয়াত গ্রহণ করেছে। তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত ছিল। (সূরা আল ফাত্‌হ ঃ ১০)

٢. فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

২। অর্থ ঃ তারা যেন আল্লাহর পথে লড়াই করে যারা দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয় আখিরাতের বিনিময়ে। আর যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় অথবা বিজয়ী হয় উভয়কে আমি সীমাহীন প্রতিদান দেবো। (সূরা আন নিসা ঃ ৭৪)

٣. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

৩। অর্থ ঃ আল্লাহ্ ঐ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা (বাবলা) গাছের নিচে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিল। (সূরা আল ফাত্‌হ ঃ ১৮)

٤. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

৪। অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল তাদেরকে জান্নাত দানের বিনিময়ে খরিদ করেছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহ্ পথে। অতঃপর তারা (দুশমনদের) মারে এবং (নিজেরাও) মরে (শহীদ হয়)। (সূরা আত তাওবা ঃ ১১১)

٥. اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰۤئِكَ لَا

خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

৫। অর্থ ঃ আর যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দেয়, তাদের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৭)

٦۔ قُلْ اِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৬। অর্থ ঃ আপনি বলুন! আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্য নিবেদিত। (সূরা আল আন'আম ঃ ১৬২)

٧۔ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

৭। অর্থ ঃ হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, সে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৬)

বাইয়াত সম্পর্কে হাদীস

١۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

১। অর্থ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, যে ব্যক্তি বাইয়াতের রজ্জু গলদেশে ঝুলানো অবস্থা ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

٢۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ (رح) اَنَّهٗ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ (رض) يَقُوْلُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইয়াত হতাম। তিনি আমাদের বলতেন, তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। (মুসলিম)

٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنْ لاَّ نُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَّقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لاَ نَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

৩। অর্থ ঃ হযরত উবাদা ইবনে সমিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে স্বাভাবিক অবস্থায়, কঠিন অবস্থায়, সুখের অবস্থায় ও কষ্টকর সর্বাবস্থায় (নির্দেশ) শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য বাইয়াত হতাম। আমরা এই মর্মেও বাইয়াত হতাম যে, আমরা কোনো ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না এবং যেখানেই অবস্থান করি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। এ ব্যাপারে আমরা কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করব না। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ)

আনুগত্য

আনুগত্য সম্পর্কে আয়াত

١- تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

১। অর্থ ঃ এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে তিনি তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহিত। সে হবে তার স্থায়ী বাসিন্দা। এটা মহাসাফল্য। (সূরা নিসা : ১৩)

٢- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الاَمْرِ مِنْكُمْ -

২। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃপক্ষের। (সূরা নিসা : ৫৯)

٣ـ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ـ

৩। অর্থ ঃ যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবীগণ, পরম সত্যবাদীগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলদের সাথী হবে এবং তারা কতোই না উত্তম সাথী। (সূরা নিসা : ৬৯)

٤ـ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ـ

৪। অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহ্‌রই অনুগত হলো। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে চলে যায় আমি আপনাকে তাদের নিরাপত্তা বিধায়ক হিসেবে পাঠাইনি। (সূরা নিসা : ৮০)

٥ـ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ط قُلْ لاَّ تُقْسِمُوْا ج طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

৫। অর্থ ঃ তারা (মুনাফিকরা) দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা বাড়ি-ঘর থেকে বের হয়ে আসবো। আপনি বলুন, তোমরা শপথ করো না, যথারীতি আনুগত্য করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (সূরা নূর : ৫৩)

আনুগত্য সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শাসক যে পর্যন্ত কোন পাপকার্যের আদেশ না করবে, সে পর্যন্ত তার আদেশ শুনা ও মেনে নেয়া প্রতিটি মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক আর না

হোক। হ্যাঁ সে যদি কোন পাপকার্যের আদেশ করে তাহলে তার কথা শুনা বা তার আনুগত্য করার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَّةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, গোনাহের কাজে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু নেক কাজের ব্যাপারে। (বুখারী, মুসলিম)

٣ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَا اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصَى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ ـ

৩। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে আমার এতায়াত বা আনুগত্য করল সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহ্র হুকুমই অমান্য করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমীরের আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। (বুখারী, মুসলিম)

٤ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاحُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ

৪। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রাসূলে পাক (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন থেকে হাত খুলে নেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হয়ে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

ত্যাগ-কুরবানী পরীক্ষা

ত্যাগ-কুরবানী পরীক্ষা সম্পর্কে আয়াত

١. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ.

১। অর্থ ঃ তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনও তোমাদের উপর তোমাদের পূর্বের লোকদের মতো বিপদ-আপদ আসেনি। তাদের উপর এসেছিল বহু বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট। তারা (বাতিলদের) অত্যাচার-নির্যাতনে এমনভাবে জর্জরিত হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর সঙ্গীরা আর্তচিৎকার করে বলে উঠেছিল, "কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে?" তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৪)

٢. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

২। অর্থ ঃ তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও পর্যন্ত আল্লাহ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে (তাঁর পথে) জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুমিনদের ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা আত তাওবা ঃ ১৬)

٣. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

৩। অর্থ ঃ তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪২)

٤- أَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ.

৪। অর্থ ঃ মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" একথা বললেই তারা ছাড়া পেয়ে যাবে এবং কোনো পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন (ঈমানের দাবিতে) কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আল আনকাবূত ঃ ২-৩)

٥- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ.

৫। অর্থ ঃ মানুষের জন্য তাদের মনঃপূত জিনিস, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষি জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসবই হচ্ছে দুনিয়ার সাময়িক জীবনের ভোগের বস্তু মাত্র। মূলতঃ উত্তম আশ্রয় তো রয়েছে আল্লাহর কাছে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪)

٦- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ.

৬। অর্থ ঃ আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না প্রকাশ হয় কে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী এবং কে কে সবরকারী এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১)

٧- مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ. لِّكَيْلاَ تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ط وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

৭। অর্থ ঃ পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা আল হাদীদ ঃ ২২-২৩)

٨ـ اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

৮। অর্থ ঃ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার। (সূরা আত্ তাগাবুন ঃ ১৫)

٩ـ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ـ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

৯। অর্থ ঃ কোনো বিপদ কখনও আসে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা আত্ তাগাবুন ঃ ১১)

١٠ـ اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً.

১০। অর্থ ঃ তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? (সূরা মুলক ঃ ২)

١١ـ وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لاَّتَشْعُرُوْنَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ. اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

১১। অর্থ ঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝো না। আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে।

তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে ঃ নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্যে এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাব। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৪-১৫৬)

ত্যাগ-কুরবানী পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ اُحِبُّكَ. قَالَ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ. فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَدِقًا فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْنَافًا، لَلْفَقْرُ اَشْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে ভালোবাসি; রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি কি বলছো তা ভালো করে ভেবে দেখ। সে বলল, আল্লাহর কসম আমি আপনাকে ভালবাসি। একথা সে তিনবার বলল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে দারিদ্র্যের মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতি নাও। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি আমাকে ভালবাসে বন্যার পানির চাইতেও দ্রুত গতিতে দারিদ্র্য তার দিকে এগিয়ে আসে। (তিরমিযী)

٢ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَا الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهٖ وَوَلَدِهٖ وَمَالِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুমিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে, কখনো সরাসরি তার নিজের জীবনের উপর বিপদ আসে, কখনো তার সন্তান মারা যায়, আবার কখনো তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়। অবশেষে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয় যে, তার আমলনামায় আর কোনো গুনাহ

অবশিষ্ট থাকে না (বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের কারণে গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে যায়)। (তিরমিযী)

٣۔ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ عَظمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظمِ الْبَلاَءِ، وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা যতো কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে ততো মূল্যবান। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্যে তাদেরকে বিপদ-মুসিবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশী মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

٤۔ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের উপর এমন এক যুগ (সময়) আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের উপর টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী)

٥۔ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ (ثَلاَثًا) وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا.

৫। অর্থ ঃ মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরীক্ষার ফিতনা থেকে মুক্ত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার এ কথাটি উচ্চারণ করলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলা সত্ত্বেও সত্যের উপর অটল-অবিচল থাকে তার জন্যে তো অশেষ ধন্যবাদ। (আবু দাউদ)

٦ـ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ (رض) قَالَ شَكَوْنَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِدٌ بَرْدَةً لَّهُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلاَ تَدْعُو اللّٰهُ لَنَا؟ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهٗ فِى الْاَرْضِ فَيُحْمَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهٖ فَيُشَقُّ اثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهٗ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهٖ مِنْ عَظْمٍ اَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهٗ ذٰلِكَ مِنْ دِيْنِهٖ وَاللّٰهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضَرَمُوْتَ لاَ يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ اَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ.

৬। অর্থ ঃ হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা) বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাঁদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম আপনি কি আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য চান না? আপনি কি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্যে দু'আ করেন না? তখন তিনি বললেন (তোমাদের উপর আর কি দুঃখ নির্যাতনই বা এসেছে) তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিলো এই যে, তাদের কারো জন্যে গর্ত খোড়া হতো এবং সে গর্তের মধ্যে তার শরীরের অর্ধাংশ পুতে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। অতঃপর করাত এনে তার মাথার উপর স্থাপন করা হতো এবং তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হত। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারতো না। কারো শরীর লোহার চিরুনি দ্বারা আচড়িয়ে হাড় থেকে মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হত কিন্তু এতেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম, এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী সানআ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না এবং মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছ। (বুখারী)

٧ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

৭। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ আকাঙ্ক্ষিত মানের মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের প্রবৃত্তি (খেয়াল খুশী) কে আমার আনীত আদর্শের অধীন না করে। (মিশকাত)

বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত

বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً.

১। অর্থ ঃ আর ধীরে-সুস্থে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো। (সূরা মুয্যাম্মিল : ৪)

٢ـ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلاً.

২। অর্থ ঃ আর আমি এই কুরআনকে পৃথক পৃথকভাবে নাযিল করেছি যেন আপনি তা মানুষের সামনে থেমে থেমে পড়তে পারেন। আর আমি তা নাযিল করার সময়ও পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি। (যেন তা সহজে ও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়)। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১০৬)

٣ـ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلاً.

৩। অর্থ ঃ আমি তা (কুরআন) এক বিশেষ নিয়মে পৃথক পৃথক অংশে সজ্জিত করেছি। (সূরা ফুরকান : ৩২)

٤ـ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

৪। অর্থ ঃ আমি কুরআন বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো চিন্তাশীল আছে কি?

বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ عُثْمَانَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ.

১। অর্থ ঃ হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, তিরমিযী)

٢۔ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لاَ اَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

২। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের অর্থাৎ কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে তার বদলে একটি নেকী দান করবেন। আর প্রতিটি নেকী দশ গুন। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর। (তিরমিযী, মিশকাত)

٣۔ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَيْئٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ۔

৩। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে আল-কুরআনের কোনো জ্ঞান নেই তা বিরান ঘরতুল্য। (তিরমিযী)

٤۔ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ اَجْرَانِ.

৪। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত নেকী লেখক ফেরেশতাদের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে বেধে বেধে যায়, (তারপরও চেষ্টা চালায়) তার জন্য দ্বিগুন ছওয়াব (কষ্ট করার জন্য এক গুন এবং তিলাওয়াতের জন্য এক গুন)

٥۔ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ.

৫। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং

তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপি পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও অতি উজ্জ্বল হবে। (আবু দাঊদ, মিশকাত)

٦ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ.

৬। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমরা কুরআন পাঠ করো, নিশ্চয়ই তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশ করবে।

নিয়ত

নিয়ত সম্পর্কে আয়াত

١ـ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ج يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا.

১। অর্থ ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা (নিয়ত) করবে, আমি তাকে (দুনিয়াতে) যা ইচ্ছা অতি সত্বর প্রদান করব। অতঃপর তার জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করব, সে তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা (নিয়ত) করবে এবং মুমিন অবস্থায় তার (পরকালে) জন্যে যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করবে, এমন লোকদের চেষ্টা কবুল হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৮-১৯)

٢ـ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ط فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا.

২। অর্থ ঃ (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন ঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ রীতি (নিয়ত) অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষভাবে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৪)

٣ـ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ج وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ.

৩। অর্থ ঃ যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বৃদ্ধি করে দেই। আর যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোনো প্রাপ্যই থাকবে না। (সূরা আশ শূরা : ২০)

নিয়ত সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاِنَّمَا لِامْرِءٍ مَّا نَوٰى - فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -

১। অর্থ ঃ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, (আল্লাহর ইবাদত সম্বন্ধীয়) যাবতীয় কাজের ফলাফল (আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ) নিয়তের (পবিত্রতা ও ইচ্ছার সততার) উপরই নির্ভর করে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি আপন নিয়ত অনুসারে (আপন কাজের ফলের) অধিকারী হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ও রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যেই হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো স্বার্থ উদ্ধারের আশায় কিংবা কোনো রমণীকে (বিবাহ সূত্রে) আবদ্ধ হওয়ার (গোপন) বাসনায় হিজরত করে; তার হিজরত সেদিকেই হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করে। (বুখারী, মুসলিম)

٢- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ لَا يَنْفَعُ قَوْلُ اِلَّا بِعَمَلٍ وَلَا يَنْفَعُ قَوْلُ وَلَا عَمَلُ اِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا يَنْفَعُ قَوْلُ وَلَا عَمَلُ وَلَا نِيَّةٍ اِلَّا بِمَا وَاَفَقَ السُّنَّةَ -

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কর্ম ছাড়া মৌখিক দাবি বিফল আর মৌখিক দাবি ও কর্ম উভয়ই বিনা নিয়তে কার্যকরী নয় এবং মৌখিক দাবি, কর্ম ও নিয়ত আদৌ ফলপ্রসূ হবে না– যদি তা (কুরআন তথা পবিত্র) সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদিত না হয়। (জামি'উল উলূম আল হাকেম)

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُقَالَ جَرِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ - وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ - وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ -

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে (আল্লাহর পথে) শহীদ হয়েছে। তাকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করে তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যাবতীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ঐসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি আমার এসব নিয়ামত পেয়ে কি আমল করেছো? সে প্রতিউত্তরে বলবে ঃ আমি আপনার পথে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ

বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এজন্যই লড়াই করেছ যে তোমাকে লোকে বীর বলবে। তোমার সেই বীরত্বের খ্যাতি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছো (এখন আমার কাছে তোমার আর কোনো পাওনা নেই)। অতঃপর তাকে উপুড় করে পা টেনে হেচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে এবং এভাবেই সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। এরপর আল্লাহর দরবারে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে, দ্বীনের জ্ঞান (অপরকে) শিক্ষা দিয়েছে এবং আল কুরআন পড়েছে। তাকে তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ব্যক্তি এসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব (নিয়ামত) ভোগের পর তুমি কি করেছ? সে বলবে ঃ আমি দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছি, দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি আর আপনার রাজি-খুশির জন্যে আল কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো আলেম হিসেবে খ্যাতি লাভের জন্যে ইলম অর্জন করেছো। আর তুমি তো কুরআন এজন্য পড়েছ যে লোকে তোমাকে 'ক্বারী' বলবে। তুমি তো সেই সুনাম-খ্যাতি (দুনিয়াতেই) পেয়ে গেছ (এখন আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা নেই)। তারপর তাকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে এবং এভাবেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা ও নানা রকম ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নিয়ামতের প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব (নিয়ামত) পেয়ে তুমি কি আমল করেছো? প্রতিউত্তরে সে বলবে ঃ আমি আপনার পছন্দনীয় সব খাতেই আমার ধন-সম্পদ খরচ করেছি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো 'দানবীর' খ্যাতি লাভের জন্যেই দান করেছ। সে খ্যাতি তুমি (দুনিয়াতেই) অর্জন করেছ। (এখন আমার কাছে তোমার কোনো প্রাপ্য নেই)। তার ব্যাপারে উপুড় করে পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে এবং সেভাবেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ -

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, (বিচারের দিন) আল্লাহ তোমাদের চেহারার সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ্য করবেন না, বরং তোমাদের অন্তঃকরণ (নিয়ত) ও আমলের (কাজের) দিকে লক্ষ্য করবেন। (মুসলিম)

٥- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلٰى اِمْرَأَةٍ يَّنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -

৫। অর্থ ঃ হযরত আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইসী বলেন ঃ আমি শুনেছি উমার ইবনে খাত্তাব (রা) মসজিদের মিম্বরের উপর উঠে বলেছিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপরই নির্ভর করে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজে যার হিজরত দুনিয়ার স্বার্থ লাভের আশায় বা কোনো নারীকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যে হয়েছে (যা সে নিয়ত করেছে)। (বুখারী)

٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اِذَا اَرَادَ عَبْدِىْ اَنْ يَّعْمَلَ سَيِّئَةً فَلاَ تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ حَتّٰى يَعْمَلَهَا فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا وَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ اَجْلِىْ فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ حَسَنَةً وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةٍ -

৬। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ আমার বান্দা কোনো গুনাহর কাজ করার ইচ্ছা (নিয়ত) করলে, তা না করা পর্যন্ত তার জন্যে কোনো

গুনাহ লিখো না। তবে সে যদি গুনাহের কাজটি করে ফেলে, তাহলে কাজটির অনুপাতে তার গুনাহ লিখো। আর যদি আমার কারণে তা পরিত্যাগ করে, তাহলে তার জন্যে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। সে যদি কোনো নেকীর কাজ করার ইচ্ছা (নিয়ত) করে কিন্তু এখনও তা করেনি তাহলে তার জন্যে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর যদি তা করে তাহলে কাজটি অনুপাতে তার জন্যে দশ গুন থেকে (আন্তরিকতা অনুপাতে) সাতশো গুন পর্যন্ত নেকী লিপিবদ্ধ কর। (বুখারী)

٧۔ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ ۔

৭। অর্থ ঃ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দোখানোর জন্যে সালাত আদায় করল সে শিরক করলো এবং যে লোক দেখানোর জন্যে রোযা রাখল সে শিরক করলো এবং যে লোক দেখানোর জন্যে দান-খয়রাত করল সেও শিরক করল। (মুসনাদে আহমাদ)

পবিত্রতা

পবিত্রতা সম্পর্কে আয়াত

ইসলাম পবিত্রতার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে। অন্য কোনো ধর্ম তা দেয়নি। একথা অমুসলিম পথিকৃৎগণও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। –ডা. রবার্ট স্মীথ বলেন, 'পবিত্রতার (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার) আমল আমরা ইসলাম থেকে শিখেছি।' আল্লাহ তা'আলা বলেন :

١۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا

مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

১। অর্থ ঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতে চাও, তখন তোমরা ধৌত করে নেবে নিজেদের মুখমণ্ডল এবং হাত কনুই পর্যন্ত আর মাসাহ করে নেবে নিজেদের মস্তক এবং ধৌত করে নেবে নিজেদের পা গ্রন্থি পর্যন্ত। কিন্তু যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে উত্তমরূপে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর, তারপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে– ঐ মাটি দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পাক-পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আল মায়েদা : ৬)

٢۔ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ لا وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

২। অর্থ ঃ তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে রক্তস্রাব সম্বন্ধে। আপনি বলুন : তা অশুচি। কাজেই রক্তস্রাব অবস্থায় তোমরা স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাকবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না। সুতরাং যখন তারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তোমরা তাদের কাছে সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালবাসেন। (সূরা আল বাক্বারা : ২২২)

٣۔ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ـ

৩। অর্থ ঃ সেখানে কিছু লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জনকে ভালবাসে আর আল্লাহ পবিত্রতা সম্পাদনকারীদের ভালবাসেন। (সূরা তাওবা : ১০৮)

١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রস্রাবই বেশীর ভাগ কবরের আযাবের কারণ হয়ে থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتُقْبَلُ الصَّلاَةَ بِغَيْرِ طَهُوْرٍ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : পবিত্রতা ব্যতীত কোনো নামাযই কবুল হয় না। (তিরমিযী)

٣ـ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اَمَّا اِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : এই কবরদ্বয়ে শায়িত লোক দু'টির উপর আযাব হচ্ছে। তেমন কোনো বড় গুনাহের কারণে এ আযাব হচ্ছে না। (বরং খুবই ছোট-খাটো গুনাহের দরুন আযাব হচ্ছে, অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন ছিল না) এদের একজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে প্রস্রাবের মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকার অথবা পবিত্র থাকার কোনো চেষ্টাই করত না। আর দ্বিতীয়জনের উপর আযাব হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে চোগলখোরি করত। (বুখারী, মুসলিম)

٤ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : وُقِّتَ لَنَا فِىْ قَصِّ الشَّارِبِ،

وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْاِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لاَّنَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ـ

৪। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, গোঁফ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং নাভীর নীচের লোম চেঁচে ফেলার জন্য আমাদেরকে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল, যেন আমরা তা করতে চল্লিশ দিনের অধিক দেরী না করি। (মুসলিম)

٥ـ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ، وَاَنْ يَّمَسَّ ذَكَرَهٗ بِيَمِيْنِهٖ وَاَنْ يَّسْتَطِيْبَ بِيَمِيْنِهٖ ـ

৫। অর্থ ঃ হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে, ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করতে এবং ডান হাতে শৌচ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

٦ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لاَيَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلَ مِنْهُ ـ

৬। অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে এবং পরে সেই পানিতে গোসল না করে। (মুসলিম)

٧ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ تُصِيْبُهٗ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ ـ

৭। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব নবী (সা)-এর কাছে বললেন যে, তিনি রাতের বেলা (স্ত্রী সংগমজনিত কারণে) নাপাক হয়ে যান। (এ অবস্থায় তিনি কি করবেন) রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি ওযু করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে তারপর ঘুমাবে। (মুসলিম)

٨ـ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهٖ عَلٰى شِمَالِهٖ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهٗ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهٗ لِلصَّلٰوةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهٗ فِى أُصُوْلِ الشَّعْرِ، حَتّٰى اِذَا رَأٰى اَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلٰى رَأْسِهٖ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهٖ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

৮। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) যখন জানাবাত বা পাক হওয়ার জন্য গোসল করতেন, তখন প্রথমে হাত দু'খানা ধুতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের ওপর পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুতেন। এরপর সালাতের ওযুর মতো ওযু করতেন এবং তারপরে হাতে পানি নিয়ে আঙ্গুলগুলো চুলের গোড়ায় প্রবেশ করিয়ে দিতেন। যখন দেখতেন যে, পরিষ্কার হয়ে গেছে তখন তিনবার তালু ভর্তি পানি নিয়ে মাথার ওপর ঢালতেন। পরে সারা শরীরে পানি ঢালতেন এবং সবশেষে পা দু'খানা ধুয়ে নিতেন। (মুসলিম)

মিসওয়াক

মিসওয়াক সম্পর্কে আয়াত

পবিত্রতা দুই ধরনের : (১) আত্মিক পবিত্রতা ও (২) বাহ্যিক পবিত্রতা। দুই ধরনেরই পবিত্রতা অর্জনের জন্য ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। মিসওয়াক বাহ্যিক পবিত্রতার মধ্যে পড়ে। বাহ্যিক পবিত্রতা হলো দেহ, পোশাক, স্থান, ময়লা-আবর্জনা, মল-মূত্র ইত্যাদি থেকে পবিত্রতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

١ـ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا

مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

১। অর্থ ঃ মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও আর মাথা মাসাহ্ কর এবং পা'গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে ফিরে আস, কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ্ কর, আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আল-মায়েদা : ৬)

এ আয়াতে মুখ ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। দাঁত মুখের অংশ– দাঁত পরিষ্কার না হলে দুর্গন্ধ হবে অন্য নামাযীরা কষ্ট পাবে। এছাড়া মিসওয়াকের দ্বারা অনেক রোগ (দাঁত ও মুখ-গহ্বরের) নিরাময় হয়ে যায়। বর্তমানে এসব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মিসওয়াক সম্পর্কে হাদীস

প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অযুতে মিসওয়াক করা সুন্নত। অন্য সময় মিসওয়াক মুস্তাহাব। মুখের পবিত্রতা রক্ষা এবং দাঁত ও পেটের পীড়া থেকে বাঁচার জন্য দাঁত ও জিহ্বা পরিষ্কার রাখা অপরিহার্য। মিসওয়াক করার উপর রাসূল (সা) অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিতা গাছের ডালের মিসওয়াকই উত্তম। মোটায় শাহাদাত আঙ্গুলের মত এবং লম্বায় এক বিঘত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পবিত্র লোমের বা নাইলনের ব্রাশ এবং পাক বস্তুর টুথপেস্ট বা পাউডার ব্যবহারেও কোনো দোষ নেই। মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ

عَلٰى أُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের উপরে মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার নিয়ত যদি আমার না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম এশার নামায বিলম্ব করে পড়ার এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযে মিসওয়াক করার। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىْ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ (رض) بِاَيِّ شَيْئٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত শুরাইহ বিন হানি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (সা) ঘরে ঢুকে প্রথম কোন্ কাজটি করতেন? হযরত আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রথম মিস্ওয়াক করতেন। (মুসলিম)

٣ـ عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখনই তাহাজ্জুদের জন্য রাত্রে জাগতেন, তখন প্রথমেই তিনি মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার করে নিতেন। (বুখারী, মুসলিম)

ওযু

ওযু : নামায যেমন জান্নাতের চাবি তেমনি নামাযের চাবি হলো ওযু (পবিত্রতা)। ওযু ছাড়া নামায বিশুদ্ধ হয় না। ওযুর পদ্ধতি হলো– (১) মুখমণ্ডল ধৌত করা, (২) উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা, (৩) মাথা মাসাহ করা (৪) এবং পা গিটসহ ধৌত করা।

ওযু সম্পর্কে আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

١ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى

الْكَعْبَيْنِ ط وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

১। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসাহ্ কর এবং পা'গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে ফিরে আস কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ্ কর, আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আল-মায়েদা : ০৬)

ওযূ সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির ওযূ ভঙ্গ হয়েছে, ওযূ না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَارِ الْوَضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যখন আমার উম্মতকে ডাকা হবে, তখন ওযুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও আলোকোদ্ভাসিত হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে, সে যেন তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নেয়। (বুখারী, মুসলিম)

٣ـ عَنْ عُثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু করে, তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে এমনকি তার নখের নীচ হতেও। (বুখারী, মুসলিম)

٤ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ، حَدَّثَنِىْ أَبِىْ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ اِمْرِيٍ مُّسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وَضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا، وَرُكُوْعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ، مَا لَمْ كَبِيْرَةً وَّذَالِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ـ

৪। অর্থ ঃ আমর ইবনু সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ একদিন আমি ওসমান (রা) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি ওযুর পানি চেয়ে নিলেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোন মুসলিমের ফরয নামাযের সময় উপস্থিত হয়, কোন মুসলমান যদি উত্তমরূপে ওযু করে এবং একান্ত বিনীতভাবে নামাযের রুকু সিজদাহ ইত্যাদি আদায় করে তাহলে সে কবীরা গুনায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার পূর্বেকার সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর এরূপ সারা বছরই হতে থাকে। (মুসলিম)

٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لَيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِىْ وَضُوْئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَيَدْرِىْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ -

৫। অর্থ ঃ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ ওযু করার সময় যেন নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়ে এবং ঢিলা ব্যবহার করার সময় যেন বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করে। আর ঘুম থেকে ওঠার সময় ওযুর পাত্রে (পানি) হাত প্রবেশ করার পূর্বে যেন হাত ধুয়ে নেয়; কেননা সে জানে না নিদ্রার সময় তার হাত কোথায় পড়েছিল। (বুখারী-১৫৮)

তায়াম্মুম

তায়াম্মুম সম্পর্কে আয়াত

ইসলামকে মহান আল্লাহ্ সহজ করেছেন। কঠিন করেননি। এটা সর্বদিক বিবেচনায় বলা সম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা এটা পবিত্র কুরআনেও বলেছেন–

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَيُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য বিধান সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না। (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

পানি হলো পবিত্রতার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। পানি পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। সে সময় মাটি দ্বারা/মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। এটাই তায়াম্মুম।

١- وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ -

১। অর্থ ঃ যদি তোমরা রোগগ্রস্ত কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা নারী স্পর্শ কর (স্ত্রী সহবাস কর) এবং

পানি না পাও তাহলে তোমরা পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। তা দ্বারা তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ্ করবে। (সূরা নিসা ঃ ৪৩)

তায়াম্মুম সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلاَئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَّجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় সমগ্র মানব জাতির উপরে আমাদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। নামাযে আমাদের সারি বেঁধে দাঁড়ানো ফেরেশতাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে। আর সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ তুল্য করা হয়েছে। আর যখন পানি না পাওয়া যাবে তখন মাটিই আমাদের জন্য পবিত্রতাকারী হবে। (মুসলিম)

٢ـ عَنْ اَبِىْ ذَرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بِشْرَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম– দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। অবশ্য পরে যদি কখনো পানি পাওয়া যায় তখনই যেন সেই পানি দিয়ে স্বীয় শরীর পবিত্র করে নেয়। কেননা এ ব্যবস্থাই সর্বোত্তম। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

٣ـ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهٗ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ إِنَّا كُنَّا فِىْ سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَاَجْنَبْنَا ، فَاَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ، فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّمَا

كَانَ يَكْفِيْكَ، هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ وَكَفَّيْهِ ـ

৩। অর্থ ঃ আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা ওমার ইবনু খাত্তাবকে বললেন, আপনার কি মনে আছে যে, আমি ও আপনি সফরে ছিলাম এবং উভয়েই জুনুবী (অপবিত্র) হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নামায আদায় করলেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি করলাম ও নামায আদায় করলাম। তারপর আমি নবী (সা)কে এ বিষয়ে জানালাম। তিনি বললেন, এটিই তো তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ বলে নবী (সা) তাঁর দু'হাতের তালু মাটিতে মারলেন এবং ফুঁ দিয়ে ঝাড়লেন। তারপর তার সাহায্যে নিজের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ্ করলেন। (বুখারী)

গোসল

গোসল সম্পর্কে আয়াত

ইসলামী শরীয়াহ বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য ওযু ও গোসল বাধ্যতামূলক করেছে। বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১ـ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ لا وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

১। অর্থ ঃ এবং তারা তোমাকে (স্ত্রীলোকদের) ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ ওটা হচ্ছে অশুচি। অতএব, ঋতুকালে স্ত্রীলোকদেরকে অন্তরাল কর এবং উত্তমরূপে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেও না; অনন্তর যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মত তোমরা তাদের নিকট গমন করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমা প্রার্থীগণকে ভালবাসেন এবং শুদ্ধাচারীগণকেও ভালবেসে থাকেন। (সূরা আল বাক্বারা : ২২২)

২ـ لَاتَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ط لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ.

২। অর্থ ঃ (হে মুহাম্মাদ!) তুমি কখনো ওতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবে না; অবশ্য যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্বওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবে; ওতে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তমরূপে পাক হওয়াকে পছন্দ করে, আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা তাওবা : ১০৮)

৩. يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসাহ্ কর এবং পা'গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে ফিরে আস, কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ্ কর, আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আল-মায়েদা : ৬)

গোসল সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَاِنْ لَّمْ يُنْزِلْ ـ

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ স্ত্রী লোকের চারটি শাখার মুখোমুখি বসে এবং প্রয়াস পায় (মহিলাদের যৌনাঙ্গের মধ্যে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করবে তখন সে অবস্থায় বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয হয়। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَغْتَسِلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ اَرْوٰى بَشْرَتَهُ اَفَاضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ اَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) যখন জানাবাতের (অপবিত্রতা দূর করণার্থে) গোসল করতেন, প্রথমে তিনি দুই হাত ধুতেন এবং নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। অতঃপর তিনি (নিম্নরূপে) গোসল করতেন। দুই হাতের দ্বারা চুলগুলো খেলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন মাথার চামড়া ভিজে গেছে, তখন তিনি মাথার উপরে তিনবার পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূল (সা) একই পাত্র হতে গোসল করতাম এবং দু'হাত দ্বারা পানি নিয়ে নিজ নিজ শরীরে ঢালতাম। (বুখারী, মুসলিম)

٣ـ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْغُسْلِ اِذَا احْتَلَمَتْ

قَالَ لَهُمْ اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَتَحْتَلِمَ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَا يَشْبَهُهَا وَلَدُهَا ـ

৩। অর্থ : উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা উম্মে সুলাইম আনসারী বলল, হে আল্লাহ রাসূল (সা)! আল্লাহ কখনও হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। (অতএব আমি লজ্জা ফেলে জিজ্ঞেস করছি) স্ত্রী লোকের স্বপ্ন দোষ হলে কি গোসল ফরয হবে? রাসূল (সা) বললেন হ্যাঁ, যখন সে (ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে বা শরীরে) বীর্য দেখবে। এ কথা শুনে হযরত উম্মে সালামা লজ্জায় মুখ আবৃত করে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! স্ত্রী লোকের কি স্বপ্ন দোষ হয়? রাসূল বললেন হ্যাঁ, তুমি কেমন কথা বলছ। তা না হলে সন্তান কি করে মায়ের মত হয়? (বুখারী, মুসলিম)

٤ـ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ فِىْ امْرَأَةٌ اَشَدُّ ضَفَرَ رَأْسِىْ اَفَانْقُضُهُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ لاَ اِنَّمَا يَكْفِيْهِ اَنْ تَحْثِىَ عَلٰى رَأْسِكِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِيْنَ ـ

৪। অর্থ : হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজুরকে (সা) প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। ফরয গোসলের জন্য আমি কি তা খুলে ফেলব? রাসূল বললেন না, তুমি তোমার মাথার উপরে তিন অঞ্জল পানি ঢালবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তুমি তোমার সারা শরীরে পানি ঢালবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। (মুসলিম)

٥ـ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَّكِلاَنَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِىْ فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُوْنِىْ وَاَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ اِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفُ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ ـ

৫। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম (সা) নাপাক অবস্থায় দু'জনই একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আর আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন, আমি শক্ত করে তহবন্ধ (লজ্জাস্থানের উপরে কাপড়) বেঁধে নিতাম এবং রাসূল (সা) আমার সঙ্গে (গায়ে লাগিয়ে) একত্রে শুইতেন। আর তিনি ই'তিকাফ অবস্থায়ও আমার দিকে মাথা বের করে দিতেন এবং আমি হায়েয অবস্থায়ই ধুয়ে দিতাম। (বুখারী, মুসলিম)

٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَاَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا مِنْ اِزَارِهَا ثُمَّ شَانَكَ بِاَعْلاَهَا -

৬। অর্থ ঃ হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার স্ত্রী যখন ঋতুবতী থাকে, তখন আমার তার সাথে কি ধরনের কাজ জায়েয হবে। রাসূল (সা) বললেন, সে যেন তার লজ্জাস্থানের উপর কাপড় বেঁধে নেয়। অতঃপর তোমার জন্য কাপড়ের উপরে (কামনা পূর্ণ করা) জায়েয আছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

٧- عَنْ نَافِعٍ (رض) اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَرْسَلَ اِلٰى عَائِشَةَ (رض) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْاَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَتْ لِتَشُدَّ اِزَارَهَا اِلٰى اَسْلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا اِنْ شَاءَ -

৭। অর্থ ঃ হযরত নাফে (রা) থেকে বর্ণিত। একদা উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমার (রা), হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট এ কথা জিজ্ঞেস করার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন যে, হায়েয অবস্থায় পুরুষ কি তার স্ত্রীর সাথে মুবাশারাত করতে পারে? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, সে যেন (স্ত্রী লোকটি) তার নীচের দিকে শক্ত করে কাপড় বেঁধে নেয়। অতঃপর পুরুষ লোকটি যেন তার সাথে মুবাশারাত (মিলন) করে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

নামাযের সময়সূচি

নামাযের সময়সূচি সম্পর্কে আয়াত

١- فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ج اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا -

১। অর্থ : তোমরা (সৈনিকগণ) নামায পূর্ণ করার পর (যুদ্ধক্ষেত্রে) দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করো। তোমরা নিরাপদ (যুদ্ধ সমাপ্ত) হলে পূর্ণ নামায আদায় করো। নিশ্চয়ই ওয়াক্তমতো নামায আদায় করা ঈমানদারগণের জন্য অবশ্য ফরয। (সূরা নিসা : ১০৩)

তাহাজ্জুদ নামায

তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে আয়াত

(تهجد) তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ রাত্রি জাগরণ। শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রি দ্বি-প্রহরের পর যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও সুখময় নিদ্রা ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যে নামায আদায় করা হয় তাকে তাহাজ্জুদের নামায বলে। মহানবী (সা) এ নামাযকে (নফল) অতিরিক্ত নামায বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরই বিনিময়ে মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা)-কে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন। তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

١- وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ. عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

১। অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি নিদ্রা থেকে উঠে রাত্রির কিছু অংশ বাকী থাকতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ুন। এটা কেবলমাত্র আপনারই জন্য অতিরিক্ত করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এরই বিনিময়ে আপনার প্রভু আপনাকে প্রশংসিত স্থান দান করবেন। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৯)

٢- يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا. نِصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا. اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا.

২। অর্থ ঃ হে চাদরাচ্ছাদিত মুহাম্মদ! রাত্রির অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে আমার উপাসনা করুন। (যদি তাতে সমর্থ না হন তবে) রাত্রির অর্ধাংশ অথবা কিছু বেশী বা কম সময় দাঁড়িয়ে নামাযে ধীরে ধীরে সুমিষ্ট সুরে কুরআন তিলাওয়াত করুন অর্থাৎ রাত্রির কিছু অংশ সময় দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠের সাথে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন। (সূরা মুযযাম্মিল : ১-৪)

তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ مُغِيْرَةَ (رض) قَالَ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهٗ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ـ

১। অর্থ ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) তাহাজ্জুদ নামাযে এত অধিক দাঁড়ালেন যে, তাঁর দু'পায়ের পাতা ফুলে গেল। তখন বলা হল, হে রাসূল! আপনি কেন এরূপ করেন? অথচ আল্লাহ্ তো আপনার অগ্রপশ্চাতের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূল (সা) জবাব দিলেন, আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاسْتَجِيْبُ لَهٗ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهٗ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তখন স্বয়ং আমাদের প্রভু পরওয়ারদিগার দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন, ওগো! কে আছ, যে (এ সময়) আমাকে ডাকবে! আমি তার ডাকে সাড়া দিব! ওগো! কে আছ, যে আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দিয়ে দিব। ওগো! কে আছ, যে এ সময় আমার কাছে গুনাহ থেকে ক্ষমা চাবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। (বুখারী, মুসলিম)

٣- عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَّيُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْئَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا مِّنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ -

৩। অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই রাতের ভেতর এমন একটি সময় আছে, যদি কোনো মুসলমান ঐ সময়টি পায়, আর তখন দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ থেকে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে তা দেন। আর এ সময়টা প্রতি রাতেই আসে। (মুসলিম)

٤- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ، قَالَتْ : سَبْعٌ وَّتِسْعٌ وَّاِحْدٰى عَشَرَةَ، سِوٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ -

৪। অর্থ ঃ মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (তার রাতের নামায ছিল) সাত, নয় এবং ফজরের দু'রাক'আত বাদে এগার রাক'আত। (বুখারী)

পর্দা

পর্দা সম্পর্কে আয়াত

١- قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ - ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ - وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ

نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۔ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১। অর্থ ঃ হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্যে উত্তম। যা তারা করে আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। আর হে নবী! মুমিন স্ত্রী লোকদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজসজ্জা না দেখায়। কেবল সেই সব স্থান ছাড়া যা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ করবে না কিন্তু কেবল ওই সব লোকের সামনে তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের ছেলে, স্বামীদের পুত্র, তাদের ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, বোনদের ছেলের, নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, সেইসব অধীনস্থ যৌন কামনা মুক্ত নিষ্কাম পুরুষ।

আর সেই সব বালক যারা স্ত্রী লোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয়নি। তারা নিজেদের পা যমীনের উপর মেরে চলাফেরা করবে না এইভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, আশা করা যায় কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা নূর : ৩০-৩১)

২۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

২। অর্থ ঃ যেসব বৃদ্ধা নারী, যারা পুনরায় বিবাহের আশা রাখে না, তারা যদি

তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র (দোপাট্টা) খুলে রাখে তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকায় তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন ও শুনেন। (সূরা নূর : ৬০)

٣. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ م بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ م بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ. وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

৩। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেনো তিন সময়ে (ঘরে প্রবেশের জন্য) তোমাদের কাছে অনুমতি নেয়, ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা (বিশ্রামের উদ্দেশ্যে) বস্ত্র খুলে রাখো এবং এশার সালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ (গোপনীয়তা) খোলার সময়। এ তিন সময় ছাড়া (অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে) তোমাদের ও তাদের জন্যে কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে তোমাদের কাছে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেনো তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় (উক্ত তিন সময় ঘরে ঢুকতে) অনুমতি নেয়। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (নূর : ৫৮-৫৯)

٤. يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا ـ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

৪। অর্থ ঃ হে নবীর স্ত্রীগণ, তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বল না। যাতে দুষ্ট মনের কোনো ব্যক্তি খারাপ আশা পোষণ করতে পারে এবং সোজা সোজা স্পষ্ট কথা বল। নিজেদের ঘরে থাক এবং আগের জাহেলী যুগের নারীদের মত সাজগোজ করে বেড়িও না। নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ এটাই চান যে, তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র রাখতে। (সূরা আহযাব : ৩২-৩৩)

٥ـ يٰبَنِىْۤ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ـ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

৫। অর্থ ঃ হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে ঢাকতে পারো। এটা তোমাদের জন্যে দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়, সর্বোত্তম পোশাক হলো তাকওয়ার পোশাক। তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, সম্ভবতঃ লোকেরা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে। (সূরা আ'রাফ : ২৬)

٦ـ يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ـ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ ـ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

৬। অর্থ ঃ হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এতে

তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আহযাব : ৫৯)

٧. يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ ط وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَمُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ز وَاللّٰهُ لاَيَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ط وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط وَمَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلآَ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا. اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا. لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلاَ اَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ اِخْوَانِهِنَّ وَلآَ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلاَاَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلاَنِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ج وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا.

৭। অর্থ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে নবীর ঘরে তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত প্রবেশ করবে না; তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং খাওয়া শেষ হলে নিজেরাই চলে যাবে, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। তোমাদের এ আচরণ অবশ্যই নবীকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা যখন তার পত্নীদের কাছ থেকে কোনো কিছু চাইবে, তখন পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র উপায়। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের

কারও পক্ষে কখনও বৈধ নয়। এটা আল্লাহ্ কাছে গুরুতর অপরাধ। যদি তোমরা কোনো বিষয় প্রকাশ কর কিংবা তা গোপন রাখ, তবে তো আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন। নবী পত্নীদের জন্য কোনো গুনাহ্ নেই তাদের নিজ নিজ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, স্বধর্মাবলম্বিনী নারী এবং স্বীয় অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের সামনে পর্দা পালন না করায়। হে নবী পত্নীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ করেন (সূরা আহ্যাব : ৫৩-৫৫)

৮- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ لا وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

৮। অর্থ ঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের ভগিনী, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনী কন্যা, দুধমাতা, দুধবোন, শাশুড়ি, তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরষজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের সাথে সহবাস করে থাক। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক তাহলে কোনো অপরাধ নেই এবং তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের ঔরষজাত পুত্রের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা। পূর্বে যা গত হয়েছে, তা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নিসা : ২৩)

পর্দা সম্পর্কে হাদীস

১- عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ مَنْ نَظَرَ اِلٰى مُحَاسِنِ اِمْرَاَةٍ اَجْنَبِيَةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صَبَّ فِىْ عَيْنَيْهِ لَانَّكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

১। অর্থ ঃ হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিন তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর)

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَمِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مُخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهٖ -

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ দৃষ্টি তো ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এ দৃষ্টি ত্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দান করব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে। (তিরমিযী)

٣- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَيْمُوْنَةَ اِذَا اَقْبَلَ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَايُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَعَمْيَا وَاِنْ اَنْتُمَا تُبْصِرَانِهٖ -

৩। অর্থ ঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি এবং হযরত মাইমুনা (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন। হঠাৎ সেখানে ইবনে উম্মে মাকতুম এসে প্রবেশ করলেন। হুযূর (সা) হযরত উম্মে সালামা ও মায়মুনা (রা)-কে বললেন ঃ তোমরা (আগন্তুক) লোকটি থেকে পর্দা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী (সা)! লোকটি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা দু'জনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

٤- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلٰى مُحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَعَرَهُ اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا.

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন কোনো মুসলমানের দৃষ্টি কোনো নারীর উপর পড়বে আর সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে, আল্লাহ তার ইবাদতে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি করে দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

৫। নবী করীম (সা)-এর শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) একবার মিহি পাতলা কাপড় পরে তার সামনে আসলেন। কাপড়ের ভেতর দিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নবী করীম (সা) বললেন ঃ সে আসমা! সাবালিকা হওয়ার পর এটা এবং ওটা ছাড়া শরীরের কোনো অংশ দেখানো নারীর পক্ষে জায়েয হয় না। এই বলে নবী করীম (সা) তার মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জির দিকে ইঙ্গিত করলেন। (ফাতহুল বারী)

৬। হযরত হাফ্সা বিন্তে আবদুর রহমান একদা সূক্ষ্ম দোপাট্টা পরে হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে হাজির হলেন ঃ তখন তিনি তা ছিড়ে ফেলে একটা মোটা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

৭। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর অভিশাপ ঐসব নারীদের উপর যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকে অর্থাৎ এত পাতলা পরে যে তার ভেতরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়।

৮। হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ নারীদের এমন আঁটসাঁট কাপড় পরতে দিও না যাতে শরীরের গঠন স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

৯। হযরত উকবা বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সাবধান! নিভৃতে নারীদের কাছে যেও না। জনৈক আনসার বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? নবী করীম (সা) বললেন ঃ সেতো মৃত্যু সমতুল্য অর্থাৎ মানুষ মৃত্যু দেখে যেমন ভয় পায় দেবর হলো সে ধরনের ভয়ের বস্তু।

১০। মহানবী (সা) বলেন ঃ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো নারীর কাছে যেও না, কারণ শয়তান তোমাদের যে কোনো একজনের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হবে। (তিরমিযী)

১১। নবী (সা) বললেন ঃ আজ থেকে কেউ যেনো স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো নারীর কাছে না যায় যতক্ষণ তার কাছে একজন অথবা দু'জন লোক না থাকে। (মুসলিম)

নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা

নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ـ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ.

১। অর্থ ঃ আর তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) কষ্ট দেয়ার জন্য আটকিয়ে রেখো না, এতে তোমাদের বাড়াবাড়ি করা হবে। যে এরূপ করবে সে নিজের ওপরই যুল্ম করবে। (সূরা আল-বাকারা : ২৩১)

٢ـ وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

২। অর্থ ঃ আর স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দাও। (সূরা নিসা : ৪)

٣ـ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ـ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً.

৩। অর্থ ঃ এই মুহাররাম স্ত্রী লোকদের ছাড়া অন্যসব নারীদের তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, যেন তোমরা নিজেদের ধন সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে হাসিল করার আকাঙ্ক্ষা কর। তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এবং অবাধ যৌন চর্চা প্রতিরোধের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং বিনিময়ে তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ আস্বাদন করছ তাদের মোহর তাদেরকে ফরয হিসেবে দাও। (সূরা নিসা : ২৪)

পুরুষরা মোহর দিবে এটা বিধান। নারী পক্ষ পুরুষকে যৌতুক দিবে এটা হারাম বা অবৈধ, যুলুমও বটে। কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা সম্পর্কে হাদীস

١ـ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً بِصَدَاقٍ يَنْوِىْ اَنْ لاَّ يُؤَدِّيَهٗ فَهُوَ زَانٍ وَمَنْ اَدَّانَ دَيْنًا يَنْوِىْ اَنْ لاَّ يَقْضِيَهٗ فَهُوَ سَارِقٌ.

১। অর্থ ঃ রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি মোহর ধার্য করে কোন মেয়েকে এই নিয়তে বিয়ে করে যে উক্ত মোহর দিবে না, সে ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ এই নিয়তে গ্রহণ করে যে তা শোধ করবে না, সে চোর।

٢ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে শর্তে তোমরা (স্ত্রীদের) লজ্জাস্থান হালাল কর তা অবশ্যই তোমাদেরকে পূরণ করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

যিনা-ব্যভিচার

যিনা-ব্যভিচার সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ. ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا، وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

১। অর্থ ঃ আর যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অতঃপর চারজন (পুরুষ) সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না আর ওরাই তো ফাসেক। (সূরা নূর : ৪)

٢ـ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

২। অর্থ ঃ লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে তার নিকটেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্যেই হউক আর গোপনেই হউক। (সূরা আনয়াম : ১৫১)

٣ـ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ـ وَّلاَ تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

৩। অর্থ ঃ ব্যভিচারিণী (নারী) ও ব্যভিচারী (পুরুষ) তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাঘাত করবে আর আল্লাহর বিধান পালনে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি অবশ্যই প্রত্যক্ষ করে। (সূরা নূর : ২)

٤۔ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً، وَّسَآءَ سَبِيْلاً.

৪। অর্থ ঃ আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং অসৎ পন্থা। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩২)

যিনা-ব্যভিচার সম্পর্কে হাদীস

١۔ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَوْلَهٗ، عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لاَّ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا.

১। অর্থ ঃ হযরত উবাদা উবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঘিরে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার হাতে বায়আত গ্রহণ কর এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো জিনিসকে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের নিজেদের সন্তানদেরকে (কন্যা সন্তান) হত্যা করবে না, কারো প্রতি জেনে-শুনে মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোনো ন্যায়সঙ্গত উত্তম কাজের ব্যাপারে আমার অবাধ্য হবে না। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ (এ সকল অঙ্গীকার) পূরণ করবে, তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটিতে লিপ্ত হবে, সে এর জন্য দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

٢۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ

وَالسِّحْرُ وَالْقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا مَالَ الْيَتِيْمَ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বিরত থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! সে সাতটি পাপ কি কি? তিনি বললেন, এগুলো হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং অচেতন পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী, মুসলিম)

৩। হযরত যায়িদ ইবনু খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যেসব অবিবাহিত লোক যিনা করেছে তিনি তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী)

৪। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে নবী (সা)-কে বলল যে, সে যিনা করেছে, একথা শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেও ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে এসে নিজের বিরুদ্ধে চারবার (যিনার) সাক্ষী দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, তোমাকে কি উন্মাদনায় পেয়েছে, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ, তিনি লোকটিকে ঈদের মাঠে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। যখন তার শরীরে পাথর পড়ল, অমনি পালাতে শুরু করল। 'হাররা' নামক স্থানে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। (বুখারী, হাদীস নং-৪৮৮৪)

সমকামিতা

সমকামিতা সম্পর্কে আয়াত

মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত অভিমত হলো, 'লাওয়াতাত' তথা সমকামিতা অবৈধ, হারাম ও জঘন্যতর কবীরা গুনাহ।

١ـ اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ـ

১। অর্থ ঃ সারাজাহানের সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কেবল পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর। অনন্তর তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের উপভোগের জন্য যে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন করছ। আসলে তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি (তোমরা বৈধ বস্তু ছেড়ে নিষিদ্ধ বস্তু বেছে নিয়েছ)। (সূরা শু'আরা : ১৬৫-১৬৬)

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে লূত (আ)-এর জাতির অস্বাভাবিক যৌন বিকৃতির বিবরণ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণনা করে সমকামিতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন।

٢۔ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ۔ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۔

২। অর্থ ঃ অবশেষে তখন আমার ধ্বংসাদেশ এসে পৌছল, তখন আমি তাদের বস্তিকে শূন্যে তুলে নিয়ে উপরের স্তরকে নিচস্তরে পাল্টিয়ে দিলাম তার উপরে আমার পক্ষ থেকে নামাঙ্কিত পাকা-কাঁকর পাথর অবিরাম ধারায় বর্ষণ করলাম। তাদের ঐ বস্তিটি মক্কার পাপাচারীদের নিকট থেকে বেশি দূরে নয় (এখনো যদি অনুরূপ অপকর্মের প্রবণতা দেখা দেয় তাহলে এর পরিণতিও লূত (আ)-এর জাতির মতো হতে পারে। (সূরা হূদ : ৮২-৮৩)

সমকামিতা সম্পর্কে হাদীস

রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি আশঙ্কা করি তা হচ্ছে লূত (আ)-এর জাতির জঘন্য কাজ। অতঃপর তিনি এই অপকর্মে লিপ্তদেরকে এই বলে তিনবার অভিশাপ দেন, কওমে লূতের অপকর্ম যে করবে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, হাকিম) রাসূলে কারীম (সা) আরো বলেছেন,

١۔ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهٖ ۔

১। অর্থ ঃ তোমরা যাদেরকে লূত জাতির আচরণে (পুং মৈথুনের সমকামিতায়) লিপ্ত পাও, তাদের কর্তাব্যক্তি ও কৃতব্যক্তি উভয়কে হত্যা করো। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

তাই আসুন, এ ধরনের জঘন্য অপকর্ম থেকে নিজেরা বেঁচে থাকি এবং বাঁচার পরিবেশ তৈরি করতে তৎপর হই।

বিবাহ

বিবাহ সম্পর্কে আয়াত

١. وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ، اَنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

১। অর্থ ঃ আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞানী। (সূরা নূর : ৩২)

٢. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ.

২। অর্থ ঃ আর যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সামর্থ্যবান করে দেন। (সূরা নূর : ৩৩)

٣. وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا ط

৩। অর্থ ঃ যদি তোমরা আশঙ্কা কর, ইয়াতীমের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে যেসব মহিলা তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য থেকে এক, দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তোমরা তাদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজনকেই বিয়ে কর অথবা ঐসব মহিলাদেরকে বিবি বানাও, যারা তোমাদের মালিকানায় এসেছে। অবিচার থেকে বাঁচার জন্য এটাই বেশি সহজ। (সূরা নিসা : ৩)

٤۔ وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ط وَسَآءَ سَبِيْلاً ۔

৪। অর্থ ঃ তোমাদের পিতৃগণ নারীকুলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর না, কিন্তু যা বিগত হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল, অরুচিকর এবং নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা নিসা : ২২)

٥۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلاَئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلاَبِكُمْ لا وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا لا

৫। অর্থ ঃ তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে– তোমাদের মাতৃগণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নির কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দুগ্ধ ভগিনীগণ, তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ, তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; এবং ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীগণ; এবং যা অতীত হয়ে গেছে– তদ্ব্যতীত দুই ভগিনীকে একত্রে বিয়ে করা; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা : ২৩)

٦۔ وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ج كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ج وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ط فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً

ط وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

৬। অর্থ ঃ এবং নারীদের মধ্যে সধবাগণ; কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী– আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদেরকে বিধিবদ্ধ করেছেন, এছাড়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে অন্যান্য নারীদের, তোমরা স্বীয় ধনের দ্বারা ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহ করার জন্য তাদের অনুসন্ধান কর, অনন্তর তাদের দ্বারা যে ফল ভোগ করবে, সে জন্য তাদেরকে তাদের নির্ধারিত দেয় প্রদান কর এবং কোন অপরাধ হবে না– যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (সূরা নিসা : ২৪)

বিবাহ সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে, তাদের উচিত বিবাহ করা। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জা স্থানের হেফাযত করে। আর যে বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে না তার উচিত কামভাব দমনের জন্যে রোযা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, মেয়েদেরকে সাধারণতঃ চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে,

বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে এবং তার দ্বীনদারী দেখে। তবে তোমরা দ্বীনদারী মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তোমাদের কল্যাণ হবে। (বুখারী, মুসলিম)

٣۔ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَايَدْعُوْا اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ۔

৩। অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি যখন কোন মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে যেন তাকে একবার দেখে নেয়। (আবু দাউদ)

٤۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَّخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ۔

৪। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটাই হলো সম্পদ অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদস্বরূপ, আর দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো, নেককার স্ত্রী। (মুসলিম)

٥۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُؤْمِنٌ أَخُوا الْمُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَّبْتَاعَ عَلٰى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلٰى خُطْبَةِ أَخِيْهِ حَتّٰى يَذَرَ ۔

৫। অর্থ ঃ আবদুর রহমান ইবনু শুমাশাহ থেকে বর্ণিত, তিনি উকবা ইবনে আমিরকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন : এক ঈমানদার আরেক ঈমানদারের ভাই। সুতরাং ভাইয়ের দামের ওপর দামদর করা অথবা তার বিয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব করা কোন ঈমানদারের জন্য হালাল নয়। (মুসলিম-৩৩২৮)

٦۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا ۔

৬। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "তোমাদের কাউকে যদি ওলীমার দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তা যেন অবশ্যই কবুল করে।" (বুখারী-৪৭৯২)

মোহর

মোহর সম্পর্কে আয়াত

١ـ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ.

১। অর্থ ঃ যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, কামনাবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। (সূরা মায়েদাহ : ৫)

٢ـ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً.

২। অর্থ ঃ আর স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দাও। (সূরা নিসা : ৪)

٣ـ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً.

৩। অর্থ ঃ তাদের মোহর তাদেরকে ফরয হিসেবে দাও। (সূরা নিসা : ২৪)

মোহর সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, চুক্তিসমূহের মধ্যে সেই চুক্তিই পূর্ণ করা সবচেয়ে বেশী জরুরী, যার ফলে তোমরা স্ত্রী লোকের আবরুর মালিক হও। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً بِصَدَاقٍ يَنْوِىْ اَنْ لَّا يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٍ وَمَنْ اَدَّانَ دَيْنًا يَنْوِىْ اَنْ لَّا يَقْضِيَهُ فَهُوَ سَارِقٌ ـ

২। অর্থ ঃ রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মোহর ধার্য করে কোনো মেয়েকে এই

নিয়তে বিয়ে করে যে উক্ত মোহর দিবে না সে ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ এই নিয়তে গ্রহণ করে যে তা শোধ করবে না সে চোর।

٣- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقِ اَيْسَرُهُ -

৩। অর্থ ঃ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, মোহরের মধ্যে সেই পরিমাণ মোহরই উত্তম, যা আদায় করা সহজ সাধ্য। (নায়লুল আওতার)

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আয়াত

١- وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا - اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ.

১। অর্থ ঃ অসংখ্য জীব রয়েছে যারা কোনো মওজুদ খাদ্যভাণ্ডার বয়ে বেড়ায় না অথচ আল্লাহই এদের রিয্‌ক দিয়ে থাকেন। তিনি তোমাদেরও রিয্‌কদাতা। (সূরা আনকাবূত : ৬০)

٢- اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

২। অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই রিয্‌কদাতা, মহা শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াহ : ৫৮)

٣- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ.

৩। অর্থ ঃ আসমান ও যমীনের যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তাঁর আয়ত্তাধীন তিনি যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। (সূরা শূরা : ১২)

٤- فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ.

৪। অর্থ ঃ সুতরাং আল্লাহর কাছে রিয্‌ক অনুসন্ধান করো, তারই বন্দেগী করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাক। (সূরা আনকাবূত : ১৭)

٥- وَلاَ تَقْتُلُوْٓا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا.

৫। অর্থ ঃ তোমরা অভাবের আশঙ্কায় সন্তানকে হত্যা করো না। আমি তাদের এবং তোমাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করে থাকি। তাদের হত্যা করা নিঃসন্দেহে মহা অপরাধ। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১)

٦ـ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ـ وَاِنْ مِّنْ شَيْئٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ، وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ.

৬। অর্থ ঃ আমি পৃথিবীতে তোমাদের জন্যেও রিয্‌কের সংস্থান করেছি এবং তাদের জন্যেও যাদের রিয্‌কদাতা তোমরা নও, এমন কোন বস্তু নেই যার ভাণ্ডার আমার নিকট নেই, যার থেকে আমি এক পরিকল্পিত হিসাব অনুসারে বিভিন্ন সময় রিয্‌ক নাযিল করে থাকি। (সূরা হিজর : ২০-২১)

٧ـ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ـ كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ.

৭। অর্থ ঃ পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই যার রিয্‌কের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেননি এবং তিনিই প্রত্যেকের ঠিকানা এবং শেষ বিদায়ের স্থান সম্পর্কে অবগত আছেন। এসবই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে। (সূরা হূদ : ৬)

٨ـ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ.

৮। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তুকে হিসাব মত সৃষ্টি করে থাকি।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّهٗ قَالَ اَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَنَا وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ هِىَ كَائِنَةٌ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের

হাতে কিছু সংখ্যক দাসী এল, আমরা আজল করলাম এবং এ সম্পর্কে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ কর? তোমরা কি এরূপ কর?? তোমরা কি এরূপ কর??? কিয়ামত পর্যন্ত যেসব শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে, তারা তো জন্মাবেই। (মুসলিম)

٢۔ عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیِّ (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ کُلِّ الْمَاءِ یَکُوْنُ الْوَلَدُ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ خَلَقَ شَیْءٍ لَمْ یَمْنَعْهُ شَیْءٌ ۔

২। অর্থ ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আজল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সবটুকু পানিতে সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টি করতে চান তখন কোনো কিছুই তা রোধ করতে পারে না অর্থাৎ আজল করার সময় স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বীর্যের সামান্য অংশও পতিত হলে সন্তানের জন্ম হবে। তবে কেন অনর্থক আজল করতে চাও? (মুসলিম)

যাদেরকে বিবাহ করা হারাম

যাদেরকে বিবাহ করা হারাম সে সম্পর্কে আয়াত

١۔ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهٰتُکُمْ وَبَنٰتُکُمْ وَاَخَوٰتُکُمْ وَعَمّٰتُکُمْ وَخٰلٰتُکُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُکُمُ الّٰتِیْۤ اَرْضَعْنَکُمْ وَاَخَوٰتُکُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِکُمْ وَرَبَآئِبُکُمُ الّٰتِیْ فِیْ حُجُوْرِکُمْ مِّنْ نِّسَآئِکُمُ الّٰتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۔ فَاِنْ لَّمْ تَکُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلاَئِلُ اَبْنَآئِکُمُ الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلاَبِکُمْ ۔ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَیْنَ الْاُخْتَیْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ۔ وَّالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلاَّ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ ۔ کِتٰبَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ ۔

১। অর্থ ঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে- (১) তোমাদের মাতা, (২) তোমাদের কন্যা, (৩) তোমাদের বোন, (৪) তোমাদের ফুফু, (৫) তোমাদের খালা, (৬) ভাতিজি, (৭) ভাগিনী, (৮) তোমাদের সে মাতা যারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছে অর্থাৎ দুধমাতা, (৯) তোমাদের দুধ বোন, (১০) তোমাদের স্ত্রীদের মাতা অর্থাৎ শাশুড়ি, (১১) তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা- যারা তোমাদের লালন পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। (১২) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং (১৩) দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো, কিন্তু যা অতীতে হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু এবং (১৪) নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়- এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। (সূরা নিসা : ২৩-২৪)

ইলম-জ্ঞান অর্জন

ইলম-জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে আয়াত

١- كِتَابٌ اَنْزَلْنَهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

১। এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন লোকেরা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বিবেকবানেরা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা সোয়াদ ঃ ২৯)

٢- وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

২। আর আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সেসব লোকের জন্য যারা আত্মসমর্পণ করেছে। (সূরা আন নাহ্‌ল ঃ ৮৯)

٣- فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

৩। কেন এরূপ করা হবে না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকে একটি দল বেরিয়ে আসবে, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অনুশীলন করে এবং সতর্ক করে স্বজাতিকে যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসে, যেন তারা বাঁচতে পারে। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১২২)

٤ـ كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

৪। যেমন আমি তোমাদের প্রতি তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। তিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাবেন, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করবেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন এমন সব বিষয় যা তোমরা জানতে না। (সূরা আল বাক্বারা-১৫১)

٥ـ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

৫। যখন কুরআন পঠিত হবে, তখন তোমরা নীরবে মনোযোগসহকারে শুনবে এবং চুপ থাকবে। আশা করা যায়, তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ২০৪)

٦ـ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

৬। তোমরা কল্যাণমূলক কাজ কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৭)

٧ـ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

৭। আমি কুরআন বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোনো চিন্তাশীল আছে কি? (সূরা আলক্বামার ঃ ১৭)

ـ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ
ـلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ
ـلّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ
ـنْ هَادٍ.

৮। আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ পঠিত। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এতে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। অতঃপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। (সূরা আয যুমার-২৩)

٩۔ وَاِذَا تُتْلٰی عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ.

৯। যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয়, তখন তাদের নিকট সত্য আগমন করার পর কাফেররা বলে, এ তো সুস্পষ্ট যাদু। (সূরা আল আহকাফ ঃ ৭)

١٠۔ هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

১০। তিনিই সেই সত্তা যিনি উম্মীদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে (আল্লাহর অপছন্দনীয় আচরণ থেকে) পবিত্র করেন; তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের শিক্ষণীয় বিষয় বুঝিয়ে দেন এবং (এ কিতাব অনুযায়ী জীবন যাপনের) হিকমত শিক্ষা দেন। (সূরা আল জুমু'আ ঃ ২)

ইলম-জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে হাদীস

١۔ عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِیْ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَی الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا.

১। হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ্ তা'আলা

তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীগণের জন্য নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন। (তিরমিযী)

٢۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ حَسَدَ الاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا۔

২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে 'হাসাদ' বা ঈর্ষা করা জায়েয ঃ (১) যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন। অতঃপর সে সম্পদ সত্য পথে বিলিয়ে দেবার তৌফিক তাকে দিয়েছেন। (২) যাকে আল্লাহ তা'আলা (দ্বীনের) হিকমত দ্বারা বিভূষিত করেছেন, অতঃপর সে ব্যক্তি এ হিকমত অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে এবং লোকদের তা শিক্ষাদান করে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

٣۔ عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ فَقِيْهٌ فِى الدِّيْنِ اِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنِ اسْتُغْنِىَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهُ.

৩। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দ্বীনের বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তি কতইনা উত্তম! তার মুখাপেক্ষী হলে সে উপকার করে। আর যখন তার আবশ্যকতা থাকে না তখন তিনি নিজেকে বিমুখ রাখেন। (রাযীন)

٤۔ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ ۔

৪। হযরত আউয়ুব বিন মূসা তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোনো পিতা তার সন্তানের উত্তম চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক ভালো কোনো জিনিসই দান করতে পারে না। (তিরমিযী, মিশকাত)

٥- خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ.

৫। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে এবং অপরকে তা শিখায়। (আল-হাদীস)

٦- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

৬। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন ফরয (অত্যাবশ্যক)। (ইবনে মাজাহ)

তাকওয়া

তাকওয়া সম্পর্কে আয়াত

١- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

১। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২)

٢- فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ - وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

২। অর্থ ঃ তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় কর। আর শোন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যে সকল লোক স্বীয় মনের সঙ্কীর্ণতা হতে রক্ষা পেয়ে গেল, শুধু তারাই সফলকাম। (সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৬)

٣- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ আর সফলকাম হবে ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানি হতে দূরে থাকে। (সূরা নূর ঃ ৫২)

٤- وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ - وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا - وَاتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

৪। অর্থ ঃ রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর। আর যা থেকে তোমাদের বিরত রাখেন তা হতে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা হাশর ঃ ৭)

٥- اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ.

৫। অর্থ ঃ যারা নিজেদের অদৃশ্য আল্লাহকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অতিবড় সুফল। (সূরা মুলক ঃ ১২)

٦- وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

৬। অর্থ ঃ যে সব কাজ পুণ্য ও খোদাভীতিমূলক তাতে একে অপরকে সাহায্য কর, আর যা গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজ তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা কর না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাঁর দণ্ড অত্যন্ত কঠিন। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ২)

٧- وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ.

৭। অর্থ ঃ তোমাদের উম্মত একই উম্মত আর আমি তোমাদের রব। অতএব আমাকেই ভয় কর। (সূরা আল মুমিনূন ঃ ৫২)

٨- قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ - وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى - وَلاَ تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً.

৮। অর্থ ঃ (হে রাসূল) বলে দাও দুনিয়ার জীবন খুবই নগণ্য। আর পরকাল একজন খোদাভীরু ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি একবিন্দু পরিমাণ যুল্‌ম করা হবে না। (সূরা আন নিসা ঃ ৭৭)

٩- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّ تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـئًا وَّلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلاَ يَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

৯। অর্থ ঃ তোমরা ভয় কর সে দিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি

বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কারও সুপারিশ কাজে লাগবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না। (সূরা আল বাকারা ঃ ১২৩)

١٠۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

১০। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

١١۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

১১। অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের সে সব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর। (সূরা হাশর ঃ ১৮)

١٢۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

১২। অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সঙ্গী হও। (সূরা আত তাওবা ঃ ১১৯)

١٣۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰۤؤُا ۔ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ.

১৩। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইল্‌ম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী। (সূরা আল ফাতির ঃ ২৮)

١٤۔ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১৪। অর্থ ঃ আল্লাহকে ভয় কর, সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৯)

١٥- يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْآ اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১৫। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং তাঁর পথে চরম চেষ্টা সাধন বা জিহাদ কর। সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৩৫)

١٦- يَآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً- وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ- اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

১৬। অর্থ ঃ হে মানব জাতি, তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি তোমাদেরকে একটি নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন হতে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট চেয়ে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারেও ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের ওপর প্রহরীরূপে আছেন। (সূরা আন নিসা ঃ ১)

١٧- يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১৭। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধরো এবং শক্তভাবে (কাফেরদের) মোকাবেলা কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যে কামিয়াব হতে পার। (সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০)

١٨- اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

১৮। অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে আছেন, যারা পরহেযগার এবং সৎকাজ করে। (সূরা নাহল ঃ ১২৮)

١٩ـ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

১৯। অর্থ ঃ হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল আহযাব ঃ ১)

٢٠ـ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ـ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ـ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ.

২০। অর্থ ঃ নিশ্চয় খোদাভীরুরা (পরকালে) নিরাপদ স্থানে থাকবে বাগ-বাগিচায় ও ঝর্নাসমূহে। তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমী বস্ত্র, একে অপরের দিকে মুখোমুখি হয়ে বসবে। (সূরা আদ দোখান ঃ ৫১-৫৪)

٢١ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

২১। অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৯৪)

তাকওয়া সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالاَ بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَا بِهٖ بَأْسٌ.

১। অর্থ ঃ আতিয়া আস-সাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গুনাহর কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ঐসব কাজও ত্যাগ করে, যেসব কাজে কোনো গুনাহ নেই। (তিরমিযী, মিশকাত)

٢ـ عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا.

২। অর্থ ঃ হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে আয়িশা! ক্ষুদ্র নগণ্য গুনাহ থেকেও দূরে থাকবে। কেননা, আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ইবনে মাজাহ)

٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرَءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুল্‌ম করবে না, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করে বলেন, তাকওয়া হলো এখানে। একথা তিনি তিনবার বলেন। কোনো মানুষের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা ও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান প্রত্যেক মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর উপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্য হারাম)। (মুসলিম)

٤- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رض) اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُؤُا ذُكِرَ اللّٰهُ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদের মধ্যকার উত্তম লোক সম্পর্কে বলব না? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সা)। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম মানুষ, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় (অন্তরের তাকওয়ার কারণে বাহ্যিক দিকেও তাকওয়ার প্রভাব ফুটে উঠে)। (ইবনে মাজাহ)

٥. عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

৫। অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা কামনা করি। (মুসলিম)

٥. عَنْ اَبِيْ طَرِيْفِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ رَاٰى اَتْقٰى لِلّٰهِ مِنْهَا فَلْيَاتِ التَّقْوٰى.

৬। অর্থ ঃ হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (কোনো কাজ না করা) শপথ করার পর অধিক তাকওয়ার কোনো কাজ দেখল, এমতাবস্থায় তাকে (শপথ পরিহার করে) সেটাই (বেশী তাকওয়ার কাজটি) করতে হবে। (মুসলিম)

٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

৭। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ দুই জোড়া চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (১) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করে এবং (২) যে চোখ রাত জেগে আল্লাহর পথে (ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে) পাহারারত থাকে।

ব্যক্তিগত কাজের রিপোর্ট

ব্যক্তিগত কাজের রিপোর্ট সম্পর্কে আয়াত

١. اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

১। অর্থ ঃ (আল্লাহ্ তা'আলা বিচারের দিন আমলনামা হাতে দিয়ে বলবেন) তুমি তোমার দস্তাবেজ পাঠ করো। আর তোমার হিসাব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৪)

٢. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ - مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

২। অর্থ ঃ যখন দুই ফেরেশতা ডান ও বাম ঘাড়ে বসে তার আমল (রিপোর্ট) সংগ্রহ করেন। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) রয়েছে। (সূরা কাফ ঃ ১৭-১৮)

ব্যক্তিগত কাজের রিপোর্ট সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ.

১। অর্থ ঃ হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে, সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর কাছে (ভালো কিছু) প্রত্যাশা করে সেই অক্ষম, অসহায়। (তিরমিযী)

এহ্‌তেসাব-গঠনমূলক সমালোচনা

এহ্‌তেসাব-গঠনমূলক সমালোচনা সম্পর্কে আয়াত

١. وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

১। অর্থ ঃ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা নাহ্‌ল : ৯৩)

٢. اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

২। অর্থ ঃ নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান : ১৯৯)

٣- اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ মানুষের হিসাব অতি নিকটে ঘনিয়ে আসছে অথচ তারা গাফলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে রয়েছে। (সূরা আম্বিয়া : ১)

٤- اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ - ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.

৪। অর্থ ঃ সন্দেহ নেই তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা আমারই কাজ। (সূরা গাশিয়া : ২৫-২৬)

٥- فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ.

৫। অর্থ ঃ যাদের প্রতি রাসূল পাঠান হয়েছিল আমি তাদের অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব এবং অবশ্যই নবী-রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা আরাফ : ৬)

এহতেসাব-গঠনমূলক সমালোচনা সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ لاَ يَخْذُلُهٗ وَلاَ يَكْذِبُهٗ وَلاَ يَظْلِمُهٗ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى اَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ -

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে অসহায় ও লাঞ্ছিত করে না। তার সাথে মিথ্যা বলে না এবং তার প্রতি যুলুম করে না। তোমরা প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের আয়না। তার কোনো ত্রুটি দেখলে সে যেনো তা দূর করে দেয়। (তিরমিযী)

٢- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ

وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ ـ

২। অর্থ ঃ রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। দেশের শাসক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে তার দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন পুরুষ তার সংসারের দায়িত্বশীল, এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী স্বামীর সংসারে সন্তানাদি দেখাশুনার জন্য দায়িত্বশীল তাকে তার ঐ দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। জেনে রেখো, তোমরা যার যার জায়গায় দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

তাওয়াক্কুল-ভরসা

তাওয়াক্কুল-ভরসা সম্পর্কে আয়াত

তাওয়াক্কুল : মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর ওপর ভরসা করা, তাকদীর বিশ্বাস করে তদবীর করবে। সর্বদা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। কেননা আল্লাহই আমাদের অভিভাবক।

١ـ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

১। অর্থ ঃ আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কর্মকর্তা। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৩)

٢ـ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ، اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ، قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

২। অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (সূরা তালাক : ৩)

٣ـ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ـ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ (হে রাসূল) বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। তাওয়াক্কুলকারীরা তাঁর উপর নির্ভর করে। (সূরা যুমার : ৩৮)

٤۔ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

৪। অর্থ ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ ফিরিয়েছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। (সূরা মুম্‌তাহিনা : ৪)

٥۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً.

৫। অর্থ ঃ আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আহযাব : ৩)

٦۔ اَنْتَ وَلِىٌّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

৬। অর্থ ঃ আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন। (সূরা ইউসুফ : ১০১)

٧۔ هُوَ مَوْلٰكُمْ، فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

৭। অর্থ ঃ তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কতই না উত্তম মালিক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা হজ্জ : ৭৮)

٨۔ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ.

৮। অর্থ ঃ আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয়ই বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে। (সূরা মুমিন : ৪৪)

٩۔ اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ، مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا، اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

৯। অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদিগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই। (সূরা হূদ : ৫৬)

١٠. وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَاِنْ يُّرِيْدُوْآ اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ط هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ.

১০। অর্থ ঃ (হে নবী!) তারা যদি সন্ধি করতে আগ্রহী হয় তাহলে আপনিও আগ্রহী হন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি শুনেন এবং জানেন। পক্ষান্তরে তারা যদি আপনাকে প্রতারণা করতে চায়, (সন্ধি ভঙ্গ করে,) তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই আপনাকে শক্তি যুগিয়েছেন– তাঁর নিজের সাহায্যে এবং মুসলমানের মাধ্যমে। (সূরা আনফাল : ৬১-৬২)

١١. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ. اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ط فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

১১। অর্থ ঃ হে নবী! আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে আছে তাদের সবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। হে নবী, আপনি মুমিনদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে যদি (আল্লাহ্‌র উপর আস্থাভাজন) বিশ জন দৃঢ়পদ ধৈর্যশীল ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শো জনের মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে (এরূপ) একশো লোক থাকে, তবে এক হাজার কাফেরের উপর

জয়ী হবে। তার কারণ হলো, ওরা জ্ঞানহীন। এখন আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের (ঈমানের) মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি (আল্লাহর উপর ভরসাকারী) দৃঢ় চিত্ত একশো লোক থাকে, তবে দু'শো লোকের উপর জয়ী হবে। আর যদি এক হাজার (অনুরূপ) লোক থাকে, তবে আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার লোকের উপর জয়ী হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা আনফাল : ৬৪-৬৬)

١٢۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

১২। অর্থ ঃ যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দিব, যার নীচ দিয়ে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের জন্যে যারা সবর করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। (সূরা আনকাবূত : ৫৮-৫৯)

١٣۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ.

১৩। অর্থ ঃ (হে নবী!) আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর। (সূরা আশ শুআরা : ২১৭)

١٤۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ.

১৪। অর্থ ঃ অতএব, (হে নবী!) আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন। (সূরা নামল : ৭৯)

তাওয়াক্কুল-ভরসা সম্পর্কে হাদীস

١۔ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْقِلُهَا وَاَتَوَكَّلُ اَوْ اُطْلِقُهَا وَاَتَوَكَّلُ قَالَ اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ۔

১। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর

রাসূল! আমি কি উট বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করব, না বন্ধনমুক্ত রেখে? তিনি বললেন, উট বেঁধে নাও, অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা কর। (তিরমিযী)

٢۔ عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا ۔

২। অর্থ ঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা যদি সত্যিকারভাবেই আল্লাহর উপর ভরসা কর, তবে তিনি পাখিদের মতই তোমাদের রিয্কের ব্যবস্থা করবেন। ভোর বেলা পাখিরা খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলা ভরা পেটে ফিরে আসে। (তিরমিযী)

٣۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ حِيْنَ اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۔

৩। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া' নি'মাল ওয়াকীল' (আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম পৃষ্ঠপোষক)। এ বাক্যটি মুহাম্মদ (সা) বলেন ঃ যখন লোকেরা (মুসলমানদের) বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকেরা (শত্রুবাহিনী) একতাবদ্ধ হয়েছে তাদের ভয় কর। (এ হুমকি) মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা বলে হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল। (বুখারী)

٤۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقْوَامٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ ۔

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন অনেক লোক দেখা যাবে, যাদের দিল পাখির দিলের মতো হবে। (তাদের দিল নরম এবং তারা আল্লাহর উপর ভরসা করবে।) (মুসলিম)

٥- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَعْنِىْ بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهٗ : هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ، وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ - زَادَ اَبُوْ دَاوُدَ : فَيَقُوْلُ يَعْنِى الشَّيْطَانُ لِشَيْطَانٍ اٰخَرَ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ؟

৫। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে, আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আর আল্লাহ ছাড়া কারও কাছ থেকে কোনো শক্তি পাওয়া যায় না। (এরূপ দোয়া করলে) তাকে বলা হয়, তোমাকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে, তোমাকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তোমার হেফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

ইমাম তিরমিযী বলেন– এটি হাসান হাদীস আবু দাউদ বাড়িয়ে বলেছেন– এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে– কিভাবে তুমি তার ক্ষতি করবে? অথচ তাদের হিদায়াত দেয়া হয়েছে, তার জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে এবং তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিকিৎসা

চিকিৎসা সম্পর্কে আয়াত

١- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ لا وَلاَ يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ خَسَارًا -

১। আর আমি এই কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা ঈমানদারগণের জন্য রোগ নিরাময়কারী ও অনুগ্রহস্বরূপ। কিন্তু তা স্বৈরাচারী যালেমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২)

চিকিৎসা সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَهُ لَهٗ شِفَاءً -

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি। (বুখারী)

٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَخِىْ يَشْتَكِىْ بَطْنُهٗ فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً، ثُمَّ اَتَى الثَّانِيَةَ، فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً، ثُمَّ اَتَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً، ثُمَّ اَتَاهُ، فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ، اَسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَبَرَأَ -

২। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ করেছে। নবী (সা) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে দ্বিতীয়বার আসল (এবং ঐ কথাই বলল) তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। লোকটি তৃতীয়বার আসলো (এবং সে কথাই বলল)। এবারও নবী (সা) বললেন, তাকে মধু পান করাও। এর পরে লোকটি আবার আসলো এবং বলল, (আপনি যা বলেছেন, সে অনুযায়ী আমি কাজ করেছি) তখন নবী (সা) বললেন আল্লাহর কালাম সত্য। কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়। (যাও) আবার তাকে মধু পান করাও। অতপর লোকটি (এবার গিয়ে) তাকে মধু পান করালো এবং সে ভালো হয়ে গেল। (বুখারী, মুসলিম)

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَخْبَرَ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامُ -

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, কালজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত আর সকল রোগের চিকিৎসা নিহিত। (বুখারী, মুসলিম)

٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهٗ وَاسْتَعَطَ -

৪। অর্থ ঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং শিঙ্গাদানকারীকে তার মজুরিও দিয়েছেন এবং নাকে ঔষধ দিয়েছেন। (বুখারী)

٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ -

৫। অর্থ ঃ হযরত সাঈদ ইবনু যায়িদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, ব্যাঙের ছাতা 'মান্না' থেকে হয়ে থাকে এবং এর রস চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ। (বুখারী)

٦- عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ -

৬। অর্থ ঃ হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, জাহান্নামের উত্তাপ থেকে জ্বরের উৎপত্তি। অতএব, তোমরা পানির সাহায্যে তা ঠাণ্ডা কর। (বুখারী, মুসলিম)

ওয়াদা

ওয়াদা সম্পর্কে আয়াত

١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.

১। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ কর। (সূরা আল মায়েদা ঃ ১)

٢- وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ

تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلاً - اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ.

২। অর্থ ঃ আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে যামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (সূরা নাহল ঃ ৯১)

٣- وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ - وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلاً.

৩। অর্থ ঃ অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা আল আহযাব ঃ ১৫)

ওয়াদা সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَاخَاصَمَ فَجَرَ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে চারটির কোন একটি পাওয়া যাবে বুঝতে হবে তার মধ্যে নিফাকের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়ে গেছে-যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সে বর্জন করে। সেগুলো হলো, (১) তার নিকট আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে, (২) কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৪) ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালি গালাজ করে। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুনাফিকের আলামত তিনটি (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে। (বুখারী, মুসলিম)

সবর-ধৈর্য

সবর-ধৈর্য সম্পর্কে আয়াত

١ـ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

১। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো। নিশ্চিয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৩)

٢ـ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

২। অর্থ ঃ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, মাল এবং জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে ঃ নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্যে এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৫-১৫৬)

٣ـ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلاً.

৩। অর্থ ঃ অতএব (হে মুহাম্মদ!) সবর করো, সবরে জামীল। (সূরা আল মায়ারিজ ঃ ৫)

٤- وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ.

৪। অর্থ ঃ তুমি কেবল তাই অনুসরণ করো, যা অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। আর সবর অবলম্বন করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন। (সূরা ইউনুস ঃ ১০৯)

٥- فَاصْبِرْ - اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ.

৫। অর্থ ঃ অতএব তুমি সবরের পথ ধরো। শুভ পরিণতি তো মুত্তাকীদের জন্যেই নির্দিষ্ট। (সূরা হুদ ঃ ৪৯)

٦- وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ.

৬। অর্থ ঃ সবর অবলম্বন করো। আল্লাহ মুহসিনদের (সৎকর্মশীলদের) কর্মফল বিনষ্ট করেন না। (সূরা হুদ ঃ ১১৫)

٧- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ -

৭। অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ, সবরের সাথে কাজ করতে থাকো। তোমার এ সবরের তাওফীক তো আল্লাহই দিয়েছেন। ওদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত চিন্তিত হয়ো না এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও কূট কৌশলের দরুন মন ভারাক্রান্ত করো না। (সূরা নাহল ঃ ১২৭)

٨- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ.

৮। অর্থ ঃ অতএব (হে নবী) সেভাবে সবর অবলম্বন করো, যেভাবে উচ্চ সংকল্প সম্পন্ন রাসূলগণ সবর করেছেন। আর এই লোকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। (আহক্বাফ ঃ ৩৫)

٩- وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا.

৯। অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ, তোমার পূর্বেও অসংখ্য রাসূলগণকে অমান্য করা হয়েছে। কিন্তু এই অস্বীকৃতি ও যাবতীয় জ্বালাতন নির্যাতনের মোকাবেলায় তারা সবর অবলম্বন করেছেন। অবশেষে তাদের প্রতি আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে (সুতরাং তুমিও সবর অবলম্বন করো)। (সূরা আন'আম ঃ ৩৪)

١٠. قَالَ يَاَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

১০। অর্থ ঃ (ইসমাঈল) বলল ঃ আপনাকে যা হুকুম করা হয়েছে, আপনি তা কার্যকর করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে সবর অবলম্বনকারী পাবেন। (সূরা আস সফ্ফাত ঃ ১০২)

١١. كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

১১। অর্থ ঃ এমন ঘটনার বহু নজীর রয়েছে যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে একটি ক্ষুদ্রতম দল একটি বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ সবিরদের (ধৈর্যশীলদের) সঙ্গে রয়েছেন। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৯)

١٢. اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ.

১২। অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন সাবির (ধৈর্যশীল) থাকে তবে দুইশতের উপর জয়ী হবে। (সূরা আনফাল ঃ ৬৫)

١٣. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ.

১৩। অর্থ ঃ অতএব তোমার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত সবর অবলম্বন কর এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মতো (অধৈর্য) হয়ো না। (সূরা আল কলম ঃ ৪৮)

সবর-ধৈর্য সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَّاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

১। অর্থ ঃ আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে

ব্যক্তি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি। (বুখারী, মুসলিম)

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِىْ بَعْضِ اَيَّمِهِ الَّتِيْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَ حَتّٰى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لاَتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ.

২। অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। যেদিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা) দুশমনদের মোকাবেলা করছিলেন, তার কোনো একদিন তিনি অপেক্ষা করেন। এমনকি সূর্য মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে ঝুলে পড়লো। তখন তিনি মুসলমানের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। হে লোকেরা! দুশমনদের সাথে সাক্ষাৎ কামনা করো না। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর যখন দুশমনের সম্মুখীন হয়ে যাও, তখন ধৈর্যের সাথে অটল-অবিচল হয়ে থাকো, জেনে রেখো, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে। (বুখারী)

٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّلاَ وَصَبٍ وَّلاَ هَمٍّ وَّلاَ حُزْنٍ وَّلاَ اَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ مِنْ خَطَايَاهُ.

৩। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোনো মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে, কোনো শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে আল্লাহ প্রতিদানে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। এমনকি যদি সামান্য একটি কাঁটাও পায়ে বিঁধে তাও তার গুনাহ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (বুখারী, মুসলিম)

٤ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهٖ وَوَلَدِهٖ وَمَالِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.

৪। অর্থ ঃ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুমিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে। কখনো সরাসরি তার উপর বিপদ আসে। কখনো তার সন্তান মারা যায়। আবার কখনো তার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়। আর সে এসকল মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার ফলে তার কাল্‌ব পরিষ্কার হতে থাকে এবং পাপ পংকিলতা হতে মুক্ত হতে থাকে। অবশেষে সে নিষ্পাপ আমলনামা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। (তিরমিযী)

٥ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَجَرَّعَ عَبْدٌ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

৫। অর্থ ঃ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ মানুষ যেসব বস্তুর ঢোক গ্রহণ করে তন্মধ্যে গোস্বার সেই ঢোকটি-ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম, যেটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে মানুষ গ্রহণ করে থাকে। (আহমাদ)

٦ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোককে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় সে বাহাদুর নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে বাহাদুর সেই ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে সামলাতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)

٧۔ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَوْصِنِیْ قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لاَتَغْضَبْ.

৭। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর কাছে নিবেদন করল যে, হুজুর! আপনি আমাকে উপদেশ দান করুন। হুজুর (সা) বললেন তুমি রাগ করবে না, লোকটি বার বার একই প্রশ্ন করছিল এবং হুজুর (সা) বার বার তাকে জবাব দিচ্ছিলেন যে, তুমি রাগ করবে না। (বুখারী)

গীবত-পরনিন্দা

গীবত-পরনিন্দা সম্পর্কে আয়াত

١۔ يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ. اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ. وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

১। অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা অনেক ধারণা পোষণ থেকে বিরত থেকো, কেননা কোনো কোনো ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর একে অন্যের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাইতো তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশী তাওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা হুজুরাত : ১২)

٢۔ لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ.

২। অর্থ ঃ আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ করা ভালবাসেন না, তবে কারো উপর যুলম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। (সূরা নিসা : ১৪৮)

٣۔ وَلاَتَقْفُ مَـالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً.

৩। অর্থ ঃ তুমি এমন কোনো বিষয়ের পেছনে পড় না যার জ্ঞান তোমার নেই। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় এ সবের প্রতিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬)

٤. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ.

৪। অর্থ ঃ যে পশ্চাতে খুব দুর্নাম রটনাকারী, যে চোগলখোরী করে বেড়ায়। (সূরা কালাম : ১১)

٥. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ.

৫। অর্থ ঃ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য দুর্ভোগ, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দা করে। (সূরা হুমাযা : ১)

গীবত-পরনিন্দা সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاالْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ .

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জবাব দিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। হুযূর (সা) বললেন, গীবত হলো, তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অসাক্ষাতে) এমনভাবে করবে যে, সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর হুযূর (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর নবী! আমি যা কিছু বলব, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রাসূল (সা) জবাব দিলেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হবে বুহতান। (মুসলিম)

٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ

الزِّنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِيْ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لاَيُغْفَرُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهٗ صَاحِبُهٗ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গীবত হলো ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত কি করে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক? হুযূর (সা) বললেন, কোনো ব্যক্তি যেনা করার পর যখন তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে আল্লাহ মাফ করবেন না। (বায়হাকী)

٣ـ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهٗ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهٗ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গীবতের কাফফারা হলো এই যে, তুমি যার গীবত করেছে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি দোয়া এভাবে করবে যে, হে আল্লাহ তুমি আমার এবং তার গোনাহ মাফ কর। (বায়হাকী)

٤ـ عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ـ

৪। অর্থ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

٥ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهٰى عَنِ الْغِيْبَةِ وَعَنِ الْاِسْتِمَاعِ الْغِيْبَةِ ـ

৫। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা)

চোগলখোরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলা ও গীবত শোনা থেকেও লোকদের নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ بَلٰى اَنَّهُ كَبِيْرٌ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَايَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهٖ -

৬। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর নবী (সা) দু'টি কবরের কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন, এই কবরদ্বয়ের লোক দু'টি আযাবে লিপ্ত আছে। তবে তাদের এ আযাব এমন কোনো কাজের জন্যে নয়, (যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্যে সম্ভব ছিল না) তবে অপরাধের বিবেচনায় তা খুব মারাত্মক। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন চোগলখোরী করে বেড়াত এবং অন্যজন পেশাব করে উত্তমরূপে পবিত্র হত না। (বুখারী)

গর্ব-অহংকার

গর্ব-অহংকার সম্পর্কে আয়াত

١- اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا.

১। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক আত্ম-গর্বিত ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না। (সূরা নিসা : ৩৬)

٢- اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ. فَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ. لَاجَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

২। অর্থ ঃ তোমাদের সত্যিকার উপাস্য হচ্ছে এক আল্লাহ, কিন্তু যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা অহংকারী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই লোকদের কখনো ভালবাসেন না যারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত। (সূরা নাহল : ২২-২৩)

٣۔ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا . فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

৩। অর্থ ঃ এখন যাও জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, সেখানেই তোমাদের চিরদিন অবস্থান করতে হবে, বস্তুতঃ তা হচ্ছে অহংকারীদের নিকৃষ্ট বাসস্থান। (সূরা নাহল : ২৯)

٤۔ لِّكَيْلاَ تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ. وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

৪। অর্থ ঃ যা তোমাদের হস্তচ্যুত হয় তাতে যেন তোমরা দুঃখিত না হও, আর যা তোমাদের দান করেছেন, তাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও। আল্লাহ কোনো অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না। (সূরা হাদীদ : ২৩)

٥۔ وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا. اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

৫। অর্থ ঃ আর যমীনের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে ভালবাসেন না। (সূরা লোকমান : ১৮)

٦۔ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ. اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ. وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ.

৬। অর্থ ঃ আমি অপরাধী লোকদের সাথে এরূপই করে থাকি। যখন তাদেরকে বলা হত, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ত এবং বলত ঃ আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (সূরা সফফাত : ৩৩-৩৬)

٧۔ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا . فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ.

৭। অর্থ ঃ আমি কত গ্রাম-গঞ্জ ও বস্তিই না ধ্বংস করে দিয়েছি, যার অধিবাসীরা স্বীয় জীবিকা ও সহায় নিয়ে গর্ব অহংকার করত। এগুলোই তাদের ঘর-বাড়ী, তাদের পরে সেখানে কম সংখ্যক লোক বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই চূড়ান্ত মালিক রয়েছি। (সূরা কাসাস : ৫৮)

٨- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ.

৮। অর্থ ঃ সেইসব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে আর পরনিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয়। (সূরা হুমাযা : ১)

٩- قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

৯। অর্থ ঃ (কিয়ামতের দিন অহংকারী কাফেরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে) এবং বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্যে। আর এটা অহংকারীদের জন্য কতই না নিকৃষ্ট জায়গা। (সূরা যুমার : ৭২)

١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ.

১০। অর্থ ঃ যারা অহংকারবশে আমার ইবাদাতের বিমুখ, ওরা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মুমিন : ৬০)

গর্ব-অহংকার সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ ثَوْبَهُ حَسَنًا وَنَعْلَهُ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ -

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা)

বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, হুযূর কেউ যদি তার লেবাস, পোশাক ও জুতা উত্তম হওয়া পছন্দ করে? (তাহলে সেটাও কি অহংকার) রাসূল (সা) জবাব দিলেন, অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হলো, আল্লাহর গোলামি হতে বেপরোয়া হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

٢- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُلْ مَاشِئْتَ وَالْبَسْ مَاشِئْتَ اِنْ اَخْطَاتَكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَمَخِيْلَةٌ -

২। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা তা পরিধান কর এ শর্তে যে, অহংকার ও অপব্যয় করবে না। (বুখারী)

٣- عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَالْجَعْظَرِيُّ -

৩। অর্থ ঃ হযরত হারেসা ইবনে ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (আবু দাউদ)

٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَاةُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقِيْهِ وَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِى النَّارِ قَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَيَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا -

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি মুমিনের পরনের কাপড় পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকে। যদি তার নীচে এবং টাকনুর উপরে থাকে তাহলেও কোনো দোষ নেই।

আর যদি টাখনুর নীচে চলে যায় তাহলে তা হবে জাহান্নামীর কাজ, এ কথা রাসূল (সা) তিন বার বললেন। যাতে সকলের কাছে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ সে ব্যক্তির দিকে কিয়ামতের দিন তাকাবেন না যে অহংকারপূর্বক মাটি স্পর্শকারী পোশাক পরিধান করে। (আবু দাউদ)

٥- عَنْ اِبْنِ عُـمَـرَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَـالَ مَنْ جَرَّ ثَـوْبَهُ خُـيَـلاَءَ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَّفْعَلُهُ خُيَلاَءَ -

৫। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র (যেমন লুঙ্গি, প্যান্ট বা পাজামা) মাটির উপর দিয়ে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। (রহমতের দৃষ্টি দিবেন না।) আবু বকর সিদ্দীক (রা) আরয করলেন ঃ আমার লুঙ্গি অসতর্ক অবস্থায় (পেট মোটা থাকার কারণে) ঢিলা হয়ে পায়ের গিরার নীচে চলে যায়, যদি না আমি ভালভাবে বেঁধে রাখি। এ ক্ষেত্রেও কি আমি আমার প্রতিপালকের রহমতের দৃষ্টি থেকে মাহরূম থাকবো? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যারা অহংকারবশতঃ এরূপ করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। (বুখারী)

٦- عَنْ عَـبْـدِ اللّٰـهِ (رض) عَنِ النَّبِـىِّ ﷺ قَـالَ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ -

৬। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

٧- عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَـا اَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَـوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ

فِيْ نَفْسِهِ صَغِيْرٌ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِيْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُمْ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ وَّخِنْزِيْرٍ ـ

৭। অর্থ ঃ হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ হে লোকেরা! নিরহংকারী হও। কারণ, আমি রাসূলে খোদা (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিরহংকারী হয়, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা উঁচু করে দেন। সে নিজেকে নিজে ছোট মনে করে; অথচ অন্য লোকদের দৃষ্টিতে সে মহান। যে ব্যক্তি অহংকার করে, সে লোকদের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট আর তার নিজের দৃষ্টিতে সে বিরাট কিছু। এমন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত লোকদের নিকট কুকুর ও শূকরের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হয়। (মিশকাত)

٨ـ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمَّا عَرَجَ بِيْ رَبِّيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَّهُمْ اَظْفَارُ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلاَءِ يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ اَعْرَاضِهِمْ ـ

৮। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন আমার প্রভু আমাকে মি'রাজে নিয়েছিলেন, তখন আমি এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিলো পিতলের নখের মত, যা দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষসমূহ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরীল আমীনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এরা সেই সব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইয্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। (আবু দাউদ)

٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّجُرُ إِزَارَهٗ مِنَ الْخُيَلاَءِ، خُسِفَ بِهٖ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৯। অর্থ ঃ ইবনু ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, এক ব্যক্তি দম্ভ ও অহংকারের সাথে তার পায়জামা যমিনের ওপর ঝুলিয়ে টেনে টেনে পথ চলছিল। এমন সময় সে যমীন ধ্বসে গেল এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে এভাবে যমীনে ধ্বসে (নীচের দিকে) যেতে থাকবে। (বুখারী, হাদীস-৩২২৭)

১০। হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে। (তবে ঈমান অনুযায়ী আমল না করলে প্রথমে তার অপরাধের জন্য জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।) আর এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার আছে। (মুসলিম)

যুল্‌ম-অত্যাচার

যুল্‌ম-অত্যাচার সম্পর্কে আয়াত

١- اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

১। অর্থ ঃ অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আশ-শূরা : ৪২)

٢- اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

২। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না।

٣- وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ.

৩। অর্থ ঃ যুল্‌মবাজরা তাদের যুল্‌মের পরিণতি অচিরেই জানতে পারবে। (সূরা আশ-শু'আরা : ২২৭)

٤- وَلَاتَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ. مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَايَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ

طَرْفُهُمْ. وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ. نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ.

৪। অর্থ ঃ যালেমদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহকে কখনো উদাসীন মনে কর না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শুধু একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে, তারা মাথা উঁচু করে ভীতবিহ্বল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের চোখ তাদের নিজেদের দিকে ফিরবে না এবং তাদের হৃদয়সমূহ দিশেহারা হয়ে যাবে। মানুষকে আযাব সমাগত হওয়ার দিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও। সেদিন যালেমরা বলবে, হে আমাদের প্রভু! অল্প কিছুদিন আমাদেরকে সময় দাও, তাহলে আমরা তোমার দাওয়াত কবুল করব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব। (সূরা ইবরাহীম : ৪২-৪৪)

যুল্‌ম-অত্যাচার সম্পর্কে হাদীস

١ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ لاَتَظْلِمُوْا اَلاَ لاَيَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ اِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ ـ

১। অর্থ ঃ নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, সাবধান! তোমরা যুলম করবে না। সাবধান! সন্তুষ্টি মনে ইজাযত (অনুমতি) দান ব্যতীত কারো মাল কারো জন্য হালাল হবে না। (বায়হাকী)

٢ـ عَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ (رض) سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اِنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلاَمِ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আওস ইবনে সুরাহবীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি যালিমকে যালিম বলে জানা সত্ত্বেও তাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবে। সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। (বায়হাকী)

٣- عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ.

৩। অর্থ ঃ হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে যুল্‌ম করে অপরের এক বিঘত জমি আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমি ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

٤- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ-

৪। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমার মুসলমান ভাই যালেম হোক, কিংবা মাযলুম হোক; তাকে তুমি সাহায্য করবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন; হে আল্লাহর নবী! মযলুমকে তো আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু যালেমকে আমি কি করে সাহায্য করব? হুজুর (সা) বললেন, তুমি তাকে যুল্‌ম থেকে বিরত রাখবে, এটাই হবে তোমার জন্য তাকে সাহায্য করা। (বুখারী, মুসলিম)

٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلَمَةٌ لِاَحَدٍ مِّنْ عِرْضِهٖ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَّ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَدِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهٗ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهٖ، وَإِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٍ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

৫। আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে

ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রম হানি কিংবা অন্য কোন বিষয়ের অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন আজই (দুনিয়াতে থাকতেই) তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন তার কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না। সে দিন তার কোন নেক আমল থাকলে তা যুল্মের দায় পরিমাণ কেটে নেয়া হবে। আর তার কোন নেক আমল না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে কিছু তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, হাদীস-২২৭০)

৬। ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) মুয়ায (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান এবং (যাবার বেলায়) তাঁকে বলেন, মযলুমের বদদু'আর ভয় কর। কেননা তার বদদু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (বুখারী, হাদীস-২২৬৯)

পরামর্শ

পরামর্শ সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ـ

১। অর্থ : এবং হে নবী! আপনি লোকদের (সাহাবীগণের) সাথে পরমার্শ করুন। অতঃপর আপনি যে সংকল্প করবেন, তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেই করে ফেলুন। আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাওয়াক্কুলকারী লোকদের পছন্দ করেন, ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

٢ـ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ـ

২। অর্থ : নিজেদের সামগ্রিক ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে। (সূরা আশ শূরা : ৩৮)

পরামর্শ সম্পর্কে হাদীস

١ـ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مُشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا الَّذِىْ بَايَعَهُ ـ

১। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের পরামর্শ ছাড়াই আমীর হিসেবে বাইআত নেয় তার বাইআত বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের বাইআত গ্রহণ করবে তাদের বাইআতও বৈধ হবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

٢۔ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَاخَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلاَ عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ ۔

২। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে এস্তেখারা করলো, সে কোনো কাজে ব্যর্থ হবে না, যে পরামর্শ করলো, সে লজ্জিত হবে না আর যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলো, সে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হবে না। (আল-মুজামুস সগীর)

٣۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحَاؤُكُمْ وَاَمَرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرُوْكُمْ شَرَارُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءُكُمْ وَاَمْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ۔

৩। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভাল মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরের ভাগ নিচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম। (তিরমিযী)

তাওবা

তাওবা সম্পর্কে আয়াত

١۔ فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔

১। অর্থ ঃ অতঃপর হযরত আদম (আ) তাঁর রবের কাছ থেকে কতগুলো (তাওবা করার) কথা শিখে নিলেন (এবং ক্ষমা চাইলেন।) অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (সূরা আল বাকারা ঃ ৩৭)

٢. اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰـئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ـ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا.

২। অর্থ ঃ কিন্তু যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং ভাল কাজ করবে আল্লাহ তাদের খারাপ কাজসমূহকে ভাল কাজ দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যারা তাওবা করে এবং নেক কাজ করে আল্লাহর প্রতি তাদের তাওবাই সত্যিকারের তাওবা। (সূরা আল ফুরকান ঃ ৭০-৭১)

٣. وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ط حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لاَّ مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ اِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

৩। অর্থ ঃ (তাবুকের যুদ্ধে যারা যায়নি তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলেন ঃ) অপর তিনজনকে যাদের পেছনে রাখা হয়েছিল (যাদের ব্যাপারে ফায়সালা স্থগিত রাখা হয়েছিল) যখন পৃথিবী এতো বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য ছোট হয়ে গেলো এবং সামাজিক বয়কট করার কারণে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়ের জায়গা নেই, অতঃপর তাদের তাওবার কারণে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করলেন যাতে তারা ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। (সূরা আত তাওবাহ ঃ ১১৮)

٤. وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

৪। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আস, যাতে করে তোমরা সফল হতে পার। (সূরা আন নূর ঃ ৩১)

٥. اَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ـ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

৫। অর্থ ঃ অতঃপর তারা কি আল্লাহ্‌র দিকে তাওবা করে ফিরে আসবে না এবং তাদের গুনাহসমূহের জন্যে ক্ষমা চাইবে না? অথচ আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৭৪)

٦- اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ـ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৬। অর্থ ঃ (তাওবাকারীর বৈশিষ্ট্য) আল্লাহ্‌র দিকে বার বার প্রত্যাবর্তনকারী তাঁর বন্দেগী পালনকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে ভ্রমণকারী, তাঁর সম্মুখে রুকু ও সিজদায় বিনীত, ভাল কাজের আদেশ দানকারী, খারাপ কাজে বাধা দানকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী এবং হে নবী এই মুমিন লোকদের সুসংবাদ জানিয়ে দিন। (সূরা আত তাওবা ঃ ১১২)

٧- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ـ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ.

৭। অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা খালেস তাওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আস, আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাদের ছোট খাট ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করে দেবেন এবং সেই জান্নাতে স্থান দেবেন। যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণা ধারা প্রবাহিত। (সূরা আত তাহরীম ঃ ৮)

٨- اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ـ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

৮। অর্থ ঃ আল্লাহর কাছে তাদের তাওবাই সত্যিকারের তাওবা যারা অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ কাজ করার সাথে সাথেই তাওবা করে। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী ও হিকমতওয়ালা। (সূরা আন নিসা ঃ ১৭)

٩۔ اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

৯। অর্থ ঃ কিন্তু যারা তাওবা করে ও নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে এবং যা গোপন করছিল তা প্রকাশ করে তাদেরকে আমি মাফ করে দিব, প্রকৃতপক্ষে আমি তাওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৬০)

তাওবা সম্পর্কে হাদীস

١۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহর শপথ! আমি একদিনে সত্তর বারেরও অধিক তাওবা করি এবং আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাই। (বুখারী)

٢۔ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ اَضَلَّهٗ فِيْ اَرْضٍ فَلَاةٍ.

২। অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বান্দা গুনাহ করার পর ক্ষমা ভিক্ষার জন্যে যখন আল্লাহর দিকে ফিরে যায় তখন আল্লাহ সে ব্যক্তির তাওবার দরুন ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উট কোন ময়দানে হারিয়ে যাবার পর হঠাৎ তা পেয়ে যায় (এ ব্যক্তি উট প্রাপ্তির পর কত যে খুশী হবে তা অনুমান করা সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ খুশী হবেন। বরং আল্লাহর খুশী বান্দার খুশির মোকাবেলায় আরো অধিক হয়ে থাকে। কেননা তিনি হলেন দয়া ও করুণার মূল উৎস)। (বুখারী, মুসলিম)

٣۔ عَنْ عَشْرَارِ بْنِ يَسَارِ الْعَمَذَنِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّيْ اَتُوْبُ الْيَوْمَ مِائَةَ مَرَّةٍ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আসরার ইবনে ইয়াসার আল'আমাজানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আমি প্রতিদিন একশত বার তাওবা করে থাকি। (মুসলিম)

٤ـ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযী)

٥ـ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ الْاَشْعَرِيْ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ يَتُوْبُ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ يَتُوْبُ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

৫। অর্থ ঃ হযরত আবু মুসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আল আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা দিনের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য রাতে এবং রাতের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য দিনে ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন। (মুসলিম)

٦ـ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ يَا عِبَادِيْ اِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَلٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهٗ فَاسْتَهْدُوْنِيْ اَهْدِكُمْ يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهٗ

فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمُكُمْ يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهٗ فَاسْتَكْسُوْنِيْ اَكْسُكُمْ يَا عِبَادِيْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ اَغْفِرْلَكُمْ.

৬। অর্থ ঃ আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের লক্ষ্য করে বলেন, আমি যুলুমকে আমার উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও যুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের যাকে আমি হেদায়াত প্রদান করেছি সে ছাড়া তোমাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। অতএব, তোমরা আমার নিকট হেদায়াত প্রাপ্তির জন্যে দু'আ করো। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করেছি, সে ছাড়া তোমাদের সকলেই ক্ষুধার্ত। অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য প্রার্থনা কর আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্য হতে যাকে আমি বস্ত্র পরিধান করিয়েছি সে ছাড়া আর সকলেই উলঙ্গ। অতএব তোমরা আমার নিকট বস্ত্র পরিধানের জন্য দু'আ করো, আমি তোমাদেরকে পরিধান করাবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতে ও দিনে গুনাহ্ করে থাকো এবং আমি সকল গুনাহ ক্ষমা করতে পারি। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। (মুসলিম)

হালাল রিযক

হালাল রিযক সম্পর্কে আয়াত

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য হালাল রুযির সন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুলের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত সম্পদ বা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোনো ইবাদতই কবুল হবে না। হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন–

١. يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا ـ وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ـ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

১। অর্থ ঃ হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ কর। আর

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৮)

٢- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

২। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই ইবাদত কর। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৭২)

٣- اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ.

৩। অর্থ ঃ আজ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো। (সূরা আল মায়েদা ঃ ৫)

হালাল রিয্ক সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَّيُبَالِيْ اَلْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানব জাতির কাছে এমন একটি যামানা আসবে, যখন মানুষ রুযি রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোনো পরওয়া করবে না। (বুখারী)

٢- عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهِ.

২। অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে গোশত হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি গোশতপিণ্ড জাহান্নামের-ই যোগ্য। (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরযের পরে ফরয। (বায়হাকী)

٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ وَاَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰي يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র এবং কেবলমাত্র পবিত্র বস্তুই তিনি গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি দিয়েছেন পয়গম্বরদেরকে। আল্লাহ বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।" (অনুরূপভাবে) তিনি মুমিনদেরকে বলেছেন, "হে ঈমানদারেরা! আমার দেয়া পবিত্র খাদ্য হতে আহার গ্রহণ কর।" অতঃপর হুযূর (সা) এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ তুললেন, যিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধুলি-মলিন অবস্থায় (কোনো পবিত্র স্থানে হাযির হয়ে) দু'হাত আকাশের দিকে তুলে (দু'আ করে আর) বলে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও লেবাস সবকিছু হারামের, এমনকি সে এ পর্যন্ত হারাম খাদ্য দিয়েই জীবন ধারণ করেছে। সুতরাং তার দু'আ কি করে কবুল হবে! (মুসলিম)

হত্যা

হত্যা সম্পর্কে আয়াত

١. وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

১। অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন, অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভয়ঙ্কর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা নিসা : ৯৩)

٢. مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا، بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.

২। অর্থ ঃ এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। (সূরা মায়িদা : ৩২)

হত্যা সম্পর্কে হাদীস

১। বানী যুহরা গোত্রের মিত্র এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবা মিকদাদ ইবনে আমর কিন্দি থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ! আমার যদি কোনো কাফিরের সাথে মোকাবেলা ও লড়াই হয় আর সে তরবারির আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আত্মরক্ষার জন্য কোনো গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন এ কথা বলার পরেও কি তাকে হত্যা করব? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না তাকে হত্যা করবে না, মিকদাদ ইবনে আমর কিন্দি বললেন, সে তো আমার একখানা হাত কেটে ফেলার পর এ কথা বলছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আবার বললেন, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করলে, হত্যা করার

পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল, সে সেই মর্যাদা লাভ করবে। আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার আগে তার যে মর্যাদা ছিল তুমি সেই মর্যাদা লাভ করবে। (বুখারী, হাদীস নং-৩৭২০)

২। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হত্যাকারীর ফরয-নফল কোনো ইবাদতই আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয় না। (তিরমিযী)

৩। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে হত্যার বিচার করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

৪। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে মুসলমান সাক্ষ্য প্রদান করে যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল" তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। (১) হত্যার বদলে হত্যা, (২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করার জন্য হত্যা এবং (৩) ধর্ম ত্যাগ করার জন্য হত্যা। (মিশকাত)

৫। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্রের দ্বারা আপন ভাইয়ের প্রতি (কোনো মুসলমানের প্রতি) ইশারা করে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ তার প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। (মুসলিম)

৬। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ একজন মুসলমান হত্যা করা অপেক্ষা আল্লাহ্ পাকের দরবারে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস করা সমধিক সহজ। (তিরমিযী)

৭। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে সাতটি জিনিস মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে, তার মধ্যে দু'টি হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ও কাউকে হত্যা করা। (মুসলিম)

সুদ-ঘুষ

সুদ-ঘুষ সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ. وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

১। অর্থ ঃ মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় যা কিছু তোমরা সুদে দিয়ে থাক; আল্লাহর কাছে তা বর্ধিত হয় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা যাকাত দিয়ে থাকে অতএব, তারাই দ্বিগুন লাভ করে। (সূরা রূম ঃ ৩৯)

٢۔ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۔ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ.

২। অর্থ ঃ আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর তিনি কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৬)

٣۔ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

৩। অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যই বিশ্বাসী হয়ে থাক। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৮)

٤۔ وَلَا تَاْكُلُوْآ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

৪। অর্থ ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং মানুষের ধনসম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিও না। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৮)

٥۔ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْآ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا.

৫। অর্থ ঃ যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করেই পাগল করে দেয়। এটা এই জন্য যে তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদেরই মত। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫)

٦۔ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۔ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَاسَلَفَ ۔ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ.

৬। অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে অতঃপর যে বিরত হয়েছে তার অতীতের কার্যকলাপ তো পেছনেই পড়ে গেছে এবং তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ার। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫)

সুদ-ঘুষ সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষদানকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিসম্পাত (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ.

২। অর্থ ঃ আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি যে সমাজে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তারা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ লেন-দেন ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না। (মুসনাদে আহমাদ)

٣ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ.

৩। অর্থ ঃ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী (সা) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদ চুক্তি লেখককে অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)

٤ـ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (ض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَحَدٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَهٗ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا.

৪। অর্থ ঃ আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোনো সুপারিশ করলো আর এজন্য সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি

তাকে কোনো হাদিয়া দিল এবং সে তা গ্রহণ করল, তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। (আবু দাউদ)

٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَنْظَةَ (رض) قَالَ دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً.

৫। অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ হানতাহ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের একটি টাকা খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশ বার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন। (মুসনাদ আহমাদ)

٦ـ اَلرِّبَا ثَلاَثٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا وَاَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ وَاَنَّ يُوْبِى الرِّبَا عَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

৬। অর্থ ঃ সুদের তিয়াত্তরটি দরজা। তন্মধ্যে সহজতর দরজার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যে কোনো ব্যক্তি তার মাকে বিয়ে করল। আর সর্বোচ্চ সুদের কাজটি হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির সম্মান ও ধন মাল হরণ।

٧ـ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهٗ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبْهُ لاَيَقْبَلُهَا اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ جَرَى بَيْنَهٗ وَبَيْنَ ذٰلِكَ.

৭। অর্থ ঃ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কাউকে ঋণ দেয় আর গ্রহীতা যদি তাকে কোনো তোহফা দেয় কিংবা তার যানবাহনে আরোহণ করতে বলে, তখন সে যেন তার তোহফা কবুল না করে এবং তার যানবাহনেও আরোহণ না করে। অবশ্য পূর্ব থেকেই যদি উভয়ের মধ্যে এরূপ লেন-দেনের ধারা চলে আসে তবে তা ভিন্ন কথা। (ইবনে মাজাহ)

কৃপণতা

কৃপণতা সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا

لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

১। অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে, তারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। (আলে ইমরান : ১৮০)

٢ـ هٰٓاَنْتُمْ هٰـؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ. وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ.

২। অর্থ ঃ শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ তো ঐশ্বর্যের মালিক, তোমরাই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী। (সূরা মুহাম্মদ : ৩৮)

٣ـ اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ.

৩। অর্থ ঃ যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (সূরা হাদীদ : ২৪)

কৃপণতা সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا، وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, প্রতিদিন

প্রত্যুষে যখন (আল্লাহর) বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে, তখন দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত কর এবং অপরজন বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর। (বুখারী, হা: ১৩৪৯; মুসলিম, হা: ২২০৬)

٢- عَنْ اَسْمَاءَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنْفِقِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصِى اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوْعِىْ فَيُوْعِى اللّٰهُ عَلَيْكِ -

২। অর্থ ঃ হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, (হে আসমা) খরচ কর, আর গুনে গুনে রেখ না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দান করবেন। আবার বাক্সে বা সিন্দুকে আটকিয়ে রেখ না। তাহলে আল্লাহ (তোমাকে দেয়ার ব্যাপারে) আটকিয়ে রাখবেন। (বুখারী হা: ২৪০৩)

৩। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কৃপণ ব্যক্তি জান্নাত হতে দূরে, আল্লাহ হতে দূরে, সকল মানুষ হতে দূরে কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী। (তিরমিযী)

৪। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কৃপণতা ও মিথ্যাচার, এ দু'টি মন্দ স্বভাব কখনও কোনো মুমিনের চরিত্রে একত্রিত হয় না। (মিশকাত)

৫। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যারা শুধু অর্থ সঞ্চয় করে এবং সৎ পথে ব্যয় করে না তারা নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

৬। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে দান গ্রহীতাকে খোটা দেয়। (মিশকাত)

৭। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন বৃদ্ধ ব্যভিচারী, কৃপণ ও অহংকারী। (মিশকাত)

অপচয় ও অপব্যয়

অপচয় ও অপব্যয় সম্পর্কে আয়াত

١- يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا ، اِنَّهٗ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

১। অর্থ ঃ হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান

করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ : ৩১)

٢- وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ، وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا.

২। অর্থ ঃ আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬-২৭)

অপচয় ও অপব্যয় সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِاِمْرَأَتِهٖ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطٰنِ -

১। অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কারো ঘরে একটি বিছানা তার জন্যে। অপরটি তার স্ত্রীর জন্যে, তৃতীয়টি মেহমানের জন্যে এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্যে। (মুসলিম)

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ فَهُوَ يَتَوَضَّأَ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرْفُ يَاسَعْدُ قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ -

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সা) সা'দ (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন ওযু করছিলেন। রাসূল (সা) বললেন, হে সা'দ! এই অপচয় কেন? সা'দ (রা) বললেন, ওযুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি প্রবাহমান নদীর তীরেই থাক না কেন। (আহমাদ)

٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِىْ اِنَاءِ ذَهَبٍ

اَوْ فِضَّةٍ اَوْ اِنَاءٍ فِيْهِ شَيْئٌ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ -

৩। অর্থ ঃ হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে বা সোনা-রূপা মিশ্রিত পাত্রে পান করে সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢালে। (দারে কুতনী)

٤- عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِيْ كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلٰثًا، قِيْلَ وَقَالَ، وَاِضَاعَةُ الْمَالِ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ.

৪। অর্থ ঃ মুগীরা ইবনু শু'বার লেখক (কেরানী) বলেন, একদা মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা ইবনু শু'বাকে লিখলেন, আমাকে এমন কিছু (কথা) লিখে পাঠাও যা তুমি নবী (সা) থেকে শুনেছ। তিনি (মুগীরা) তাকে লিখলেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা, (২) সম্পদ ধ্বংস করা, (৩) বেশী বেশী যাচ্ঞা করা। (বুখারী, হাদীস-১৩৮২)

অসিয়ত

অসিয়ত সম্পর্কে আয়াত

١- كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَآ اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ، اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ،

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ، اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

১। অর্থ ঃ তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য অসিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। যদি কেউ অসিয়ত শোনার পর তাতে কোনো রকম পরিবর্তন সাধন করে তবে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে আশঙ্কা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোনো অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (সূরা বাক্বারা : ১৮০-১৮২)

٢۔ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ، تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلاَنَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ.

২। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে, তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোনো উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোনো আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গুনাহগার হব। (সূরা মায়েদা : ১০৬)

অসিয়ত সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَّاتَ عَلٰى وَصِيَّةٍ مَّاتَ عَلٰى سَبِيْلٍ وَّسُنَّةٍ وَّمَاتَ عَلٰى تُقًى وَّشَهَادَةٍ وَّمَاتَ مَغْفُوْرًا لَّهٗ.

১। অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি (আল্লাহর রাস্তায় তার সম্পত্তি হতে কিছু অংশের) অসিয়ত করে মারা গেল, সে সিরাতুল মুস্তাকিম ও সুন্নাত তরীকার উপর মারা গেল, পরহেযগারী ও শাহাদতের উপর মারা গেল। সে এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে। (ইবনে মাজা)

٢ـ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهٖ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারেছকে তার মীরাস হতে বঞ্চিত করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাকে বেহেশতের মীরাস হতে বঞ্চিত করবেন। (ইবনে মাজা)

٣ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَّاتَ عَلَيْهِ دِيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَخَاءً فَعَلَىَّ قَضَاؤُهٗ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهٖ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমি মুমিনদের কাছে তাদের জান হতেও প্রিয়। সুতরাং কোনো মুমিন ব্যক্তি যদি দেনা রেখে মৃত্যুবরণ করে, আর তা পরিশোধ করার মত কোনো সম্পদ না রেখে যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব হবে আমার। কিন্তু সে যদি কোনো সম্পদ রেখে যায় তার মালিক হবে তার উত্তরাধিকার। (বুখারী, মুসলিম)

উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার সম্পর্কে আয়াত

١ـ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ

كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ج فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۔

১। অর্থ : আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি কন্যার সংখ্যা দুই বা ততোধিক হয় (এবং পুত্র সন্তান না থাকলে) তারা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে এবং একজন হলে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের সন্তান বিদ্যমান থাকলে মাতা-পিতার প্রত্যেকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। যদি তার সন্তান না থাকে এবং মাতা-পিতা তার ওয়ারিস হয় তবে মাতা পাবে এক-তৃতীয়ংশ। মৃতের ভাই-বোন থাকলে মাতা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এসবই সে যে অসিয়ত করেছে তা এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতাগণ ও সন্তানগণের মধ্যে তোমাদের উপকারের দিক থেকে কে অগ্রগণ্য তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফরয। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّورَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ ج فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَاۤرٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ـ

২। অর্থ : তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে যায় এবং তারা নিঃসন্তান হলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক এবং তাদের সন্তান থাকলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তোমাদের– তাদের কৃত অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা নিঃসন্তান হলে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশে তাদের প্রাপ্য। তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ– তোমাদের কৃত অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। যদি মাতা-পিতাহীন ও সন্তানহীন পুরুষ বা নারীর ওয়ারিস হয় এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন তবে তাদের প্রত্যেকে পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। তাদের সংখ্যা এর অধিক হলে তারা এক-তৃতীয়াংশে সমান অংশীদার হবে– তার কৃত অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটা আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

٣. يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ـ

৩। অর্থ : লোকজন আপনার নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করে। আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ্' সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। কোনো ব্যক্তি (নারী বা পুরুষ) নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে এবং তার এক বোন থাকলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। আবার বোন যদি নিঃসন্তান হয় তবে সে (ভাই) তার ওয়ারিস হবে। বোন দু'জন হলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির

দুই-তৃতীয়াংশ তারা পাবে। যদি একত্রে ভাই-বোন থাকে তাহলে (এক) পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (তাঁর বিধান) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা নিসা : ১১-১২ ও ১৭৬)

আমানতদারী

আমানতদারী সম্পর্কে আয়াত

আমানত অর্থ গচ্ছিত রাখা। এটি খিয়ানতের বিপরীত শব্দ। সাধারণত কারও কাছে কোনো অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। যিনি গচ্ছিত দ্রব্যকে যথাযথভাবে হেফাযতে রাখেন এবং তার প্রকৃত মালিক চাওয়া মাত্র তা প্রত্যর্পণ করেন, তাকে আমীন বা আমানতদার বলা হয়। কারও কাছে কোনো ব্যক্তি যদি কিছু মাল-পত্র বা ধন-সম্পদ আমানত রাখে, তা যত্নসহকারে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। আর মালিক যখন তা ফেরত চাবে, সাথে সাথে ফেরত দিবে। এটাই ইসলামের নীতি। আমানতদারী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

١ـ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا.

১। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ কর। (সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)

٢ـ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

২। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তোমাদের ওপর ন্যস্ত আমানতের খিয়ানত কর না। অথচ তোমরা এর গুরুত্ব জান। (সূরা আনফাল ঃ ২৭)

আমানতদারী সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যদি তোমাদের মধ্যে চারটি জিনিস থাকে তবে পার্থিব কোনো কোনো জিনিস হাত ছাড়া হয়ে গেলেও তোমার ক্ষতি হবে না। (১) আমানতের হেফাযত, (২) সত্য ভাষণ, (৩) উত্তম চরিত্র ও (৪) পবিত্র রিযিক। (আহমদ)

٢. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করে, তুমি তার আমানত আত্মসাৎ কর না। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

আমলনামা

আমলনামা সম্পর্কে আয়াত

١. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ. وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ.

১। অর্থ ঃ তারা যা কিছু করেছে তা সবই আমলনামায় আছে। তাতে লিপিবদ্ধ আছে ছোট ও বড় সবকিছুই। (সূরা কামার : ৫২-৫৩)

٢. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ط وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِىْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ.

২। অর্থ ঃ আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি যা তারা পূর্বে প্রেরণ করে আর যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক বস্তুর হিসাব স্পষ্ট কিতাবে হেফাযত করে রেখেছি। (সূরা ইয়াসীন : ১২)

٣. كَلَّا ط سَنَكْتُبُ مَايَقُوْلُ وَنَمُدُّلَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا لا وَّنَرِثُهٗ مَايَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا.

৩। অর্থ ঃ কখনই নয়, আমি লিখে রাখি যা সে বলে এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে

থাকি। আর সে যা বলে তা থাকবে আমারই অধিকারে এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী। (সূরা মারিয়াম : ৭৯-৮০)

٤ـ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ط وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

৪। অর্থ : অতএব, কেউ অণু পরিমাণ নেক কাজ করে থাকলে, সে তা দেখতে পাবে; আর কেউ অণু পরিমাণ বদ কাজ করে থাকলে, সেও তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল : ৭-৮)

٥ـ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ لا فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ج اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ.

৫। অর্থ : সেদিন যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : নাও তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে দেখ, আমি তো জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (সূরা হাক্কাহ : ১৯-২০)

٦ـ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ لا فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا لا وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ط اِنَّهٗ كَانَ فِىْ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ط اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ.

৬। অর্থ : কিন্তু আমলনামা তার পিঠের পশ্চাৎ দিক থেকে দেয়া হবে, সে তো মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং দোযখের আগুনে প্রবেশ করবে। সে তো তার স্বজনদের মধ্যে সানন্দে ছিল, সে মনে করত যে, তাকে কখনও প্রত্যাবর্তন করতে হবে না। (সূরা ইনশিকাক : ১০-১৪)

٧ـ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لاَيُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلاَكَبِيْرَةً اِلاَّ اَحْصٰهَا ج وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلاَيَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا.

৭। অর্থ ঃ আর আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে এবং তাতে যা রয়েছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখতে পাবেন। তারা বলবে ঃ হায় আফসোস আমাদের! এ কেমন আমলনামা! এতে ছোট বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি, বরং সবই এতে রয়েছে। তারা যা করেছিল তা সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার রব কারো প্রতি যুলম করবেন না। (সূরা কাহফ : ৪৯)

৮۔ وَتَقَطَّعُوٓا اَمْرَهُمْ ط كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ع فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ج وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ.

৮। অর্থ ঃ কিন্তু মানুষ তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় নেক কাজ করে, তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না; আমি তো তা লিখে রাখি। (সূরা আম্বিয়া : ৯৩-৯৪)

৯۔ وَلاَنُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ.

৯। অর্থ ঃ আর আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার কাছে এক কিতাব আছে, যা প্রত্যেকের ঠিক ঠিক অবস্থা প্রকাশ করে দেবে এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। (সূরা মুমিনুন : ৬২)

১০۔ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

১০। অর্থ ঃ এ আমলনামা আমার লিখিত দফতর। যা তোমাদের সম্পর্কে সত্য বলছে। তোমরা যা করতে আমি তা লিখে নিতাম। (সূরা জাসিয়া : ২৯)

১১۔ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ط وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا.

১১। অর্থ ঃ প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব। যা সে পাবে উন্মুক্ত। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৩)

নফস

নফস সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى.

১। অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি স্বীয় রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে কুপ্রবৃত্তি থেকে জান্নাতই হবে তার বাসস্থান। (সূরা নাযিয়াত : ৪০-৪১)

٢ـ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا لا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا لا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا.

২। অর্থ ঃ কসম মানুষের আত্মার এবং যিনি তাকে সুঠাম আকৃতিতে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে মন্দ কর্ম ও তাকওয়ার জ্ঞান দান করেছেন। অবশ্যই সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। (সূরা আশ শামস : ৭, ৮, ৯)

٣ـ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ لا اِلٰـهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ.

৩। অর্থ ঃ আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি মানুষের রবের, মানুষের মালিকের। মানুষের মাবুদের, তার অপকারিতা থেকে যে মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয় আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। (সূরা নাস : ১-৫)

٤ـ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

৪। অর্থ ঃ অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (সূরা কাসাস : ৫০)

٥. اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ.

৫। অর্থ ঃ যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (সূরা মুহাম্মদ : ১৪)

٦. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.

৬। অর্থ ঃ বরং যারা যালিম, তারা অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে। অতএব আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে বুঝাবে? তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা আর-রূম : ২৯)

মিথ্যাচার

মিথ্যাচার সম্পর্কে আয়াত

١. لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ.

১। অর্থ ঃ যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। (সূরা আলে ইমরান : ৬১)

٢. وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

২। অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি নিজে কোনো অন্যায় বা পাপ করে, অতঃপর কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর তার দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গুনাহ। (সূরা নিসা : ১১২)

٣ـ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ.

৩। অর্থ ঃ আর সেই ব্যক্তি হতে অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে? (সূরা ছফ : ৭)

٤ـ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ـ

৪। অর্থ ঃ এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক। (সূরা হজ্জ : ৩১)

মিথ্যাচার সম্পর্কে হাদীস

١ـ بَهَزِ بْنِ حَكِيْمٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِّمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهٗ وَيْلٌ لَّهٗ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত বাহয ইবনে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ধ্বংস ও বিফলতা সে ব্যক্তির জন্যে যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্যে রয়েছে ধ্বংস তার জন্যে রয়েছে অমঙ্গল। (তিরমিযী)

٢ـ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَ لَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে বড় বিশ্বাস ঘাতকতা বা খিয়ানত হলো, তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে গ্রহণ করবে, অথচ তাকে মিথ্যা বলেছ। (আবু দাউদ)

٣ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِىْ جَدٍّ وَّلاَ هَزْلٍ وَّلاَ اَنْ يَّعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهٗ شَيْئًا ثُمَّ لاَ يُنْجِزُ لَهٗ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, কৌতুক ছলে ও

গৌরব প্রদর্শন কোনো অবস্থায়ই মিথ্যা সমীচীন নয়। আর তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা এমন কোন ওয়াদা করবে না, যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না। (আল আদাবুল মুফরাদ)

٤ـ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رض) قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا. اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مُتَّكِئًا فَجَلَسَ مَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ـ

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু বাকরাতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহর কথা বলে দেব না? কথাটা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কিংবা কথা বলা। হুযূর (সা) হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় কথাগুলো বলছিলেন। হঠাৎ তিনি কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করার নিমিত্তে সোজা হয়ে বসলেন এবং উক্ত কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলছিলাম, আহ! হুযূর যদি এখন থেমে যেতেন। (বুখারী, মুসলিম)

٥ـ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَفْرَى الْفَرِىْ اَنْ يُّرِىَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَالَمْ تَرَيَا ـ

৫। অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, মানুষ তার দু'চোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দু'টো চোখে দেখেনি। (বুখারী)

চুরি

চুরি সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

১। অর্থ ঃ যে পুরুষ এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃত কর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। (সূরা মায়েদাহ : ৩৮)

٢. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

২। অর্থ ঃ হে নবী! মুমিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এই মর্মে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, তারা চুরি করবে না, তারা ব্যভিচার করবে না, তারা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন আপনি তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। (সূরা মুমতাহিনা : ১২)

চুরি সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (رض) اَنَّ إِمْرَاَةً سَرَقَتْ فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَاَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَاْتِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

১। অর্থ ঃ হযরত উরওয়া ইবনু যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতহ যুদ্ধকালে (মক্কা বিজয়ের অভিযানকালে) এক মহিলা চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আনা হলো তিনি হাত কাটার নির্দেশ দিলে তার হাত কেটে দেয়া হলো। আয়েশা (রা) বলেন ঃ তার তাওবা উত্তম তাওবা প্রমাণিত হলো। সে বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হলো এবং পরবর্তী সময়ে সে (আমার বাড়িতে) আসত। আমি তার প্রয়োজনগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পেশ করতাম। (বুখারী)

٢ـ عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ، فَقَالَ وَمَنْ يُّكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا وَمَنْ يَّجْتَرِىْ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ؟ ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ اَلشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمِ الضَّعِيْفُ، اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمِ اللّٰهِ، لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، فَقَطَعَتْ يَدَهَا ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল। তার এই ব্যাপারটি কুরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ফেলল। (কারণ একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ের হাত চুরির অপরাধে কিভাবে কাটা যেতে পারে?) তারা বলতে লাগলো, তার এই ব্যাপারে নবী (সা)-এর সাথে (সুপারিশের) কথা বলবে? কয়েকজন বললো, যদি (এ ব্যাপারে) তাঁর কাছে কেউ বলার সাহস করে, তবে একমাত্র ওসামা ইবনু যায়িদই করতে পারে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয়তম ব্যক্তি। (তাঁকে পাঠানো হলো) অতঃপর ওসামা (এ ব্যাপারে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কথা বললেন। নবী (সা) বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহর (জারি করা) দণ্ডবিধিগুলোর মধ্যে একটি সাজার বিধান মুলতবি করার ব্যাপারে সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি উঠে পড়লেন এবং (সবার সামনে) এক ভাষণ দান করলেন। বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্যেই ধ্বংস হয়েছে, যে তাদের মধ্যে যখন কোনো উচ্চ বংশের লোক চুরি করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি তাদের মধ্যে দুর্বল কেউ চুরি করত, তবে তাকে সাজা দিত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদ (সা)-এর মেয়ে (আমার মেয়ে) ফাতিমাও চুরি করে, তবে অবশ্যই তার হাতও আমি কেটে ফেলব। (বুখারী)

নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা

নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা সম্পর্কে আয়াত

নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, লজ্জাকর অশালীন নোংরা– এ জাতীয় কাজের উৎসাহদাতা হচ্ছে শয়তান। এ জাতীয় খারাপ কাজগুলোর মাধ্যমে শয়তান একজন মানুষের চরিত্রকে শেষ করে দিয়ে পশুর স্তরে নিয়ে যায়। নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার মারাত্মক রোগ-জীবাণুর মাধ্যমে মানব জীবনে হাজারো খারাপ কাজের অনুপ্রবেশ ঘটে।

١ـ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ

১। অর্থ ঃ আল্লাহ ন্যায়নীতি, ইহসান তথা পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদের দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা মুনকার তথা দুষ্কৃতি ও অত্যাচার বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পার। (সূরা নাহল : ৯০)

একজন মুমিনের উচিত নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ত্যাগ করা।

সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা সম্পর্কে আয়াত

١ـ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ـ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

১। অর্থ ঃ আল্লাহ বলেন, আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়, তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ১১৯)

٢ـ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ـ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ـ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

২। অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আল আহযাব ঃ ৭০-৭১)

সত্যবাদিতা সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১। অর্থ ঃ হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ একজন বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলমান ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথী হবে অর্থাৎ শহীদগণের সাথে তার হাশর হবে। (আল মুসতাদরিকুল হাকিম)

٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدِقُ وَيَتَحَرِّى الصِّدْقَ حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا.

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সদা সত্য কথা বলবে, নিশ্চয়ই সত্য কথা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং সৎকর্ম বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর নিশ্চয়ই মানুষ যখন সদা সত্য কথা বলতে থাকে ও সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকে অবশেষে

আল্লাহর দরবারে সে পরম সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে থাকে (সিদ্দিক হিসেবে তার নাম লিখা হয়ে থাকে)। (বুখারী, মুসলিম)

বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা

বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ـ

১। অর্থ ঃ মানুষের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে কথা বলো না এবং পৃথিবীতে গর্বের সাথে চলবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বড়াইকারী ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান : ১৮)

٢ـ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ـ

২। অর্থ ঃ রাহমানের (আসল) বান্দা তারাই, যারা যমীনের বুকে নরম হয়ে চলে। আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন তারা তাদেরকে 'সালাম' দিয়ে (বিদায় করে)। (সূরা ফুরকান : ৬৩)

٣ـ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ قف كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ـ

৩। অর্থ ঃ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফিরদের উপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে কোমল। তুমি যখন তাদেরকে দেখবে তখন

তাদেরকে রুকূ-সিজদা অবস্থায় এবং আল্লাহর মেহেরবানি ও সন্তুষ্টির তালাশে মগ্ন পাবে। তাদের চেহারায় সিজদার আলামত রয়েছে, যা থেকে তাদেরকে আলাদাভাবে চেনা যায়। তাওরাতে তাদের এ পরিচয় রয়েছে। আর ইনজীলে তাদের উদাহরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, যেন একটি বীজ বপন করা হলো, যা থেকে প্রথমে অঙ্কুর বের হলো, তারপর তা মজবুত হলো, তারপর পুষ্ট হলো, এরপর নিজের কাণ্ডের উপর খাড়া হয়ে গেল। (এ দৃশ্য) চাষীকে খুশি করে দেয়, যাতে কাফিরদের (দিলে) জ্বালা সৃষ্টি হয়। এ লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের সাথে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাত্‌হ : ২৯)

বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لاَ يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلاَيَبْغِيْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ ـ

১। অর্থ ঃ ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আমার নিটক ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা পরস্পরের সাথে বিনয় ও নম্র আচরণ করো, এমনকি কেউ কারো উপর গৌরব করবে না এবং একজন আরেকজনের উপর বাড়াবাড়ি করবে না। (মুসলিম)

٢ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَا لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ ـ

২। অর্থ ঃ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। বান্দার ক্ষমার গুণ দ্বারা আল্লাহ তার ইযযত সম্মান বৃদ্ধি করেন। কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম)

٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّهٗ مَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ -

৩। অর্থ ঃ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কিছু সংখ্যক বালকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাই করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَنْ كَانَتِ الْاَمَةُ مِنْ اِمَاءِ الْمَدِيْنَةِ لَتَاْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهٖ حَيْثُ شَاءَتْ -

৪। অর্থ ঃ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার কোন বাঁদি (অনেক সময় তার প্রয়োজন পূরণ করে দেয়ার জন্য) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। (বুখারী)

٥- عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِىْ بَيْتِهٖ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِىْ مِهْنَةِ اَهْلِهٖ يَعْنِىْ خِدْمَةِ اَهْلِهٖ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ -

৫। অর্থ ঃ আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে থাকাকালে কাজ করতেন অর্থাৎ নিজ পরিবার-পরিজনদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। নামাযের সময় হলে তিনি নামাযের জন্য চলে যেতেন। (বুখারী)

লজ্জা ও শালীনতা

লজ্জা ও শালীনতা সম্পর্কে আয়াত

লজ্জা ও শালীনতা মুমিন জীবনের চারিত্রিক সৌন্দর্যের ভূষণ। রাসূল (সা) লজ্জাকে ঈমানের অঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন। সুন্দর জীবন গড়ার জন্য লজ্জা ও শালীনতার গুরুত্ব অপরিহার্য।

١ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلآَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ لا وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ز وَاللّٰهُ لاَ يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ط وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلآَ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

১। অর্থ ঃ হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবীর ঘরে অনুমতি ছাড়া ঢুকে পড়বে না। আর (ঘরে এলে) খাওয়ার সময়ের জন্য বসে থেক না। যদি তোমাদেরকে খাবার জন্য দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই আসবে। কিন্তু তোমাদের খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাবে। কথাবার্তায় লেগে থেক না। তোমাদের এ সব আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না। আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের মনের পবিত্রতার জন্য বেশী ভালো। তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া মোটেই জায়েয নয় এবং তার পরে কখনো তার স্ত্রীগণকে বিয়ে করা জায়েয নয়। এটি আল্লাহর নিকট বড় গুনাহ। (সূরা আহযাব : ৫৩)

٢ـ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ

২। অর্থ ঃ এভাবে ধোঁকা দিয়ে সে দু'জনকেই (ধীরে ধীরে) বশ করে ফেলল। যখন তারা ঐ গাছের স্বাদ গ্রহণ করল তখন দু'জনেরই লজ্জাস্থান একে অপরের

সামনে খুলে গেল। তখন তারা বেহেশতের (গাছের) পাতা দিয়ে তাদেরই শরীর ঢাকতে লাগল। তাদের রব তাদের দু'জনকেই ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলে দেইনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন? (সূরা আ'রাফ : ২২)

٣- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ -

৩। অর্থ ঃ যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। (সূরা মুমিনুন : ৫)

লজ্জা ও শালীনতা সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ شِدَّةِ حَيَائِهِ كَاَنَّهُ جَارِيَةٌ فِىْ خَدْرِهَا -

১। অর্থ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরম লজ্জাবোধের দরুন তাঁকে পর্দানশীল কুমারীর মতো মনে হতো।

٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيِّيًا لاَ يَسْئَلُ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ اُعْطِىَ -

২। অর্থ ঃ সাহ্ল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খুব লজ্জাশীল ছিলেন। যে জিনিসই তাঁর কাছে চাওয়া হতো, তিনি তা দিয়ে দিতেন।

٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خَدْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ -

৩। অর্থ ঃ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পর্দানশীল কুমারী অপেক্ষাও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোনো কিছু অপছন্দ করতেন তা তাঁর চেহারা মুবারক দেখেই বুঝা যেত।

মদ, জুয়া ও লটারী

মদ, জুয়া ও লটারী সম্পর্কে আয়াত

١- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারী এসবই শয়তানের অপবিত্র কাজ। তোমরা তা হতে বিরত থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৯০)

২- اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ - فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

২। অর্থ ঃ শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর যিক্‌র ও নামায হতে তোমাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তাই তোমরা এসব জিনিস হতে বিরত থাকবে কি? (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৯১)

৩- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ - وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا.

৩। অর্থ ঃ তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, উভয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহাপাপ। যদিও তাতে মানুষের জন্যে কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে, এগুলোর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বড়। (তখনও মদ সম্পূর্ণ হারাম হয়নি) (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৯)

মদ, জুয়া ও লটারী সম্পর্কে হাদীস

১- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করল, অতঃপর তা থেকে তাওবা করল না, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী)

٢۔ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا لاَيُحَدِّثُكُمْ بِهٖ غَيْرِيْ قَالَ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اِنْ يَّظْهَرَ الْجَهَلُ وَيَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَتَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَّاحِدٌ.

২। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে একটি হাদীস শুনেছি। আমি ব্যতীত আর কেউ সেটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে না। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এ-ও আছে যে, অজ্ঞতা ও মূর্খতা বেড়ে যাবে, ইলম হ্রাস পাবে, যেনা-ব্যভিচার প্রকাশ্য হতে থাকবে, অবাধে মদপান চলবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছবে যে, পঞ্চাশজন নারীর পরিচালক হবে মাত্র একজন পুরুষ। (বুখারী)

٣۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ مِنْهَا شَيْءٌ.

৩। অর্থ ঃ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, শরাব এমন সময় হারাম করা হয়েছে, যখন মদীনায় একটু মদও ছিল না। (বুখারী)

٤۔ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ كُنْتُ اَسْقٰى اَبَا عُبَيْدَةَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَىَّ بْنُ كَعْبٍ (رض) مِّنْ فَضِيْخِ زَّهْوٍ وَّتَمَرٍ فَجَاءَ هُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ اَبُوْا طَلْحَةَ قُمْ يَا اَنَسُ فَاهْرِقْهَا فَاَهْرَقْتُهَا.

৪। অর্থ ঃ আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, আমি উবাইদা, আবু তালহা এবং উবাই ইবনে কাব (রা) কে কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরি মদ পান করতে

দিয়েছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন এসে বলল, মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবু তালহা বললেন, হে আনাস! দাঁড়িয়ে যাও এবং তা ঢেলে ফেল। সুতরাং আমি তা ঢেলে ফেললাম। (বুখারী)

٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ لاَتَعُوْدُ وَشُرَّابَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِيْضُوْا.

৫। অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে ও সেবা করতে যেয়ো না। (আদাবুল মুফরাদ)

ওজনে কম-বেশি ও মজুতদারি করা

ওজনে কম-বেশি ও মজুতদারি করা সম্পর্কে আয়াত

যে সকল লোক ক্রয় করার সময় বেশি করে নেয়, আর বিক্রি করার সময় কম দেয়, তারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হবে। কেননা, এটা একটা নিকৃষ্টতম বদভ্যাস। পরিমাপে কম-বেশি করা ব্যক্তি আসলে গোপনে চুরি ও আত্মসাৎ করে এবং হারাম খায় আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

١ـ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ـ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ـ

১। অর্থ ঃ ওজনে হেরফেরকারী ব্যক্তিদের জন্য দুর্ভোগ সর্বনাশ, যারা লোকের কাছ থেকে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়, আর যখন মানুষদেরকে মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। (সূরা মুতাফফিফীন : ১-৩)

٢ـ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ـ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ـ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ

২। অর্থ ঃ তোমরা পরিমাপ পূর্ণ কর এবং যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর সঠিক পাল্লায় ওজন কর, লোকদের দ্রব্যাদি

ওজনে কম দিও না এবং দুনিয়াতে সীমালঙ্ঘন করে ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ো না। (সূরা শু'আরা : ১৮১-১৮৩)

যেকোন পণ্যের মজুতদারি করার মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে কতিপয় ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা অর্জন করে, ফলে অধিকাংশ ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ করেছে।

এ ব্যাপারে আল্লাহর নবী (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিনের বেশি গুদামজাত করে রাখবে, সে উক্ত খাদ্য সদাকা করে দিলেও তার গুদামজাত করার গুনাহ মাফ হবে না। (মিশকাত)

অর্থ ব্যবস্থা

অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

১। অর্থ ঃ ধনীদের ধন-সম্পদে প্রার্থী, অভাবী এবং বঞ্চিতদের জন্য হক বা অধিকার রয়েছে। (সূরা আয যারিয়াহ ঃ ১৯)

٢ـ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

২। অর্থ ঃ আল্লাহ জনগণের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন- তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবী এবং মুসাফিরদের জন্যে যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যে কেবল ধনী লোকদেরই কুক্ষিগত হয়ে কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা আল হাশর ঃ ৭)

٣ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ـ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ـ اِنَّ

اللّٰـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْـمًا ـ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُـدْوَانًا وَّظُلْمًا فَـسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا.

৩। অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে বা অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেন-দেন করতে পারো। আর তোমরা একে অন্যকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়ালু। আর যারা যুল্‌মসহকারে এভাবে সীমা অতিক্রম করবে তাদেরকে আমি জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করব। (সূরা আন নিসা ঃ ২৯-৩০)

٤ـ وَلاَ تَأْكُلُوْآ اَمْـوَالَكُمْ بَيْـنَكُمْ بِالْبَـاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَـآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

৪। অর্থ ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তিতে কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিও না। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৮)

٥ـ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ط وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ.

৫। অর্থ ঃ নবী অন্যায়ভাবে কোনো ধন-সম্পদ গোপন করবে এটা অসম্ভব। আর যে অন্যায়ভাবে কোনো সম্পদ গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে, সেই গোপনকৃত মাল নিয়ে উঠবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করা হবে। কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬১)

٦ـ وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰـهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰـهُ اِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ.

৬। অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের ঘর

(জান্নাত) তালাশ করো, তবে দুনিয়ায় তোমার যে অংশ রয়েছে, তা পেতে ভুল করবে না। আর আল্লাহ্ তোমার প্রতি যেমন দয়া করেছেন, তুমিও তেমনিভাবে লোকদের প্রতি দয়া করো এবং দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা কর না। কেননা আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আল কাসাস ঃ ৭৭)

٧۔ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا.

৭। অর্থ ঃ তোমাদের অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ্ তোমাদের জীবনের স্থিতিস্থাপক করে সৃষ্টি করেছেন, তা নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকদের হাতে ছেড়ে দিও না। অবশ্য তা হতে তাদের খাওয়া-পরা প্রভৃতি বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে দাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাও। (সূরা আন নিসা ঃ ৫)

٨۔ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ـ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ.

৮। অর্থ ঃ যারাই আমার দেয়া রিয্ক 'ধন-সম্পদ' হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা পোষণ করে, যাতে কখনো লোকসান হতে পারে না। আল্লাহ্ তার বিনিময়ে তাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় ফলদান করবেন। (সূরা আল ফাতির ঃ ২৯-৩০)

অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে হাদীস

١۔ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ.

১। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হালাল রুযির সন্ধান করা সকল নারী-পুরুষের জন্য ফরয।

٢۔ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا.

২। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দারিদ্র্যতা মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে।

٣- عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلٰى اَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ بِقَدَرِ الَّذِيْ يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُّجْهَدَ الْفُقَرَاءُ اِذَا جَاؤُا اَوْ عَرَوْا اِلاَّ بِمَا يَصْنَعُ اَغْنِيَاؤُهُمْ اَلاَ وَاِنَّ اللّٰهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدًا وَّيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

৩। অর্থ ঃ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান ধনী লোকদের ধন-মাল হতে এমন পরিমাণ দিয়ে দেয়া ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের গরীব-ফকীরদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হতে পারে। ফলে ফকীর গরীবরা যে ক্ষুধার্ত কিংবা উলঙ্গ থেকে কষ্ট পায়, তা মূলে ধনী লোকদের আচরণ ছাড়া অন্য কোনো কারণই থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে সকলের সতর্ক হওয়া উচিত। নিশ্চয়ই জেনে রাখ আল্লাহ্ তা'আলা এই লোকদের খুব শক্তভাবে হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন। (তাবারানী-আসসগীর ও আওসাত)

٤- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى الْخُبْزِ وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَلَوْلاَ الْخُبْزُ مَاصَلَّيْنَا وَلاَصُمْنَا وَلاَاَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.

৪। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে আমাদের আল্লাহ্ তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও। আর আমাদের ও আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায-রোযা করতে পারব না, আমাদের মহান রব নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

٥- اَلْعِبَادَةُ سَبْعُوْنَ جُزْءً اَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلاَلِ.

৫। অর্থ ঃ ইবাদতের সত্তরটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে হালাল রিয্কের সন্ধান।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আয়াত

١ـ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْآ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ، وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا.

১। অর্থ ঃ যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে দাঁড়াবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহবিষ্ট করে দেয়। এ অবস্থা তাদের এ জন্য যে, তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করেছেন। (সূরা বাকারা : ২৭৫)

٢ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْآ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

২। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। (সূরা নিসা : ২৯)

٣ـ رِجَالٌ لاَّتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ. يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ.

৩। অর্থ ঃ এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (সূরা নূর : ৩৭)

٤ـ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ. الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ. وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ.

৪। অর্থ ঃ মাপে কমদাতাদের জন্য সর্বনাশা পরিণাম; যারা মানুষের কাছ থেকে

যখন মেপে নেয়; তখন পুরোপুরি নেয় আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন : ১-৪)

٥ـ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ.

৫। অর্থ ঃ তোমরা সঠিক ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিও না। (সূর আর রহমান : ৯)

٦ـ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

৬। অর্থ ঃ অতঃপর নামায শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমু‘আ : ১০)

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ ـ

১। অর্থ ঃ হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হুযূর (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর নবী! মানুষের যাবতীয় উপার্জনের মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে পবিত্র? হুযূর (সা) বললেন, মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করে এবং হালাল ব্যবসার মাধ্যমে যা উপার্জন করে। (মিশকাত)

٢ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ ـ

২। অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক এবং শহীদানদের সাথে থাকবে। (তিরমিযী)

٣ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ

يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَفِىْ رِوَايَةٍ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, কারবারের দুই অংশীদারের কোনো একজন যে পর্যন্ত খিয়ানতে লিপ্ত না হয়, সে পর্যন্ত আমি তাদের সাথেই অবস্থান করি। কিন্তু তাদের কেউ যখন খিয়ানত শুরু করে তখন আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করি। অন্য এক বর্ণনা মতে, তখন তাদের মাঝখানে শয়তান এসে যায়। (আবু দাউদ)

٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلُ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

৪। অর্থ ঃ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, মানুষের জন্য এমন এক সময় আসবে যখন সে তার হালাল না হারাম পন্থায় উপার্জন করল তা যাচাই করার কোনো প্রয়োজনবোধ করবে না। (বুখারী)

৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এক মুসলিম কোনো জিনিসের দর করার সময় অন্য মুসলিম সেই একই জিনিসের দর করতে পারে না। (মুসলিম, হা: ৩৬৭১)

৬। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করে সে যেন পুরোপুরি নিজের দখলে আনার পূর্বে বিক্রি না করে। (মুসলিম, হা: ৩৬৯৮)

৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ বেচা-কেনার মধ্যে মিথ্যা শপথ করা যদিও উপস্থিতভাবে লাভজনক। কিন্তু মূলতঃ তা মুনাফা ও কল্যাণের জন্য ধ্বংসকর। (মুসলিম, হা: ৩৯৭৯)

হালাল-হারাম

হালাল-হারাম সম্পর্কে আয়াত

١ـ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَارَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

১। অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই ইবাদত কর। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৭২)

٢. يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ـ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

২। অর্থ ঃ হে নবী! তুমি কেন সেই জিনিস হারাম কর যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন? (তা কি এই জন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চাও? আল্লাহ ক্ষমাকারী, অনুগ্রহকারী। (সূরা তাহরীম ঃ ১)

٣. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

৩। অর্থ ঃ হে নবী! তাদের বল, আমার আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতো এই, নির্লজ্জতার কাজ প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩৩)

٤. يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ـ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

৪। অর্থ ঃ হে মানবমণ্ডলী! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুর মধ্য থেকে ভক্ষণ কর। আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৮)

٥. وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلاَلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ.

৫। অর্থ ঃ তোমরা নিজের জবান দ্বারা এ মিথ্যা বিধান জারি করো না যে, এটি হালাল এবং এটি হারাম। (সূরা নাহল ঃ ১১৬)

٦. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ

بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ـ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلاَمِ ـ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ .

৬। অর্থ ঃ তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং এমন জন্তু, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে। যেসব জন্তুর গলায় ফাঁস পড়ে বা আঘাত লেগে অথবা উপর থেকে পড়ে কিংবা সংঘর্ষের কারণে মরেছে বা হিংস্র জন্তুর আঘাতে মরেছে (তা হারাম)। কিন্তু যা জীবিত পেয়ে যবেহ করা হয়েছে (তা হালাল)। আর যে জন্তু পূজাখানায় যবেহ করা হয়েছে এবং পাশা খেলার মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা হারাম। এসব কাজই ফাসেকী। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৩)

৭ـ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

৭। অর্থ ঃ তিনি তো তোমাদের উপর মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত প্রাণী হারাম করেছেন। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানি ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য তা ভক্ষণ করাতে কোনো পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহা ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। (সূরা নাহল ঃ ১১৫)

হালাল-হারাম সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمَ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمَ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ.

১। অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে গোশত হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হারাম খাদ্যে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামের আগুনই উত্তম। (আহমাদ, বায়হাকী)

٢۔ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفِ نِ الْمُزَنِىْ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا.

২। অর্থ ঃ উমর ইবনে আউফ মুযানী নবী করীম (সা) থেকে শুনে বর্ণনা করেন, মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করতে পারে। তবে এমন চুক্তি ও অঙ্গীকার জায়েয নেই যা হালালকে হারাম করে দেয় এবং হারামকে দেয় হালাল করে। মুসলমানরা তাদের শর্তাবলী পালন করবে। তবে এমন কোনো শর্ত মানা যাবে না যা হারামকে হালাল করে দেয় আর হালালকে করে দেয় হারাম। (তিরমিযী)

٣۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَكْسِبُ عَبْدُ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلاَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلاَ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلاَّ كَانَ زَادَهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَمْحُوا السَّئَ بِاسَّىْءِ وَلٰكِنْ يَمْحُوا السَّىِّءِ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لاَيَمْحُوا الْخَبِيْثَ.

৩। অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতেও কোনো বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইন্তেকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। (মিশকাত)

٤ـ عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

৪। অর্থ ঃ হযরত মিকদাম ইবনে মায়াদীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্ত উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত দাঊদ (আ) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন। (বুখারী)

বিচার ব্যবস্থা

বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

১। অর্থ ঃ নবীগণের নিকট আমি কিতাব এবং নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নাযিল করেছি- যেন মানুষ এই সবের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করে। (সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫)

٢ـ فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا.

২। অর্থ ঃ তোমরা দুষ্প্রবৃত্তির দাসত্ব করে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ কর না। (সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫)

٣ـ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

৩। অর্থ ঃ এবং তুমি নিজের ইচ্ছা বাসনা-খায়েশকে অনুসরণ করে হুকুম দিও না; ফায়সালা কর না যদি তাই কর তাহলে তোমার ইচ্ছা-বাসনা কামনা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবে। (সূরা আছ ছোয়াদ ঃ ২৬)

٤ـ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ.

৪। অর্থ ঃ আপনি আমাদের দুইজনের মধ্যে পরম সত্যতা-সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতাসহকারে ফায়সালা করে দিন, অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন। (সূরা আছ ছোয়াদ ঃ ২২)

٥- وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ -

৫। অর্থ ঃ এবং তোমাদের মধ্যে আদল-সুবিচার কায়েম করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা আশ শূরা ঃ ১৫)

٦- وَاَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ.

৬। অর্থ ঃ (প্রত্যেকটি বিচার্য ব্যাপারে) তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও। (সূরা আত তলাক ঃ ২)

٧- وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا - اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

৭। অর্থ ঃ নির্দিষ্ট কোনো জাতির বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে। তোমরা নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার কর, কারণ তাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। (জেনে রেখ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন। (সূরা আল মায়েদা ঃ ৮)

٨- وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ - اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ.

৮। অর্থ ঃ আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোনো ব্যাপারে তোমরা ফায়সালা করবে পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের সাথে ফায়সালা কর, আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না ভালো কাজের উপদেশ দিচ্ছেন! (সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)

٩- يَحْكُمُ بِهٖ ذُوْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ .

৯। অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায় নীতিবান কেবল তারাই বিচার কাজ চালাবে। (সূরা আল মায়েদা ঃ ৯৫)

বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ وَالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

১। অর্থ ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে শাসক মুসলমানের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করে যালেম ও খিয়ানতকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنْ بَرِيْدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاِثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِيْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ.

২। অর্থ ঃ হযরত বারীদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ তিন প্রকার বিচারক রয়েছে, তন্মধ্যে একজন মাত্র বেহেশতে যেতে পারবে। আর অপর দু'জন জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। যে বিচারক বেহেশতে যাবে সে এমন ব্যক্তি, যে প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেছে, অতঃপর তদনুযায়ী বিচার ও ফায়সালা করেছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেও ফায়সালা করার ব্যাপারে অবিচার ও যুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের জন্যে বিচার ফায়সালা করেছে সেও জাহান্নামী হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

٣ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ (رض) قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْخَصْمَيْنِ يُقْعِدَانِ بَيْنَ يَدَى الْحَاكِمِ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন

রাসূলুল্লাহ (সা) ফায়সালা করে দিয়েছেন যে (বিচারের সময়) বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সম্মুখে বসাতে হবে। (আহমদ, আবু দাউদ)

٤ـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَلِيُّ اِذَا جَلَسَ اِلَيْكَ الْخَصْمَانَ فَلاَ تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتّٰى تَسْمَعَ مِنَ الْاٰخَرِ كَمَا سَمِعْتُ مِنَ الْاَوَّلِ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.

৪। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) কে ডেকে বলেন ঃ হে আলী। দুই পক্ষ যখন তোমার সামনে বিচারের জন্য বসবে, তখন এক পক্ষের বক্তব্য যেমন শুনবে, অনুরূপভাবে অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনেই তুমি কখনো উভয়ের মধ্যে বিচারের রায় ঘোষণা করবে না। যদি তুমি এরূপ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তোমার দ্বারা সুষ্ঠু বিচার নীতি প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

٥ـ عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالُوْا وَمَنْ يَّجْتَرِيُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حُبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اُهْلِكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمِ اللّٰهِ لَوْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطِعَتْ يَدُهَا.

৫। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরাইশগণ একদা মাখযুমী বংশের একটি স্ত্রীলোকের অবস্থার জন্য অত্যন্ত ভাবিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এই স্ত্রীলোকটি চুরি করেছিল। তারা পরস্পরের জিজ্ঞাসাবাদ করল এ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর নিকট কে কথা বলবে? তারাই একে অপরকে

বলল, রাসূলের প্রিয় পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ভিন্ন আর কে কথা বলার সাহস করতে পারে? উসামা তাঁর নিকট উক্ত বিষয়ে কথা বললেন। শুনে রাসূলে করীম (সা) বললেন ঃ আল্লাহর অনুশাসন কার্যকর করার ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবার উদ্দেশ্যে বললেন– পূর্ববর্তী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হয়ে গেছে, যখন তাদের অভিজাত বংশের কোন লোক চুরি (কিংবা অনুরূপ কোনো অপরাধ) করত, তখন তারা তাকে রেহাই দিত, কিন্তু যখন কোনো দুর্বল বা নিচু বংশের লোক যদি চুরি কিংবা কোনো অপরাধ করত তার উপর জগদ্দল শাসনভার চাপিয়ে দিত। (তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সব সময় নিরপেক্ষ ইনসাফ কর।) আল্লাহর নামে শপথ, আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে জেনে রেখ কুরআনের বিচার ব্যবস্থা অনুসারে আমি তারও হাত কেটে দেব, তাতে সন্দেহ নেই। (বুখারী, মুসলিম)

ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে আয়াত

١- صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ -

১। অর্থ : আল্লাহর রং-এ রঞ্জিত হয়ে যাও। আর আল্লাহর রং-এর চেয়ে উত্তম কার রং হতে পারে এবং আমরা তাঁর-ই ইবাদতকারী। (সূরা বাকারা : ১৩৮)

٢- وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلاً -

২। অর্থ : যে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডল (নিজেকে) আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করেছে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করেছে– ধার্মিকতায় তার চেয়ে উত্তম আর কে আছে? আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (সূরা নিসা : ১২৫)

٣- وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ -

৩। অর্থ : যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে

দেয় সে তো একটি শক্তিশালী আশ্রয় শক্তভাবে অবলম্বন করলো। সকল কাজের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্র এখতিয়ারে। (সূরা লুকমান : ২২)

٤۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ لا وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ ۔ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ط وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۔

৪। অর্থ : আপনি কি লক্ষ্য করেননি, ওরা উদ্ভ্রান্তের ন্যায় প্রতিটি (অলিক কল্পনার) উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় ? নিশ্চয়ই ওরা যা বলে তা করে না। কিন্তু যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, পর্যাপ্ত পরিমাণে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হলেই কেবল প্রতিশোধ গ্রহণ করে (সেই সকল কবি এর ব্যতিক্রম)। অত্যাচারী যালেমরা অচিরেই জানতে পারবে, কোন ধরনের গন্তব্যে তারা পৌছবে। (সূরা শু'আরা : ২২৫-২২৭)

ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে হাদীস

١۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ۔

১। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা পূর্বাঞ্চলের দু'জন লোক আগমন করলেন এবং বক্তব্য দিলেন, লোকেরা তাদের বক্তব্য শুনে খুবই মুগ্ধ হলো। তখন রাসূলে কারীম (সা) ইরশাদ করলেন, নিশ্চয়ই কোনো কোনো বক্তৃতায় জাদুর প্রভাব থাকে। (বুখারী)

٢۔ عَنْ اُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً.

২। অর্থ ঃ উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, কোনো কোনো কবিতা বিজ্ঞোচিত কথায় ভরা। (বুখারী)

٣۔ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصْدَقُ کَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ کَلِمَةُ لَبِیْدٍ اَلاَ کُلُّ شَیْئٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلٌ۔

৩। অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সা) ইরাশাদ করেছেন, যদি কোনো কবি কোনো সত্য কথা বলে থাকে, তবে তা কবি লবীদের উক্তি জেনে রাখ, আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আয়াত

١۔ اَلَّذِیْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوْکُمْ شَیْئًا وَّلَمْ یُظَاهِرُوْا عَلَیْکُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰی مُدَّتِهِمْ.

১। অর্থ ঃ তোমরা যে মুশরিকদের সাথে চুক্তি করেছো, পরে তারা যদি সেই চুক্তির কিছুই ভঙ্গ না করে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেই সাহায্যও না করে থাকে, তাহলে তাদের সাথে করা ওয়াদা চুক্তিকে তার মেয়াদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর। (সূরা তাওবা : ৪)

٢۔ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَکُمْ فَاسْتَقِیْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ.

২। অর্থ ঃ দ্বিতীয় পক্ষের লোক যতক্ষণ তোমাদের সাথে অঙ্গীকারে অটল থাকে, তোমরাও অটল থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকী, পরহেযগারদের পছন্দ করেন। (সূরা তাওবা : ৭)

٣۔ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ. اِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُوْلاً.

৩। অর্থ ঃ তোমরা পারস্পরিক ওয়াদাসমূহ পূর্ণ কর। কেননা এই ওয়াদা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৪)

٤۔ اَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّکَثُوْٓا اَیْمَانَهُمْ.

৪। অর্থ ঃ যে জাতি নিজেদের সন্ধি-চুক্তি এবং শপথ ভঙ্গ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা কর না কোন্ কারণে? (সূরা তাওবা : ১৩)

٥. وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّٰهِ.

৫। অর্থ ঃ মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি তোমার নিকট আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দান কর– যেন সে আল্লাহর কালাম শুনবার সুযোগ লাভ করতে পারে। (সূরা তাওবা : ৬)

٦. وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

৬। অর্থ ঃ তারা যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয়, তাহলে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তিনি সব শুনেন এবং সব জানেন। (সূরা আনফাল : ৬১)

٧. وَاِنْ نَّكَثُوْآ اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْآ اَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اِنَّهُمْ لاَ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ.

৭। অর্থ ঃ ওরা যদি তাদের ওয়াদা করার পর তাদের কসম ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে গালমন্দ করে, তাহলে তখন কাফির সরদারদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর। কেননা ওদের কসমের কোনো মূল্য নেই– তাহলে হয়তো ওরা ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকবে। (সূরা তাওবা : ১২)

٨ - وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ.

৮। অর্থ ঃ আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে শুধু ততটুকুই গ্রহণ করবে, যতখানি তোমাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। আর যদি ধৈর্যধারণ করতে পার, তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য অতীব কল্যাণ রয়েছে। (সূরা নাহল : ১২৬)

١- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَفِ اِذَا وَعَدَ -

১। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার সে যেন ওয়াদা করলে তা পূরণ করে।

٢- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَبُكُمْ مِنِّىْ غَدًا فِىْ لَمَوْقَفِ اَصْدَقُكُمْ فِى الْحَدِيْثِ وَاَدَاكُمْ لِلْاَمَانَةِ وَاَوْفَاكُمْ بِالْعَهْدِ -

২। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন আমার অতি নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে কথার দিক দিয়ে অতীব সত্যবাদী, আমানতের খুব বেশী আদায়কারী এবং ওয়াদা খুব বেশী পূরণকারী।

٣- عَنْ سَلِيْمِ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتّٰى اِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ اَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ وَلَا غَدْرَ فَنَظَرَ فَاِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِىَ اَمَدُهُ اَوْ يَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ -

৩। অর্থ ঃ হযরত সালীম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা) এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ না করার চুক্তি হয়েছিলো। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পথিমধ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো এক ঘোড়সওয়ার। তিনি বলছিলেন, আল্লাহু আকবার,

আল্লাহু আকবার, চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করো না। তাঁর দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া দেখলেন, তিনি আমের ইবনে আবাসা (রা)। মুয়াবিয়া বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি রাসূলে পাক (সা)-কে বলতে শুনেছি, যার সাথে কোনো কওমের চুক্তি হয়। তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়। তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। হাদীস শুনে মুয়াবিয়া তাঁর ফৌজ নিয়ে ফিরে আসলেন।

٤ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِىٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لاَ تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لَوْ كُنْتَ رَسُوْلاً لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِىٌّ مَا اَنَا بِالَّذِىْ اَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ يَّدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلاَ يَدْخُلُوْهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانُ السِّلاَحِ فَسَاَلُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلاَحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ ـ

৪। অর্থ ঃ হযরত বারা'য়া ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র আলী (রা) লিখেন। তিনি লিখেন মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা), এই লেখায় মুশরিকরা আপত্তি তুলে বলে, 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ' লেখো না। কেননা যদি তুমি রাসূল হতে (আমরা যদি রাসূল মেনে নিতাম) তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে লড়াই করতাম না। তিনি আলী (রা)-কে বলেন, শব্দটি মুছে ফেলো। আলী (রা) বলেন, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে শব্দটি মুছে ফেলেন এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা আগামী বছর তিন দিনের জন্য মক্কায় আসতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কোষবদ্ধ হাতিয়ার থাকবে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, জুলুববান কি? তিনি বললেন, কোষ ও তার মধ্যে যা থাকে। (বুখারী)

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ـ

১। অর্থ ঃ আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সূরা বাকারা : ২২৮)

٢ـ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ـ

২। অর্থ ঃ তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। (সূরা বাকারা : ১৮৭)

٣ـ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْآ اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ـ

৩। অর্থ ঃ তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতেই হবে। (সূরা বাকারা : ২২৩)

٤ـ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ط وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ج وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

৪। অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও; এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে প্রতিরোধ করো না এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে সম মর্যাদায় অবস্থান কর; কিন্তু যদি অপছন্দ কর তাহলে তোমরা যে বিষয় অপছন্দ মনে কর আল্লাহ্ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন। (সূরা নিসা : ১৯)

٥. وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

৫। অর্থ ঃ তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না যদিও তোমরা তা কামনা কর, সুতরাং তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরজনকে ঝুলান অবস্থায় রেখো না এবং যদি তোমরা পরস্পর সমঝোতায় আসো ও সংযমী হও তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা : ১২৯)

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْاَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

১। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত আদায় করবে, রমযানে রোযা রাখবে, নিজের ইজ্জত আবরুর হেফাযত করবে এবং স্বামী অনুগত থাকবে সে বেহেশতের যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। (মিশকাত)

٢. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهٗ صَدَقَةٌ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ পরকালের সওয়াবের নিয়তে যখন কোনো ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে ব্যয় করে, তখন তা তার জন্য সদাকাস্বরূপ হয় অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় সদাকা বা দান করে যেভাবে মানুষ সওয়াবের অধিকারী হয়, উপরোক্ত ব্যক্তিও নেক নিয়তের ফলে সওয়াবের অধিকারী হবে।

٣۔ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رض) قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَیُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِیْ تَسُرُّهٗ اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهٗ اِذَا اَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهٗ فِیْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো যে মহিলাদের মধ্যে কোন মহিলাটি সবচেয়ে উত্তম? হুযূর (সা) বললেন, ঐ মহিলাটি, যার দিকে দৃষ্টি করে স্বামী আনন্দ পায়; যাকে কোন হুকুম করলে সে তা মান্য করে এবং স্বামীর মন মত নয়, এমন কোন কাজ সে নিজের কিংবা নিজের সহায়-সম্পদের ব্যাপারে করে না। (নাসাঈ)

٤۔ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ۔

৪। অর্থ ঃ হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে মহিলা স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যু বরণ করে, সে অনায়াসে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

٥۔ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَى الرَّجُلُ امْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ.

৫। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে শয়নের বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে, ফলে স্বামী রাত্রিভর স্ত্রী উপর অসন্তুষ্ট থাকে, ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা সে নারীকে লা'নত করতে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

পিতা-মাতার অধিকার

পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে আয়াত

١۔ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ

عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا.

১। অর্থ ঃ আর তোমার প্রতিপালক এই আদেশ করেছেন যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদেরকে কখনও 'উহ' শব্দটিও উচ্চারণ করবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না। বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ও নরম ভাষায় কথা বলবে। আর তাদের উদ্দেশ্যে বিনয়ের বাহু অবনত করে দাও। আর বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতা শৈশবে যেমন আমাকে লালন-পালন করেছে, তুমি তাদের প্রতি তেমনি দয়া করো। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

٢۔ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ.

২। অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আমার পিতা-মাতা ও আমার গৃহে মুমিন হয়ে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল ঈমানদার নর-নারীকে ক্ষমা করুন। (সূরা নূহ ঃ ২৮)

٣۔ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَاِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا.

৩। অর্থ ঃ আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্যে পীড়াপীড়ি করে, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের (শিরকী কাজে) আনুগত্য করো না। (সূরা আল আনকাবূত ঃ ৮)

٤۔ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

৪। অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, কোন কিছুর সাথে তাঁর শরীক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

٥. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ.

৫। অর্থ ঃ আমি মানুষকে আদেশ করেছি তার পিতা-মাতা সম্পর্কে। তার মাতা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভেধারণ করেছে। দু'বছর পর্যন্ত তাকে দুগ্ধ দান করেছে। অতএব তোমরা আমার ও তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। (সূরা লোক্বমান ঃ ১৪)

٦. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ.

৬। অর্থ ঃ আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। (কেননা) তার মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। শেষ পর্যন্ত যখন সে শক্তি অর্জন করল এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছলো, তখন সে বললো, হে আমার খোদা! তুমি আমাকে তাওফিক দাও আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। (সূরা আহকাফ ঃ ১৫)

পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اُجَاهِدُ قَالَ لَكَ اَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি জিহাদ করবো? তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা আছে কি? লোকটি জবাব দিল হ্যাঁ আছে। হুজুর

(সা) বললেন ঃ তবে তাদের দু'জনের মধ্যে জিহাদ করো অর্থাৎ তাদের দু'জনের খেদমত করো। (বুখারী)

٢- عَنْ اَبِى اُسَيْدِنِ الصَّاعِدِيِّ (رض) قَالَ بَيْنَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَه رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ بَقِىَ مِنْ اَبَوَىَّ شَيْئٌ اَبَرُّهُمَا بِهٖ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ نَعَمْ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا اِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِىْ لَاتُوْصَلُ اِلاَّ بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا.

২। অর্থ ঃ হযরত আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে বসা ছিলাম। হঠাৎ বনী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে হুজুর (সা)-কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর নবী (সা)! পিতা মাতার ইন্তেকালের পরেও কি তাদের হক আমার উপর আছে, যা পূরণ করতে হবে? হুজুর (সা) বললেন, হ্যাঁ তাদের জন্য দু'আ, ইসতেগফার করবে, তাদের কোনো অসিয়ত থাকলে তা পূরণ করবে, পিতৃ ও মাতৃকুলের আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করবে। (আবু দাউদ)

٣- عَنْ اَبِي اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

৩। অর্থ ঃ আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলল হে আল্লাহর রাসূল (সা), সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক আছে? তিনি বললেন তারা তোমার বেহেশত ও দোযখ। (ইবনে মাজাহ)

٤- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهٗ رَغِمَ اَنْفُهٗ رَغِمَ اَنْفُهٗ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْكِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? হুজুর (সা) বললেন, সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

٥. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ.

৫। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? হুজুর (সা) বললেন তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল অতঃপর কে? হুজুর (সা) বললেন তোমার মা! লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? হুজুর (সা) এবারও জবাব দিলেন তোমার মা। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? এবারে নবী করীম (সা) জবাব দিলেন যে, তোমার বাবা। (বুখারী, মুসলিম)

٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكَ اَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِمَا وَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ত্যাগ করে হিজরতের উদ্দেশ্যে বাইয়াত করার জন্যে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ফিরে যাও তোমার পিতা-মাতার কাছে এবং তাদের খুশী করে এসো যেমনি তাদের কাঁদিয়ে এসেছিলে। (আদাবুল মুফরাদ)

٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهِ فَتَوَفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَافْتَاهُ اَنْ يَّقْضِيَهُ عَنْهَا.

৭। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'আদ ইবনে উবাদাহ নবী করীম (সা)-এর নিকট তাঁর মায়ের মানত সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন– যে মানত পুরা করার আগেই তিনি (তাঁর মা) মারা যান। নবী করীম (সা) ফতোয়া দিলেন যে, তাঁর পক্ষ থেকে তুমি মানত পুরা করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)

সন্তানের অধিকার

সন্তানের অধিকার সম্পর্কে আয়াত

পিতা-মাতার যেমন সন্তানের উপর অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে পিতা-মাতার উপরও সন্তানের অধিকার রয়েছে। একজন উন্নত আদর্শবান সন্তান পেতে হলে পিতা-মাতাকে অবশ্যই সন্তানের অধিকারের প্রতি নজর দিতে হবে। অন্যথায় আমরা একদিকে যেমন ভালো সন্তান গড়ে তুলতে পারবো না, অন্যদিকে আল্লাহর পাকড়াও থেকেও রেহাই পাবো না।

١- وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا -

১। অর্থ ঃ তোমাদের সন্তানদেরকে অভাবের ভয়ে মেরে ফেল না। আমি তাদেরকেও রিযক দেবো, তোমাদেরকেও দেবো। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মস্ত বড় গুনাহ। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১)

٢- يـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ -

২। অর্থ ঃ 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এবং তোমাদের নিজেদের পরিজনকে সেই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবসম্পন্ন ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।' (সূরা তাহরীম : ৬)

٣- رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ -

৩। অর্থ ঃ হে আমার রব! আমাকে তাওফীক দিন, যেন আমি ঐসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছেন এবং যেন আমি এমন নেক আমল করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন। আর আমার সন্তানদেরকেও নেককার বানিয়ে আমাকে সুখী করুন। (সূরা আহকাফ : ১৫)

সন্তানের অধিকার সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَاَسْمَاءِ اٰبَائِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَائَكُمْ -

১। অর্থ ঃ 'আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিজের এবং তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব, তোমাদের ভালো নাম রাখো।' (আবূ দাউদ)

٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَكْرِمُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَاَحْسِنُوْا اَدَبَهُمْ -

২। অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের সন্তানদের সাথে কোমল ব্যবহার করো এবং তাদেরকে উত্তম আদব-কায়দা, তালিম ও তরবিয়াত শিক্ষা দাও। (ইবনে মাজাহ)

٣- اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلُ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ -

৩। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পিতা সন্তানকে যা কিছুই উপহার দিক, সবচেয়ে ভালো উপহার হলো তাকে উত্তম শিক্ষা দান। (মিশকাত)

٤ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهٗ اُنْثٰى فَلَمْ يَدَهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهٗ عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ـ

৪। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তির মেয়ে সন্তান জন্মে এবং সে জাহেলী প্রথা অনুসারে তাকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলে না, তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করে না কিংবা তার ওপর ছেলে সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয় না, তাকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। (রাহে আমল, হাদীস নং ১৬৬)

ইয়াতিমের অধিকার

ইয়াতিমের অধিকার সম্পর্কে আয়াত

ইয়াতিমরা মানব সমাজের অক্ষম ও দুর্বল সদস্য। তারা জীবন যাপনে সমাজের অন্যের মুখাপেক্ষী। তাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করার জন্য কুরআন মুসলমানদের বাধ্য করেছে।

١ـ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى ـ

১। অর্থ ঃ তোমরা পিতামাতা, আত্মীয় ও ইয়াতিমের সাথে সদ্ব্যবহার করো। (সূরা নিসা : ৩৬)

٢ـ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ـ

২। অর্থ ঃ লোকদের এ কথা মনে করে ভয় করা উচিত, যদি তারা অসহায় সন্তান রেখে যেতো তাহলে মরার সময় তাদের জন্য কতই না আশঙ্কা হতো। কাজেই তাদের আল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায় সঙ্গত কথা বলা উচিত। (সূরা নিসা : ৯)

٣ـ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ ـ

৩। অর্থ ঃ তুমি ইয়াতীমকে ধমক দিয়ো না।' (সূরা দোহা : ৯)

٤ـ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى ـ

৪। অর্থ ঃ বলে দিন, তোমরা কল্যাণার্থে যা কিছু খরচ করো, তার অধিকতর হকদার বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতিমগণ। (সূরা বাকারা : ২১৫)

٥۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۔

৫। অর্থ ঃ যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের ধন-সম্পদ খায়, তারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট পূর্ণ করে। অবশ্যই তাদের পরিণাম জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন। (সূরা নিসা : ১০)

٦۔ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا ۔

৬। অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন তা তোমরা নির্বোধের হাতে তুলে দিয়ো না। তবে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করো এবং সদুপদেশ দিতে থাকো। (সূরা নিসা : ৫)

ইয়াতিমের অধিকার সম্পর্কে হাদীস

١۔ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهٗ وَلِغَيْرِهٖ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا، وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا۔

১। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি ও ইয়াতিমের পৃষ্ঠপোষক এবং অন্যান্য অসহায় মানুষের পৃষ্ঠপোষক বেহেশতে এভাবে এক সাথে থাকবো এ কথা বলে তিনি লাগোয়া দু'টো আঙ্গুলকে দেখালেন এবং উভয়ের মাঝখানে সামান্য ফাঁকা রাখলেন। (বুখারী)

٢۔ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسِنُ اِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ ۔

২। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে বাড়িতে ইয়াতিমের প্রতি সদ্ব্যবহার করা

হয়, তা সর্বোত্তম বাড়ি। আর যে বাড়িতে ইয়াতিমের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয়, তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বাড়ি। (ইবনে মাজাহ)

٣۔ اِنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ اِمْسَحْ رَاسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ ـ

৩। অর্থ ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানালো যে, তার মন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কঠোর। তিনি বললেন, ইয়াতিমের মাথায় স্নেহের হাত বুলাও এবং মিসকিনদেরকে (দরিদ্র) খানা খাওয়াও। (মিশকাত)

٤۔ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِيْ؟ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلاَ مُتَاَثِّلاً مِنْ مَالِهِ مَالاً ـ

৪। অর্থ ঃ জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার পালিত ইয়াতিমকে কী কী কারণে প্রহার করতে পারি? রাসূল (সা) বললেন, যে যে কারণে তোমার নিজ সন্তানকে প্রহার করতে পার। সাবধান, নিজের সম্পত্তি রক্ষার্থে তার সম্পত্তি নষ্ট করো না এবং তার সম্পত্তি দিয়ে নিজের সম্পত্তি বানিও না। (মু'জাম)

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সম্পর্কে আয়াত

١۔ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

১। অর্থ ঃ আর হে নবী! আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তারাই হলো সফলকাম। (সূরা আর রূম ঃ ৩৮)

٢۔ اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ وَاُولُوا

الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَفْعَلُوْآ اِلٰى اَوْلِيٰـئِكُمْ مَّعْرُوْفًا كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا.

২। অর্থ ঃ নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা বেশি হকদার এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক হকদার। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করতে চাও, তবে করতে পারো। এটা লাওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখিত আছে। (সূরা আহযাব ঃ ৬)

٣- كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ.

৩। অর্থ ঃ তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে লাগলে তার পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের জন্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অসিয়ত করাকে তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। এটা মুত্তাকী লোকদের নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮০)

٤- وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ - وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৪। অর্থ ঃ (হে নবী!) তুমি (সর্বপ্রথম) তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করো এবং তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি নম্র ব্যবহার করো। (সূরা আশ শুআরা ঃ ২১৪-২১৫)

٥- وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا.

৫। অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করো এবং অভাবী ও মুসাফিরদের হক আদায় করো। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬)

٦. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

৬। অর্থ ঃ আল্লাহকে ভয় কর যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হক) দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হতে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন। (সূরা আন নিসা ঃ ১)

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.

১। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা (রহমানের সাথে মিলিত) ঢালস্বরূপ। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে থাকি। আর যে লোক এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী)

٢. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى (رض) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَنْزِلُ الرَّحْمَتُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক আছে সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না। (বায়হাকী-শোয়াবুল ঈমান)

٣. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَّصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ رحم (রাহেম) আরশের সাথে ঝুলানো আছে, সে বলে, "যে

আমাকে (আত্মীয়তাকে) মিলিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাকে মিলিয়ে রাখুন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করুন।" (বুখারী, মুসলিম)

٤۔ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمْ (رض) اَخْبَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

৪। অর্থ ঃ হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়ীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

٥۔ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَاَلَهُ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ.

৫। অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিয্ক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (মুসলিম)

٦۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِيْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ.

৬। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলি আর তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি সহিষ্ণুতার সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেই, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খের মতো ব্যবহার করে। (এখন আমি কি করবো?) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যদি ঘটনা এমনই হয়ে থাকে যা তুমি

বলছো, তাহলে তুমি যেন তাদের উপর উত্তপ্ত ছাই নিক্ষেপ করছো অর্থাৎ তোমার ধৈর্যের আগুনে তাদেরকে শেষ করে দিবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার সাথে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) মওজুদ থাকবে। (মুসলিম)

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে আয়াত

প্রতিবেশী মুসলিম, অমুসলিম, আত্মীয়, অনাত্মীয়, দূরের ও কাছের সব ধরনেরই হতে পারে। নীতিগতভাবে সকলের সাথেই সদ্ব্যবহারের তাকিদ দিয়েছে কুরআন ও হাদীস।

١ـ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا ـ

১। অর্থ ঃ তোমরা সবাই আল্লাহর গোলামি কর; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে নেক আচরণ কর এবং আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী মুসাফির ও তোমাদের অধীনে যেসব দাস-দাসী রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও। নিশ্চয়ই জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে বড় হওয়ার গৌরব করে ও অহংকার করে। (সূরা নিসা : ৩৬)

প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ، قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ الَّذِىْ لاَ يُؤْمِنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ ـ

১। অর্থ ঃ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক আচরণ থেকে নিরাপদ থাকে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٢ـ عَنْ عَـائِشَـةَ (رض) قَـالَتْ قَـالَ النَّبِىُّ ﷺ مَـا زَالَ جِـبْـرِيْـلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ ـ

২। অর্থ ঃ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জিবরাঈল আমাকে প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য এত ঘন ঘন উপদেশ দিতে থাকেন যে, আমি ভেবেছিলাম, হয়তো শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ ـ

৩। অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ সেই ব্যক্তি মুমিন নয় যে নিজে তৃপ্তিসহকারে আহার করে, অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশেই অনাহারে থাকে। (মিশকাত ও বায়হাকী)

٤ـ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰـهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ ـ

৪। অর্থ ঃ আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আবু যর, তমি যখন ঝোল রান্না করবে, তখন তাতে পানি বেশি করে দাও এবং তা দিয়ে প্রতিবেশীর খবর নাও। (মুসলিম)

٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰـهِ ﷺ يَا نِسَـاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَاتُحَقِّرَنَّ جَارَةٌ نُجَةٍ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ ـ

৫। অর্থ ঃ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে মুসলিম নারীগণ, কোন প্রতিবেশিনী পর প্রতিবেশিনীকে যত সামান্য উপহারই দিক, তাকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়; এমনকি তা যদি ছাগলের একটা ক্ষুরও হয়। (বুখারী, মুসলিম)

অমুসলিমদের অধিকার

অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে আয়াত

١ـ لاَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

১। অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে (হে মুসলিমগণ) নিষেধ করেন না এ কাজ থেকে, যারা দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেননি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, তাদের সাথে তোমরা কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করবে। কেননা সুবিচারকারীদের তো আল্লাহ্ পছন্দ করেন, ভালবাসেন। (সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ৮)

٢ـ وَلاَ تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ.

২। অর্থ ঃ তোমরা আহলে কিতাব লোকদের সাথে বাকবিতণ্ডা করো না। যদি করই তবে তা উত্তমভাবে করবে। তবে যারা যালিম, তাদের প্রসঙ্গে এই নির্দেশ নয়। তোমরা বরং বল আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আর যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তার প্রতিও। (সূরা আল আনকাবূত ঃ ৪৬)

অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে হাদীস

١ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মনে রেখ, যদি কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব। (আবু দাউদ)

٢. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا وَكَلَّفَهٗ فَوْقَ طَاقَتِهٖ فَاَنَا حَجِيْجُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের উপর যুলুম করবে ও তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজের চাপ দিয়ে করতে বাধ্য করবে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী হয়ে দাঁড়াব।

٣. وَجَعَلْتُ لَهُمْ اَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ اَوْ اَصَابَتْهُ اٰفَةٌ مِّنَ الْاٰفَاتِ اَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرَ وَصَارَ اَهْلُ دِيْنِهٖ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهِ طُرِحَتْ جِزْيَتُهٗ وَعِيْلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعِيَالِهٖ مَا اَقَامَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ دَارِ الْاِسْلَامِ.

৩। অর্থ ঃ এবং আমি তাদেরকে এ অধিকার দান করলাম যে, তাদের কোনো বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা কারও উপর কোনো আকস্মিক বিপদ এসে পড়ে অথবা কোনো ধনী ব্যক্তি যদি সহসা এতটুকু দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে। তখন তার উপর ধার্য জিযিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে সেই সঙ্গে তার ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হতেই (প্রদান) করা হবে যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকবে।

শ্রমিকের অধিকার

শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে আয়াত

١. قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْاَمِيْنُ ـ قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

১। অর্থ ঃ (হযরত শোয়াইব আ এর) কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একজন বলল, হে পিতা ঃ তাকে (মূসাকে) আমাদের চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ততার দিক থেকে আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে। পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরি করবে। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, এটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ দিয়ে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহে তো তুমি আমাকে সজ্জন ও সদাচারী হিসেবেই দেখতে পাবে। (সূরা আল কাছাছ ঃ ২৬-২৭)

٢ـ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

২। অর্থ ঃ তোমরা যা কিছু করো সে বিষয়ে তোমরা অবশ্যই (আখেরাতে) জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা আন নাহল ঃ ৯৩)

٣ـ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا.

৩। অর্থ ঃ যে লোক বিশ্বাস ভঙ্গ করে অর্পিত কাজ বা জিনিস বিনষ্ট করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন না। (সূরা আন নিসা ঃ ১০৭)

٤ـ لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا.

৪। অর্থ ঃ কোনো মানুষকে তার শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া হবে না। (সূরা আল বাক্বারা ঃ ২৮৬)

٥ـ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৫। অর্থ ঃ ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীনস্থ, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো। (সূরা আশ শোয়ারা ঃ ২১৫)

শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيَطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের চাকর-চাকরাণী ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং, আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়। তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। তার সাধ্যের অতিরিক্ত যেন কোনো কাজ তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপাতেই হয়, তবে তা সমাধা করার ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

٢ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطُوا الْاَجِيْرَا اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقَهٗ.

২। অর্থ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ)

٣ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهٖ وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهٗ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَاْكُلَ فَاِنَّ الطَّعَامَ مَشْفُوْهًا قَلِيْلاً فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهٖ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের খাদেম যদি খাবার তৈরি করে এবং তা নিয়ে তোমার কাছে আসে, যা রান্না করার সময় আগুনের তাপ ও ধোঁয়া তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তখন তাকে তোমার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবে। খানা যদি অল্প হয়, তবে তা হতে তার হাতে এক মুঠো, দু'মুঠো অবশ্যই তুলে দিবে। (মুসলিম)

٤ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهٗ.

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার ঝগড়া হবে (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে কোনো চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। (২) সেই ব্যক্তি, যে কোনো মুক্ত মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। (৩) আর সেই ব্যক্তি, যে মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি করিয়ে নিয়েছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয়নি। (বুখারী)

٥ـ عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلٰوةُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ.

৫। অর্থ ঃ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর সর্বশেষ বাণী ছিলো– (১) নামায এবং (২) যারা তোমাদের অধীন তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (আদাবুল মুফরাদ)

٦ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ اَحَدًا اَجْرَهٗ.

৬। অর্থ ঃ নবী করীম (সা) কখনো মজুর শ্রমিকদের মজুরি দানের ব্যাপারে কোনোরূপ যুলুম করতেন না, যুলুমের প্রশ্রয় দিতেন না। (বুখারী)

٧ـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ اسْتَجَارَةِ الْاَجِيْرِ حَتّٰى بُيِّنَ لَهُ اَجْرُهُ.

৭। অর্থ ঃ নবী করীম (সা) মজুরের মজুরি নির্ধারণ না করে কাজে নিযুক্ত করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।

٨ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطُوَا الْعَامِلَ مَنْ عَمِلَهٗ فَاِنَّ عَامِلَ اللّٰهُ لَايُخَيِّبُ.

৮। অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন জিনিস হতে অংশ দান করো। কারণ আল্লাহর শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করা যেতে পারে না।

জান্নাত

জান্নাত সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ.

১। অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের প্রভু পরওয়ারদিগারের ক্ষমা এবং সে জান্নাতের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও, যার আয়তন আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সমান। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

٢ـ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ.

২। অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্নাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫)

٣ـ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

৩। অর্থ ঃ আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের। যার নিম্নদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহমান, সেথায় তারা চিরদিন থাকবে। এই সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর তা হবে তাদের জন্যে সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা আত তাওবা ঃ ৭২)

٤ـ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ.

৪। অর্থ ঃ জান্নাতে তোমাদের জন্য তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই দেয়া হবে এবং তোমরা সেখানে যা চাইবে তা-ই পাবে। (সূরা হা-মীম সিজদাহ ঃ ৩১)

٥ـ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ـ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ط وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ.

৫। অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলাকে যারা ভয় করে তাদের সে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, যেখানে থাকে পানির নির্মল ফোয়ারা, আছে দুধের এমন কিছু ঝর্নাধারা যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হয় না, আছে পানকারীদের জন্যে সুপেয় নহরসমূহ, আছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্নাধারা, (আরো) আছে সব ধরনের ফলমূল যেখানে আছে তাদের মালিকের কাছ থেকে (পাওয়া) ক্ষমা। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৫)

٦ـ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ـ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ـ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ـ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ .

৬। অর্থ ঃ বেহেশতের উদ্যানে সে (চির) সুখের জীবন যাপন করবে, সে

(উদ্যান) হবে আলীশান জান্নাতের মধ্যে, এর ফলমূল তাদের নাগালের পাশেই ঝুলতে থাকবে। (আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিনন্দনের ঘোষণা আসবে) অতীতে যা তোমরা কামাই করে এসেছো তারই পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা (প্রাণভরে এগুলো) খাও এবং তৃপ্তিসহকারে এর পানীয় গ্রহণ কর। (সূরা হাক্কাহ ঃ ২১-২৪)

٧۔ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ.

৭। অর্থ ঃ (সে দিন) তারা এক চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তাদের সোনায় বাঁধানো ও মুক্তাখচিত কাঁকন পরানো হবে, সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (সূরা আল ফাতির ঃ ৩৩)

জান্নাত সম্পর্কে হাদীস

١۔ عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرٰى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا، وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا. فَقَامَ اِلَيْهِ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ هِيَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلاَمَ، وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَاَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى لِلّٰهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

১। অর্থ ঃ আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন কিছু অট্টালিকা রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যায় এবং বাহির থেকেও ভেতরের সব কিছু দেখা যায়। একজন আরব বেদুঈন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এ অট্টালিকাসমূহ কাদের জন্য? তিনি বললেন ঃ যারা উত্তম ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, বেশী বেশী রোযা রাখে এবং গভীর রাতে মানুষ যখন ঘুমে অচেতন থাকে, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করে। (তিরমিযী)

٢۔ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ۔ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি এ কথার ঘোষণা দেয় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং এ অনুযায়ী আমল করে) এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

٣. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব নিয়ামতসমূহ তৈরি করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি এবং কোনো অন্তঃকরণও তা সম্পর্কে ধারণা রাখেনি। (বুখারী, মুসলিম)

٤. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلاَ يَتْفُلُوْنَ وَلاَ يَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَ يَخْتَصِمُوْنَ قَالُوْا مَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفْسِ.

৪। অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ অবশ্যই জান্নাতবাসীরা জান্নাতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের থুথু ফেলার, পেশাব-পায়খানা করার বা নাক ঝাড়ার প্রয়োজন হবে না। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, তাদের ভক্ষ্যবস্তুর (পেটে) কি দশা হবে? হুজুর (সা) বললেন, ঢেকুর ও সুগন্ধের মাধ্যমে বের হবে। কিন্তু মিশকের সুগন্ধ বের হবে। আর জান্নাতবাসীর অন্তরে আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ এমনভাবে বেধে দেয়া হবে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস। (জান্নাতীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতে থাকবে)। (মুসলিম)

জান্নাতের আটটি স্তর রয়েছে এবং এ স্তর অনুযায়ী আটটি নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ঃ

(১) জান্নাতুল ফিরদাউস – (جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ)

(২) দারুল মাকাম – (دَارُ الْمَقَامِ)

(৩) জান্নাতুল মাওয়া – (جَنَّةُ الْمَأْوٰى)

(৪) দারুল কারার – (دَارُ الْقَرَارِ)

(৫) দারুস সালাম – (دَارُ السَّلاَمِ)

(৬) জান্নাতুল আদ্ন – (جَنَّةُ الْعَدْنِ)

(৭) দারুন নায়ীম – (دَارُ النَّعِيْمِ)

(৮) দারুল খুলদ – (دَارُ الْخُلْدِ)

জাহান্নাম

জাহান্নাম সম্পর্কে আয়াত

١ـ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ـ لاَ يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ـ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ.

১। অর্থ ঃ যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্যে শাস্তি কমিয়েও দেয়া হবে না, এভাবেই আমি প্রত্যেক কাফিরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা আল ফাতির ঃ ৩৬)

٢ـ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ـ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ـ لاَ بَارِدٍ وَّلاَ كَرِيْمٍ.

২। অর্থ ঃ তারা (জাহান্নামের অধিবাসীরা) লু-হাওয়া, টগবগ করা ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার মাঝে থাকবে। তা না ঠাণ্ডা না শান্তিপ্রদ হবে। (সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৪২-৪৪)

٣- اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ - لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى.

৩। অর্থ ঃ যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্যে তো জাহান্নাম। সেথায় সে মরবেও না বাঁচবেও না। (সূরা ত্বহা ঃ ৭৪)

٤- اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا - لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا - لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا- لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا - اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا - جَزَآءً وِّفَاقًا - اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا - وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا.

৪। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই জাহান্নাম সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে প্রতীক্ষায় থাকবে। সেথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেথায় তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত ঠাণ্ডা এবং কোনো পানীয় আস্বাদন করবে না। তা তাদের উপযুক্ত প্রতিফল। তারা কখনও হিসাবের আশা করত না এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। (সূরা নাবা ঃ ২১-২৮)

٥- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

৫। অর্থ ঃ যারা (আল্লাহর নির্দেশের অবমাননা করে) কুফরি করেছে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে পৃথিবীতে যা কিছু আছে (এ সব কিছু) এবং এর সমান বস্তুও যদি এর সাথে দেয়া হয় তবু তা তাদের পক্ষ হতে গৃহীত হবে

না। বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না আর তাদের জন্য রয়েছে অসীম অনন্তকাল স্থায়ী শাস্তি। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৩৬-৩৭)

٦. اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ.

৬। অর্থ ঃ (আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারী) গুনাহগার লোকেরা অনন্তকাল ধরে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৭৪)

জাহান্নাম সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلَهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرَهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارَ.

১। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি মুসলমানের বিচারকের পদ প্রার্থনা করল এবং পদ লাভের পর তার ন্যায় বিচার যুল্‌মের উপর বিজয়ী হলো, সে জান্নাতবাসী হবে আর যদি ন্যায় বিচারের উপর যুল্‌ম বিজয়ী হয়ে যায় তবে তার জন্যে জাহান্নাম। (আবু দাউদ)

٢. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبُ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ. وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ.

২। অর্থ ঃ মহানবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই মিথ্যা হতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপ ও নাফরমানির কাজের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ ও নাফরমানি মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।

٣. عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ জ্বর জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপের অংশ বিশেষ। তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর। (বুখারী, মুসলিম)

٤. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَتِ الْكَافِيَةُ قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءً كُلُّهُنَّ مِثْلَ حَرِّهَا.

৪। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের এ পৃথিবীস্থ অগ্নি তাপের দিক দিয়ে জাহান্নামের অগ্নির সত্তর ভাগের একভাগ। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কেন, এ আগুনই কি যথেষ্ট ছিল না? হুজুর (সা) বললেন, দুনিয়ার অগ্নি হতে জাহান্নামের অগ্নিকে (দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে) উনসত্তর অংশে বর্ধিত করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদাভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য। (বুখারী, মুসলিম)

٥. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اَبْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اَسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ.

৫। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ জাহান্নামের অগ্নিকে হাজার বছর যাবত তাপ দেয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। অতঃপর তাকে আরও হাজার বছর তাপ দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায় আরও হাজার বছর উত্তপ্ত করার পরে উক্ত অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড় কালো অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে। (তিরমিযী)

জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে এবং সে অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ঃ

(১) জাহান্নাম – (جَهَنَّمْ)

(২) হাবিয়াহ – (هَاوِيَةَ)

(৩) জাহীম – (جَهِيْمُ)

(৪) সাক্বার – (سَقَرْ)

(৫) সায়ীর – (سَعِيْرٌ)

(৬) হুতামাহ – (حُطَمَةَ)

(৭) লাযা – (لَظى)

কবীরা গুনাহ

কবীরা গুনাহ সম্পর্কে আয়াত

١ـ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰئِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْمًا.

১। অর্থ ঃ যদি তোমরা দূরে থাকতে পার সেসব বড় গুনাহ থেকে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমি তোমাদের ছোট গুনাহগুলো মার্জনা করে দিব এবং দাখিল করব এক সম্মানজনক স্থানে। (সূরা নিসা : ৩১)

কবীরা গুনাহ সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

১। অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-কে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ (কবীরা গুনাহ হলো) আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া বা তাদের অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী, মুসলিম)

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ إِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ اِنْ تَزْنِيْ حَلِيْلَةَ جَارِكَ -

২। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আল্লাহর কাছে কোন গুনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে কর, অথচ তিনিই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো অত্যন্ত মারাত্মক কথা। তারপর বললাম, এরপর কোন গুনাহটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি (নবী সা.) বললেন তোমার সাথে খাবার খাবে এ আশঙ্কায় তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন ঃ তোমার নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা। (বুখারী, মুসলিম)

٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، قَالَ فَمَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ، قُلْتُ وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟ قَالَ الَّذِيْ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ -

৩। অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক বেদুঈন নবী (সা)-এর নিকটে আসল এবং বলল, হে আল্লাহর নবী! কবীরা (বৃহত্তম) গুনাহসমূহ কি? নবী (সা) বললেন, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। বেদুঈন (পুনরায়) বলল, এছাড়া আর কি? নবী (সা) বললেন ঃ কারো পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের অবহেলা করা। বেদুঈন (আবার) বলল,

এছাড়া আর কি? নবী (সা) বলেন ঃ ক্ষমার অযোগ্য মিথ্যা কসম গ্রহণ করা। বেদুঈন বলল, ক্ষমার অযোগ্য মিথ্যা কসম কি? নবী (সা) বললেন, এমন মিথ্যা কসম যা দ্বারা কোনো মুসলিমকে তার সম্পত্তি থেকে (অন্যায়ভাবে) বঞ্চিত করে। (বুখারী)

٤. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِىْ قُبُوْرِهِمَا، فَقَالَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرَةٍ، اِنَّهُ لَكَبِيْرٌ كَانَ اَحَدُهُمَا لاَيَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الْاٰخَرُ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ اَوْ اِثْنَيْنِ، فَجَعَلَ كِسْرَةً فِىْ قَبْرِ هٰذَا وَكِسْرَةً فِىْ قَبْرِ هٰذَا، فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ تَيْبَسَا.

৪। অর্থ ঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা) একবার মদীনার একটি বাগান থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন দু'জন লোকের চীৎকার শুনলেন। এদের কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। নবী (সা) বললেন, কোনো বড় গুনাহর কারণে এদের আযাব দেয়া হচ্ছে না। যদিও আসলে তা খুব বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ)। 'এদের একজন পেশাব থেকে বেঁচে চলতো না (সতর্কতা ও পবিত্রতা অবলম্বন করতো না), আরেকজন চোগলখোরী করে বেড়াতো। অতঃপর নবী (সা) একটি খেজুর গাছের কাঁচা ডাল চেয়ে আনলেন এবং তা দু'টুকরো করলেন। এক টুকরা এর কবরের এবং অপর টুকরা ওর কবরে গেঁড়ে দিলেন। তারপর বললেন, সম্ভবতঃ যতক্ষণ এ ডাল না শুকাবে, তাদের আযাবের কষ্ট কিছুটা হ্রাস করা হবে। (বুখারী)

٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيْمِ، وَأَكْلُ

الرِّبَا، وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ـ

৫। অর্থ ঃ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে তোমরা বিরত থাকো। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর নবী, সেগুলো কি কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু টোনা করা, আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন এমন প্রাণীকে অকারণে হত্যা করা, ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সতী-সাধ্বী নিষ্কলুষ মুমিন স্ত্রীলোকের ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। (মুসলিম)

শবে মি'রাজ

শবে মি'রাজ সম্পর্কে আয়াত

١ـ سُبْحَانَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ـ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

১। অর্থ ঃ তিনি পবিত্র মহিমাময়, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমি বরকতময় করেছি; যাতে আমি তাকে দেখাই আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১)

٢ـ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى. اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى. وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى لا عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ط اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى لا مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى. لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى.

২। অর্থ ঃ যা তিনি দেখেছেন, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি; এখন তোমরা কি সে ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া কর; যা সে নিজ চক্ষে দেখেছে? তিনি তো উক্ত ফেরেশতাকে আরও একবার দেখেছেন, সিদ্‌রাতুল মুনতাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া, যখন সিদ্‌রাতুল মুনতাহাকে আচ্ছাদিত করেছিল, যা আচ্ছাদিত করার ছিল। তখন তার দৃষ্টি ঝলসিয়ে যায়নি এবং তিনি সীমালঙ্ঘনও করেননি। তিনি তো স্বীয় রবের মহান নিদর্শনসমূহ দর্শন করেছেন। (সূরা নাজম : ১১-১৮)

শবে মি'রাজ সম্পর্কে হাদীস

১- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِىْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ -

১। অর্থ ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, মি'রাজের ব্যাপারে কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল, তখন আমি কাবার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাস মাসজিদটিকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো কুরাইশদেরকে বলে দিতে থাকলাম। (বুখারী)

২- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فِىْ قَوْلِه تَعَالٰى وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِىَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدَسِ -

২। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, কুরআনের এ আয়াত "আর আমি আপনাকে মিরাজের রাতে যেসব দৃশ্য দেখিয়েছি সেগুলোকে আমি লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয়রূপে পরিণত করেছি" –প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঐ দৃশ্যসমূহ (স্বপ্ন নয়) চাক্ষুস দৃশ্য ছিল। যে রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাইতুল

মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল, সেই রাতে তাঁকে ঐ দৃশ্যগুলো চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করানো হয়েছিল। (বুখারী)

٣ـ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ اِلَى السَّمَاءِ قَالَ اَتَيْتُ عَلٰى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفٌ ـ فَقُلْتُ مَا هٰذَا يَاجِبْرَائِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ ـ

৩। অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মিরাজের রাত্রে নবী (সা)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। নবী (সা) বলেন ঃ আমি এমন একটি নদীর ধারে পৌঁছলাম, যার উভয় তীরে ফাঁপা মোতির তৈরি তাঁবু পাতা আছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল একি? উত্তরে জিবরাঈল বললেন, এটি হলো হাওযে কাওসার। (বুখারী, ৪৫৯৫)

শবে কদর

শবে কদর সম্পর্কে আয়াত

١ـ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

১। অর্থ ঃ আমি এ (কুরআন)-কে কদরের রাতে নাযিল করেছি। (সূরা কদর : ১)

٢ـ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ.

২। অর্থ ঃ কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (সূরা কদর : ৩)

٣ـ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ.

৩। অর্থ ঃ (সে রাতে) ফেরেশতা ও রূহ, তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রতিটি হুকুম নিয়ে (দুনিয়ায়) নেমে আসে। (সূরা কদর : ৪)

٤ـ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

৪। অর্থ ঃ ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত ঐ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময়। (সূরা কদর : ৫)

٥ـ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ.

৫। অর্থ ঃ অবশ্যই আমি একে একটি বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি। (সূরা দুখান : ৩)

٦- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ.

৬। অর্থ ঃ এই রাতে সব ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ ফায়সালা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। (সূরা দুখান)

শবে কদর সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِيْزَرَهُ، وَاَحْيَا لَيْلَهُ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ.

১। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (রমযানের শেষ) দশ দিন এসে যেত, তখন নবী (সা) পরনের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন। (দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন), রাতে জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগাতেন। (বুখারী, ১৮৮২)

٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২। অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা পালন করল, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদতে দাঁড়াল, তার আগেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী, ১৮৭১)

٣- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

৩। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ কর। (বুখারী, ১৮৭৪)

٤ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرُمَهَا فَقَدْ حَرُمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يَحْرُمُ خَيْرَهَا اِلاَّ كُلُّ مَحْرُوْمٍ ـ

৪। অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, একবার রমযান মাসের আগমনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দেখ এ মাসটি তোমাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়েছে। এতে এমন একটি রাত আছে, যেটি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হলো, সে যাবতীয় কল্যাণ হতেই বঞ্চিত হলো। আর চিরবঞ্চিত ব্যক্তিই কেবল এর সুফল হতে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজাহ)

সাদাকাতুল ফিতর

সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে আয়াত

١ـ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى.

১। যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করেছে সে সফলকাম হয়েছে। (সূরা আ'লা : ১৪)

এ আয়াতটি সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে বলে তাফসীরে পাওয়া যায়। এতে ঈমান ও চরিত্রগত শুদ্ধি এবং আত্মিক যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُوَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلاَةِ ـ

১। অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রতিটি মুসলমান ক্রীতদাস, আযাদ, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের জন্যে সদকায়ে ফিতর এক সা' পরিমাণ খেজুর কিংবা যব নির্ধারণ করেছেন। আর ঈদগাহে রওয়ানার আগেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : ফিতরা প্রকতপক্ষে রোযার যাকাত অর্থাৎ যাকাত যেমন মালকে পবিত্র করে, তেমনি ফিতরাও রোযাকে পবিত্র করে অর্থাৎ রোযার ভেতর যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটে ফিতরা দ্বারা তা পূরণ হয়ে যায়।

ফিতরা ওয়াজিব। তাই প্রতিটি মালদার ব্যক্তি তার ও তার পোষ্যদের পক্ষ হতে ঈদের দিন নামাযে রওয়ানা হবার আগেই তা আদায় করবে। যাকাতের জন্যে যেমন নিসাব পরিমাণ মালের পুরা এক বছর মালিক থাকা প্রয়োজন, ফিতরার জন্যে তা নয়; বরং ঈদের দিন সকালে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলেই তাকে অবশ্যই ফিতরা আদায় করতে হবে।

ইসলামে যেসব পর্ব বা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে তা সর্বজনীন অর্থাৎ অনুষ্ঠান পালন ও তার আনন্দ উৎসব গরিব-ধনী নির্বিশেষে যাতে সকলেই উপভোগ করতে পারে, ইসলাম তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। ফলে ঈদের আনন্দ যাতে সচ্ছল ঘরেই সীমাবদ্ধ না থাকে সে জন্যে রাসূল (সা) নির্দেশ দিয়েছেন যে, ঈদের নামাযে রওয়ানা হওয়ার আগেই যেন সচ্ছল লোকেরা প্রত্যেকেই নিজ ও তার পোষ্যদের পক্ষ হতে ফিতরা আবশ্যই গরিব-মিসকীনকে আদায় করে দেয়, যাতে করে ঈদের আনন্দ শুধু ধনীদের ঘরেই সীমাবদ্ধ না থাকে।

ফিতরার পরিমাণ হলো প্রতিটি এলাকার প্রধান খাদ্য অর্থাৎ আটা কিংবা চালের জন প্রতি এক সের সাড়ে বার ছটাক।

٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرًا لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنِ ـ

২। অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বাজে কথা ও অশ্লীলতা হতে রোযাকে পবিত্র করার ও মিসকীনদেরকে অন্নদানের উদ্দেশ্যে সাদাকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন। (আবূ দাউদ)

কুরবানী

কুরবানী সম্পর্কে আয়াত

١- وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَارَزَقَكُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ. فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ.

১। অর্থ ঃ আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও। (সূরা হজ্জ : ৩৪)

٢+ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ. كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ.

২। অর্থ ঃ এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের অন্তরের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎ কর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। (সূরা হজ্জ : ৩৭)

٣- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

৩। অর্থ ঃ অতএব আপনার রবের উদ্দেশে নামায পড়ুন ও কুরবানী করুন। (সূরা কাউসার : ২)

٤- قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৪। অর্থ ঃ আপনি বলুন, আমার নামায, আমার ইবাদত (কুরবানী, হজ্জ) এবং আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রভুর জন্য নিবেদিত। (সূরা আনয়াম : ১৬২)

কুরবানী সম্পর্কে হাদীস

١ـ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاعَمِلَ ابْنِ ادَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحَرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَاْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْابِهَا نَفْسًا.

১। অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল করীম (সা) বলেছেন, কুরবানীর দিনে মানব সন্তানের কোনো নেক কাজই আল্লাহর নিকটে তত প্রিয় নয় যত প্রিয় রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী করা)। কুরবানীর জানোয়ারগুলো তাদের শিং, পশম ও ক্ষুরসহ কিয়ামতের দিন (কুরবানী দাতার পাল্লায়) এনে দেয়া হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর নিকটে সম্মানিত স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা আনন্দচিত্তে কুরবানী করবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

٢ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا.

২। অর্থ ঃ রাসূল করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, সামর্থ্য থাকতেও যারা কুরবানী করে না, তারা যেন আমার ঈদগাহের কাছে না আসে। (ইবনে মাজাহ)

কাবা ঘর

কাবা ঘর সম্পর্কে আয়াত

١ـ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ.

১। অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। (সূরা আলে ইমরান : ৯৬)

٢ـ اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

২। অর্থ ঃ মুশরিকরা অপবিত্র, তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটে না যায়। (সূরা তাওবা : ২৮)

٣ـ سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

৩। অর্থ ঃ সেই আল্লাহর জন্য পবিত্রতা যিনি তার বান্দাকে রাত্রে মসজিদে হারাম থেকে মিরাজে নিয়ে গেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১)

٤ـ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ـ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ـ وَعَهِدْنَآ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

৪। অর্থ ঃ যখন আমি কাবাগৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলন স্থান ও নিরাপত্তার স্থান করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকূ সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। (সূরা বাকারা : ১২৫)

কাবা ঘর সম্পর্কে হাদীস

١ـ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِىْ مَنَامِهٖ فَقَدْ رَاٰنِىْ ـ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ وَلاَ بِالْكَعْبَةِ ـ

১। অর্থ ঃ রাসূল (সা) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে আমাকে ঠিকই দেখে কেননা, শয়তান আমার এবং কাবার ছবি ধারণ করতে পারে না। (মুজাম)

٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِىْ حَسَنَةٍ وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَغْفُوْرًا ـ

২। অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে সে নেক ও কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে যখন বের হয় তখন গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বের হয়।

٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَشَرِبَ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ غُفِرَ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ كُلُّهَا -

৩। অর্থ ঃ হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে বাইতুল্লাহ শরীফের সাত চক্কর তওয়াফ করবে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং যমযমের পানি পান করবে তার গুনাহ যত বেশীই হউক না কেন, তা মাফ করে দেয়া হবে।

ISBN:978-984-8808-47-4